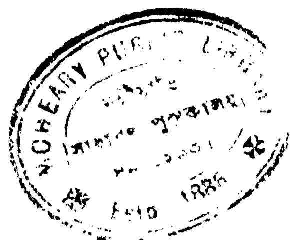
নবীনা জননী।

উপন্যাস।



শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, প্রণীত।



১৯১৫

মূল্য এক টাকা।

উৎসর্গ।



সন্তানের উপহার অতি সামান্য হইলেও জনক জননী
তাহা স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন ; এই সাহসে
আমি আজ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আমার
স্নেহময় জনক ও স্নেহময়ী জননীর
চরণে সমর্পণ করিতে সাহসী
হইলাম।

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।



উপক্রমণিকা।

কমলপুর একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। এই গ্রামটি নবদ্বীপের নিকটে ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত। ইহাতে পঞ্চাশ ষাট ঘর লোকের বাস; তাহার মধ্যে অধিকাংশই কৃষক, পাঁচ সাত ঘর ভদ্রলোক। গ্রামটি দেখিতে বড়ই সুন্দর। চারিদিকে নিবিড়-শ্যাম-বিটপিশ্রেণী, পুষ্পিতা লতা, বিহগ-বিহগীর মধুময় গান; অদূরে অনন্তপ্রবাহিণী ভাগীরথীর প্রেম-গীতি,—এই সকলের একত্র সমাবেশে গ্রামটি অতিশয় সুন্দর দেখাইত।

হরিদয়াল ঘোষ গ্রামের মধ্যে একজন প্রধান বড়লোক। ইনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। অনেক দিন সুখ্যাতির সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অবশেষে পেন্সান লইয়া এই গ্রামে আসিয়া বসতি করেন। ইঁহার পূর্ব্ব বসতি হুগলী জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী সনাতনপুর নামক একটি গ্রামে ছিল। স্ত্রীবিয়োগের পর নানা কারণ বশতঃ তিনি সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া কমলপুরে বসত বাটী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে একটি পুত্র, একটি কন্যা, ও একটি বিধবা ভগিনী। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতায় একজন বড় ডাক্তার।

হরিদয়াল বাবু একজন বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁহার পাঠাগারে যে সকল রাশি রাশি পুস্তক ছিল, তাহার অধিকাংশই তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বয়স হইয়াছিল, তথাপি তিনি এখনও রীতিমত অধ্যয়ন করিতেন। পুত্র ও কন্যার লেখাপড়ার ভার তিনি নিজেই লইয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে অল্প সময়ের মধ্যে এ প্রকার শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে, সে প্রকার

শিক্ষা সেই সময়ের মধ্যে কোন বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া অতিশয় কঠিন ব্যাপার।

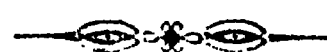
গ্রামের সকলেই তাঁহাকে মান্য করিয়া চলিত। তিনি আসিয়া গ্রামের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। গ্রামে একটি বিদ্যালয়, একটি ডাকঘর ও একটি ঔষধালয় তাঁহারই যত্নে সংস্থাপিত হইয়াছিল। তিনি গরিবের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতেন ও সময়ে সময়ে গ্রামবাসিগণকে উপযুক্ত সুদে টাকা ধার দিতেন। বলা বাহুল্য, সকলেই তাঁহার বাধ্য ছিল।



নবীনা জননী।



প্রথম অধ্যায়।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিবা প্রায় অবসান হইয়াছে। ভাগীরথীতীরস্থ একটি প্রশস্ত উদ্যানের পশ্চাতে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে; দুই চারি খানি সুবর্ণমণ্ডিত মেঘখণ্ড পশ্চিম আকাশে এখানে ওখানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। নদীর দুই ধারে শ্যামল ধান্যক্ষেত্র। যত দূরই দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, নয়ন-তৃপ্তিকর শ্যাম-শস্যক্ষেত্র দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। ক্রমে সন্ধ্যা আসিল। সন্ধ্যার আঁধার ছায়া ভাগীরথীর জল স্পর্শ করিল; পাখীরা সন্ধ্যা আগত দেখিয়া স্ব স্ব কুলায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল; গাভী সকল মাঠ হইতে ফিরিল; দূরে কৃষকবালকগণের অস্পষ্ট গীতধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। বৃক্ষ পত্রাদির মধ্য দিয়া দূরস্থ গ্রাম সমূহের দুই একটি আলোক দেখা গেল। কে একটি বালিকা একটি প্রদীপ হস্তে লইয়া ধান্যক্ষেত্রের

উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ধীরে ধীরে সান্ধ্য সমীরণ নীচে নামিয়া আসিল; তাহার সাড়া পাইয়া নদীর জল নাচিয়া উঠিল; কুসুম হৃদয় খুলিয়া নীরবে প্রেমালাপ করিল; বৃক্ষ পত্র কিছু মুখর, নানা কথা বলিয়া সান্ধ্য-সমীরণকে সম্ভাষণ করিল

এই সময়ে ভাগীরথীতীরে অৰ্দ্ধশয়িত অবস্থায় একটি সপ্তদশবর্ষীয় বালক এই সকল দেখিতেছিল।

কুসুম-কোরক প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বে যেমন অল্পে অল্পে বিকসিত হয়, যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে বালকের মনের যাবতীয় ভাবও সেই প্রকারে অল্পে অল্পে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। বাহ্যজগতের অন্তরালে যে আর এক অপূর্ব্ব জগৎ আছে তাহার আভাস যেন কিছু কিছু সে প্রাপ্ত হয়। এই বালক অবাক্ হইয়া এই সকল দেখিতেছে; তাহার প্রাণে কি এক অভিনব ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছে। সে প্রতিদিনই এই সব দেখে; এই ভাগীরথী ত প্রতিদিনই মৃদু কল্লোলে সাগর পানে ছুটিয়া যায়, সমীরণ ত প্রতিদিনই ফুলের সুবাস ছড়ায়, রাখালেরা ত প্রতিদিনই গান গায়; কিন্তু আজ সে ভাবিতে লাগিল, "এমন করিয়া এক দিনও ত সূর্য্য অস্ত যায় নাই, নদী এমন করিয়া এক দিনও ত ছুটে নাই, সমীরণ এমন করিয়া এক দিনও ত বহে নাই, রাখালেরা এমন করিয়া এক দিনও ত গায় নাই; তবে কি এসব নূতন করিয়া হইল? না আমি নূতন চক্ষে নূতন ভাবে এসব দেখিতেছি? একি স্বপ্ন? এ বালিকাটি কে প্রদীপ হস্তে ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছে? কোথায় যাইতেছে? এরা সব কে? আমি কি এই বিস্তীর্ণ শ্যামল ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে, সম্মুখে ঐ যে মধুর উজ্জ্বল প্রদেশ, উহাতে প্রবেশ করিতে পারি না? কি জানি উহার ভিতর দিয়া কোথায় যাওয়া যায়? ঐ সমীরণ কোথা হইতে আসিল? কে আমাকে বলিবে উহার বাসস্থান কোথায়?"

এইরূপ কত প্রকার চিন্তা বালকের প্রাণে উথলিতেছিল, এমন সময় একটি বালিকা আসিয়া ডাকিল, 'দাদা'।

বালক সব চিন্তা যেন ভুলিয়া গেল; হস্ত প্রসারণ করিয়া বালিকাকে কোলের কাছে টানিয়া বসাইল; বলিল, 'দিদি তোর আসিতে আজ এত দেরি হইল কেন? আমাকে কি ভুলে গিয়েছিলি?'

বালিকা ত্রস্তভাবে উত্তর করিল, 'না, না, আজ আমার আসতে দেরি হ'ল কেন শুনবে? বাবার আজ কতকগুলা ক'লকাতা হ'তে নূতন বই এসেছে, আমাকে তার পাতা কাট্‌তে বল্লেন; আমি তাই ব'সে ব'সে কাট্‌ছিলুম। আর আমাদের বলার জর হয়েছে, তাকে আমি একবার ওষুধ খাইয়ে আস্‌চি, তাই আজকে এত দেরি হল। দাদা, তুমি কি ভাবছিলে বল না?'

বালক। আমি কি ভাবছিলাম শুন্‌বি? আমি আজ এইখানে শুয়ে শুয়ে দেখ্‌লাম কেমন আস্তে আস্তে সূর্য্য অস্ত গেল, কেমন আস্তে আস্তে আঁধার হয়ে এল, কেমন আস্তে আস্তে বাতাস বইতে লাগ্‌ল। দিদি, তুই কখনও সূর্য্যকে অস্ত যেতে দেখেছিস? কেমন চমৎকার বল্ দেখি?

বালিকা। বেশ। আমি কত বার এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখিচি। কাল প্রতিভা আমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলো; আমরা দুজনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলাম। প্রতিভা বল্‌লে, দেখ্ ভাই মেঘ গুলি কেমন সোণার মতন হয়েছে, আমার ইচ্ছে যাচ্চে ছোট একটিকে ধরে এনে রেখে দি।

বালক অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিল। তাহার পর বলিল, 'দেখ্ দিদি কেমন তারা উঠেছে!'

বালিকা। হ্যাঁ দাদা, এ কি সত্যি; সেদিন পিসীমা বল্‌ছিলেন যে যারা ভাল লোক হয়, তারা মর্‌লে পর আকাশের তারা হয়।

তখনি আমার মায়ের কথা মনে পড়েছিল। তাহ'লে ঐ তারাগুলির মধ্যে একটি ত আমাদের মা! কোন্‌টি দাদা?

বালক। ঐ যে দেখ্‌ছিস সকলের বড় একটি তারা ঐ আকাশের এক ধারে রয়েছে, ঐটি হয়ত আমাদের মা। সত্যি দিদি, আজ যখন আমি ঐ তারাটির পানে চেয়ে শুয়েছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল যেন আমি মায়ের কোলে শুয়ে আছি। হাঁরে, তোর মাকে মনে পড়ে?

বালক দেখিতে পাইল না বালিকার দুটি চক্ষু জলে প্লাবিত হইয়া গেল। বালিকার মুখে আর কথা সরিল না। অনেকক্ষণ পরে বালক তাহা বুঝিতে পারিল। মায়ের কথা তুলিলে ভগিনীর কষ্ট হইবে এই ভাবিয়া অন্য কথা তুলিল। বুকের কাছে ভাল করিয়া টানিয়া লইয়া বলিল, 'দিদি তোমাকে যে কাল্‌কে পড়া দিয়াছিলাম, তা হয়েছে?'

বালিকা। হয়েছে।

বালক। আচ্ছা, লেখাপড়ায় তুমি ভাল, না প্রতিভা ভাল?

বালিকা। প্রতিভা। সে আমার চেয়ে শিগ্‌গির পড়া তৈয়ার করিতে পারে, আর তার লেখাও ভাল। বাবা বলেন আমি বড় হাবা মেয়ে; সত্যি দাদা?

বালক। তুই সোণা মেয়ে; তুই আমার দিদিমণি; চল্‌ দিদি, এবারে বাড়ী যাওয়া থাক্, অনেক রাত্রি হয়েছে; বলার জ্বর হয়েছে, সেত ডাক্‌তে আস্‌তে পারবে না; পিশিমা হয়ত ভাব্‌বেন।

এই বলিয়া ভাই বোনে দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া বাড়ী গেল।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে। বেশ পরিষ্কার রাত্রি। জ্যোৎস্নালোক তরঙ্গাকুলিত ভাগীরথীর নির্ম্মল সলিলে পতিত হইয়া সহস্র সহস্র হীরক খণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অপর তীরস্থ শুভ্র বালুকা রাশি চন্দ্রকিরণে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। অদূরে নিবিড় বিটপিশ্রেণী কোন্ এক অস্পষ্ট স্বপ্নরাজ্যের ছায়ার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। নীলাকাশে শুভ্র জলদ-খণ্ডের ন্যায় দুই চারি খানি নৌকা পাল তুলিয়া নদীবক্ষে তরঙ্গের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছিল। দূর হইতে,—কে জানে কোথা হইতে, সমীরণ-পথে বাঁশীর সুমিষ্ট সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। এমন সময় একজন লোক ভাগীরথীর কূল দিয়া ধীরে ধীরে আপনার মনে আসিতেছিল। পথিকের যেন গন্তব্য পথের কিছুই স্থিরতা নাই; মনে কিছুই উদ্দেশ্য নাই; কে যেন তাহাকে চালাইতেছে, তাই সে চলিয়াছে। অনেকক্ষণ এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিল; তাহার পর কি ভাবিল, আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

চন্দ্রমা! বৃথা তুমি তোমার শুভ্র কিরণজাল বিস্তার করিয়াছ। নদি, বৃথা তুমি শশধরকে বক্ষে ধরিয়া উল্লাসে হেলিতে দুলিতে প্রেমগীতি গাহিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছ। সমীরণ, বৃথা তুমি মাঠে, ঘাটে, বনে, উপবনে সৌরভ বিলাইতেছ। শশধর, এ প্রাণে কি আলো বিতরণ করিতে

পার ? যে গান গাহিয়া গাহিয়া নিশীথে তরঙ্গ গুলি ঘুমাইয়া পড়ে, নদি, সে গান গাহিয়া কি তুমি এই উন্মত্ত হৃদয়কে ঘুম পাড়াইতে পার ? সমীরণ, মৃদু মন্দ বহিয়া ধরাতল শীতল কর ; এ উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসে, এ দগ্ধ প্রাণে কি শীতলতা আনিয়া দিতে পার ?

সংসার-কুহেলিকায় পড়িয়া যে মানুষ চারিদিক আঁধার দেখে, সংসার-বিষে যাহার হৃদয় জ্বলিতেছে, শোকে দুঃখে তাপে যে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে, হে বিধাতঃ ! তাহার শান্তি কোথায় ?

ঐ দেখ ঐ লোকটি দাঁড়াইল ; একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল :—"ধন গেল, মান গেল, সুখ গেল, সম্পদ গেল, স্মৃতি যায় না কেন ? এত করিয়া চেষ্টা করি, পূর্ব্ব কথা ভুলিতে পারি না কেন ? যাহা কিছু করি, যাহা কিছু দেখি, সবই অতীতের সহিত এক সূত্রে গাঁথা। অতীত ছাড়া কিছুই নাই, এ যে বিষম কষ্ট ! হা ভগবান্ ! সবই যদি গেল, তবে এ ছায়াময়ী প্রেতমূর্ত্তি চক্ষের সম্মুখে কেন রাখিয়া দিলে ? এযে খাইতে শুইতে দেয় না, এযে আমোদ প্রমোদ করিতে দেয় না, এযে প্রাণ খুলিয়া আর হাসিতে দেয় না, এ পিশাচ যে সর্ব্বদা নয়নে নয়নে রহিয়াছে, বিকট হাসি হাসিয়া প্রাণের অন্তস্তল পর্য্যন্ত শুষ্ক করিয়া দিতেছে, এযে বিষম কষ্ট ! আমি সুখী হইতে পারিতাম, অন্যকেও সুখী করিতে পারিতাম, এবং নূতন জীবন আরম্ভ করিতে পারিতাম, যদি এ পিশাচ আমার সঙ্গ ছাড়া হইত। আমি এখনও অতীতের কথা ভুলিতে পারিলাম না। হায় ! আমি না হয় সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারি, কিন্তু আমার....................."

আর মুখে কথা বাহির হইল না, দর দর ধারে চক্ষুজল বাহির হইল ; লোকটি বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি ৯টা বাজিয়াছে। হরিদয়াল বাবু আপনার গৃহের একটি কুঠরীতে চেয়ারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে একটি প্রশস্ত টেবেল ; তাহার উপর একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। টেবেলের দুই ধারে দুইখানি বেঞ্চ ; এক ধারে একটি বালক আর একধারে একটি বালিকা। গৃহের সাজ সজ্জা আর কিছুই নাই, কেবল একটি কোণে খানকতক চেয়ার রহিয়াছে। এই বালক বালিকা আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত ভাই বোন। দুই জনেই দেখিতে অতি সুন্দর, দুজনেরই মুখশ্রী যেন এক ছাঁচে ঢালা। কিন্তু এই সাদৃশ্যের মধ্যেও বৈলক্ষণ্য ছিল। বালকের চক্ষু দুটি প্রশস্ত, কিন্তু মানসিক তেজের পরিচায়ক ; বালিকার চক্ষু দুটিও প্রশস্ত, কিন্তু শান্ত, ধীর ও অতিশয় মধুর। বালক বলিষ্ঠ ও সুস্থকায়, বালিকা ক্ষীণা। বালিকা উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, বালক উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। উভয়ের মুখই সরলতা-মাখান, কিন্তু বালিকা যেন দয়া ও সরলতার প্রতিমা। তাহার চক্ষু দুটি যেন পরদুঃখে কাঁদিবার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার সুগঠিত অধরোষ্ঠ যেন অপরকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল। সে যখন কাঁদিত, শিশিরসিক্ত কুসুমের ন্যায় তাহার মুখ খানি কত সুন্দর দেখাইত, এবং যে একবার তাহা দেখিত, সে তাহা কখনও ভুলিতে পারিত না। বালিকার বয়স দশ বৎসর ; বালকের বয়স সপ্তদশ বৎসরের অধিক নহে।

হরিদাস বাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন; চুল সব পাকিয়া গিয়াছে; চসমা না থাকিলে প্রায় দেখিতে পান না; শরীর অতিশয় শীর্ণ। নাসিকা দীর্ঘ ও চক্ষু দুটি ক্ষুদ্র। তিনি আজ ললিতকে মিল্-প্রণীত ইংরাজী অর্থনীতি নামক পুস্তকের এক অধ্যায়ের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেছেন। ললিত তাহা একমনে শুনিতেছে কিনা, এবং তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছে কিনা, তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। কারণ ললিত যদিও পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, তথাপি তাহার মন অন্য একদিকে ছিল। তাহার বাম হস্তে আর একখানি পুস্তক পশ্চাদ্ভাগে লুক্কায়িত ছিল; মাঝে মাঝে সে সেই পুস্তকটির দিকে অতি আগ্রহের সহিত দৃষ্টিপাত করিতেছিল। বৃদ্ধ সে সব কিছুই দেখিতে পান নাই; আপন মনে অতি বিশদ ভাষায় অর্থনীতির অতি গভীর কূটার্থ সকলের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন উষার সে সব কিছুই ভাল লাগিতেছিল না; সে একখানি বইয়ের পাতা উল্টাইয়া ছবি দেখিতেছিল।

এমন সময়ে একটি লোক ধীরে ধীরে অতি দীনের ন্যায় সেই ঘরে প্রবেশ করিল। হরিদয়াল বাবু চসমাটি টেবেলের উপর রাখিয়াছিলেন। আস্তে আস্তে সেটি নাকে লাগাইলেন, এবং আগন্তুকের দিকে একবার তাকাইয়া চসমাটি নামাইতে নামাইতে বলিলেন, 'আসুন, বিপ্রদাস বাবু, আসুন।'

আমরা এই অবসরে বিপ্রদাস বাবুর সামান্য পরিচয় দিই। বিপ্রদাস বাবু পূর্ব্বে কমলপুরের জমীদার ছিলেন। তখন তাঁহার অনেক ধন-সম্পত্তি ও জমীদারী ছিল; কিন্তু নানা কারণ বশতঃ সে সকলই অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাঁহার একটি কন্যা, তাহার নাম প্রতিভা;—পাঠকের পূর্ব্ব-পরিচিতা উষার সঙ্গিনী। বিপ্রদাস বাবু অতিশয় 'ভাল মানুষ' লোক ছিলেন। তাঁহার বিষয় সম্পত্তি প্রায় অন্যান্য লোকে ফাঁকি দিয়া লইয়াছিল। এখনও অনেক টাকা ধার; শীঘ্রই শোধ না দিলে তাঁহার বসত বাটী

বিক্রয় হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তিনি তাই অতিশয় ব্যথিতহৃদয়ে আজ হরিদয়াল বাবুর নিকট টাকা ধার করিতে আসিয়াছেন। ইচ্ছা, তাঁহার নিকট টাকা লইয়া অন্যান্য ধার শোধ দিবেন। পাঠকের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনিই সেদিন রাত্রিতে অতীতের কথা স্মরণ করিয়া ভাগীরথীতীরে দাঁড়াইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতেছিলেন।

বিপ্রদাস বাবু ধীরে ধীরে হরিদয়াল বাবুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। হরিদয়াল বাবু ললিতকে একখান চেয়ার আনিতে বলিলেন। ললিত যেমন তাড়াতাড়ি উঠিবে, অমনি তাহার পশ্চাদ্ভাগের পুস্তক খানি হরিদয়াল বাবুর পদতলে পড়িল। তিনি উষাকে বলিলেন, 'দেখি ও বইখানা কি?' উষা অতিশয় বিপদে পড়িল; এমন বিপদে উষা কখনও পড়ে নাই। একবার সে ললিতের মুখপানে চায়, একবার হরিদয়াল বাবুর মুখের দিকে চায়, কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। আবার হরিদয়াল বাবু জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'দেখি কি বই?' উষার মুখ শুকাইয়া গেল, সে অতিশয় কষ্টে পড়িল, সে জানিত যে সে বইখানি দাদা লুকাইয়া পড়িতেছে। বাবা যদি জানিতে পারেন, দাদাকে কত বকিবেন। উষা এই ভাবনায় অস্থির হইয়াছে; ললিত ইহা দেখিতে পাইল এবং তাড়াতাড়ি চেয়ার খানি বিপ্রদাস বাবুকে দিয়া বইখানি নিজেই পিতার নিকট ধরিল। উষার মুখ ভয়ে আরও শুকাইয়া গেল। ধীরে ধীরে হরিদয়াল বাবু নাকে চসমা লাগাইলেন ও পুস্তক খানির উপর দৃষ্টিপাত করিলেন। মুখ অতিশয় বিকৃত হইল, চক্ষু দুইটি অর্দ্ধনিমীলিত হইল, নাসিকার অগ্রভাগ কিছু কুঞ্চিত হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'কদর্য্য! কদর্য্য! অতি কুৎসিত!' পরে বিপ্রদাস বাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন, 'মহাশয় দেখুন দেখি, ছেলেটা কি অবাধ্য; আমি উহাকে যাহা পড়িতে বলি তাহা পড়ে না, যাহা শিক্ষা দিই তাহা শুনে না; নিজের ইচ্ছামত এই কুৎসিত অলীক ছাই ভস্ম নভেলগুলা পড়িতেছে। অতি কুৎসিত! অতি কুৎসিত!'

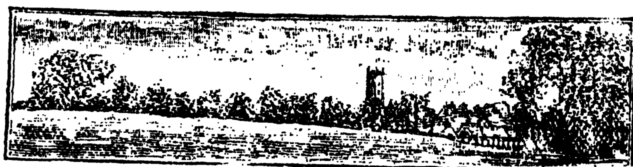
বিপ্রদাস। মশায়, বইখানার নাম কি?

হরিদয়াল। Sir Walter Scottএর Ivanhoe নামক এক খানি নভেল। মহাশয়, এ সব বই কি মানুষে পড়ে? ছি ছি, ইহা পড়িলে প্রকৃত বিষয়ের তথ্য কিছু মাত্র জানা যায় না, বিষয়-কর্ম্ম-জ্ঞান একেবারে যায়, আর Romanceএর রাজ্যে পড়িয়া মানুষগুলা একেবারে মাটি হয়ে যায়। ললিত, তোমাকে এখনও সাবধান করিয়া দিতেছি, যদি পুনরায় এ বই তোমার হাতে দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পরিবে। অবাধ্য সন্তান আমার চক্ষের বিষ।

এই বলিয়া তিনি একবার ললিতের দিকে রোষ-কষায়িত নেত্রে তাকাইলেন। ললিত আস্তে আস্তে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। ঊষা ইত্যবসরে পিতার কথা শুনিতে [illegible] অন্যমনস্ক হইয়া দুইটি সলিতা দিয়া বেশ করিয়া প্রদীপটি জ্বালিয়া দিয়াছিল। হরিদয়াল বাবুর দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িল, তিনি বলিলেন, 'ঊষা, প্রদীপে দুটি সলিতা দিবার কি আবশ্যক তাহা আমি জানি না। তোমাকে আর একদিন এ কথা বলিয়াছিলাম, তুমিও দেখিতেছি আমার কথা শোন না।'

ঊষা 'না বাবা, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আমি আর এমন করবো না,' এই বলিয়া প্রদীপটি পূর্ব্বাবস্থায় রাখিয়া দিল।





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হরিদয়াল বাবু তাহার পর বিপ্রদাস বাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন, "মশায়, আমি তামাক টামাক কিছুই রাখি না, মনে কিছু করিবেন না। আমি তামাক খাওয়ার বিপক্ষে—মহাশয় কম টাকা কি তামাকে খরচ হয়? সেদিন একখান খবেরর কাগজে পড়িলাম যে প্রতিবৎসর তামাকে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। বাপ, মনে করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে! শুদ্ধ তামাকে এত টাকা খরচ, এই টাকায় কি না হইতে পারে? এই যে প্রতিদিন দেখি, কত দরিদ্র, কত অনাথা মুষ্টি ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, ঐ যে কত সৎপ্রকৃতির লোক অন্নাভাবে অসৎপথ অবলম্বন করিতেছে, উহাদের কি জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইত না? ঐ টাকা যদি কোন উপযুক্ত ব্যবসায়ে ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে কত লোক প্রতিপালিত হইত; সমাজের কত উপকার করা হইত ও মনুষ্যের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত কেমন একটি সুন্দর পথ উদ্ঘাটিত হইত। কিন্তু মানুষের আচার ব্যবহার অতি কুৎসিত! অতি কদর্য্য! দু একটি পয়সাতে তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করে, কিন্তু বুঝিতে পারে না যে এই দুই এক পয়সা লইয়াই ৮০ লক্ষ টাকা হইয়াছে।"

বিপ্রদাস বাবু দু এক টান তামাক খাইতেন, কিন্তু অদ্য তামাকের

বিরুদ্ধে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় যে শরজাল বর্ষিত হইল, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার থাকিলেও তিনি কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি বিলক্ষণ জনিতেন যে হরিদয়াল বাবুর সহিত তর্কে আঁটে কাহার সাধ্য? আর বৃদ্ধ যদি একবার গরম হয়, তবে আর রক্ষা নাই। বিশেষতঃ তিনি যে কাজে আসিয়াছিলেন, তর্ক উঠিলে সে কাজ নিষ্পন্ন হওয়া দুরূহ। এই ভাবিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন :—

"মহাশয়, ছেলে বেলাকার অভ্যাস বশতঃ আমি এখন পর্য্যন্ত তামাক খাওয়ার অভ্যাসটা ছাড়িতে পারি নাই, তামাকটা ছাড়াই ভাল।"

হরি। শতবার ভাল, সহস্রবার ভাল। ছেলে বেলাকার অভ্যাস একেবারে পরিত্যাগ করা কঠিন বটে, কিন্তু 'habit is overcome by habit'—আপনি শীঘ্র শীঘ্র ও কদর্য্য অভ্যাসটা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করুন।

বিপ্রদাস সম্মতিসূচক একটি মস্তকদোলন করিয়া সে কথায় সেই খানেই বিশ্রাম দিলেন। পরে বিপ্রদাস বাবু নিজের বিষয় কর্ম্মের কথা তুলিলেন। তাঁহার অবস্থা অতিশয় হীন হইয়াছে—তাঁহার বিষয় সম্পত্তি একে একে সকলি অন্তর্হিত হইয়াছে—তাঁহার অনেকগুলি টাকা ধার হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় তিনি খুলিয়া হরিদয়াল বাবুকে বলিলেন এবং তাঁহার নিকট টাকা ধার লইবারও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হরিদয়াল বাবু নিবিষ্টচিত্তে একে একে সকলি শুনিলেন; অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। টেবেলের উপরিস্থিত একখানি পুস্তক লইয়া অনেকক্ষণ নাড়িলেন, দু একবার কাশিলেন, এবং অবশেষে বলিলেন :—

"বিপ্রদাস বাবু, সময় বড় খারাপ। আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে আপনার বিষয়-কর্ম্ম সম্বন্ধে তত অভিজ্ঞতা নাই। যতদূর শুনিলাম, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে অসাবধানতা ও অনভিজ্ঞ-

তাই আপনার দুরবস্থার একমাত্র কারণ। মানবের উপরে আপনার অটল বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের বশীভূত হইয়াই আপনি সম্পত্তি হারাইয়াছেন। আপনি জানেন না, স্বার্থপরতার মূল ভিত্তির উপর সমাজ সংস্থাপিত। পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করাই মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আদিম অবস্থায় নরশোণিতে ধরাতল প্লাবিত হইত এবং বাহুবলেরই জয় সর্ব্বত্র ঘোষিত হইত। পরে সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার নিমিত্তই সমাজের সৃষ্টি, এবং তাহার মূল ভিত্তি স্বার্থপরতা। পরস্পরের রক্ষার নিমিত্ত, পরস্পরের উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত, ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজনের সৃষ্টি হইল। এই স্বার্থপরতার সূত্রে সমাজস্থ প্রত্যেক নরনারীর হৃদয় গ্রথিত। নিঃস্বার্থ ভালবাসা, নিঃস্বার্থ প্রেম বলিয়া কোন জিনিষ পৃথিবীতে নাই। সকল ভালবাসার মূলেই স্বার্থপরতা। এই ভাবই মানুষের স্বাভাবিক ভাব। আপনি ইহার অন্যথাচরণ করিয়াছেন। আপনি ভাবিয়াছেন যে একটী মনুষ্য অপরের উপকার করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়। আপনি এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার অধীন কর্ম্মচারীদের দোষ সকল উপেক্ষা করিয়া তাহাদের উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন; তাই আজ আপনার এত দুর্গতি। যে সূত্র তাহাদের ও আপনার হৃদয়কে একটি সাধারণ লক্ষ্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, আপনি সে সূত্রবন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, তাই আপনার এ দুর্দ্দশা। অতএব এইবার হইতে সাবধান হউন—মনুষ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। আমি আপনাকে টাকা ধার দিতে স্বীকৃত আছি। আপনি বোধ হয় জানেন আমি বন্ধক না লইয়া টাকা ধার দিই না। আপনি কি বন্ধক দিতে স্বীকৃত আছেন, বলুন।”

বিপ্রদাস বাবু হরিদয়াল বাবুর কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। সংসারে নিঃস্বার্থ ভালবাসা নাই, এই কথা তাঁহার হৃদয়কে অতিশয় ব্যথিত করিয়াছিল। মানুষে বিশ্বাস স্থাপন করিতে নাই, এ

কথা তাঁহার নূতন বলিয়া বোধ হইল। তিনি টাকা ধার লইবেন কি, এক প্রবল ঝটিকা তাঁহার হৃদয়ে বহিতে লাগিল। শেষকালে এই হইল, যে, শোকে তাপে দগ্ধ, সংসারের বিষে জর্জ্জরিত দীন দরিদ্র মানুষ যে গৃহে আসিয়া তনয়-তনয়ার মুখাবলোকন ও প্রণয়িনীর সাদর প্রেমালিঙ্গনে আপনার হৃদয় শীতল করিবে, তাহারও পথ বন্ধ! তবে কিসের জন্য এত কষ্ট? কার জন্য এই টাকা ধার করিতে আসিয়াছি? প্রেম, ভালবাসা, দয়া, আত্মবিসর্জ্জন এ সব মিথ্যা—এ সব অলীক কল্পনা—এ সব ছায়াবাজী! তবে আমার এ সংসারে থাকিবার প্রয়োজন কি? আমি শোকে দগ্ধ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিব, কেহ মুছাইয়া দিবেনা, যাতনায় অস্থির হইয়া ছটফট করিব, কেহ মুখ তুলিয়া শুধাইবে না! আমার জন্য কাহারও হৃদয় কাঁদিবে না! আমাকে কেহ সান্ত্বনা দিবে না! তবে এ সব কিসের জন্য? এই ভাবিতে ভাবিতে বিপ্রদাস কোন কথা না বলিয়া সেস্থান হইতে উঠিলেন; টাকা ধার লওয়ার কথা ভুলিয়া গেলেন এবং হরিদয়াল বাবুকে কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হরিদয়াল বাবু কিছু বিস্মিত হইয়া সেইখানে বসিয়া রহিলেন।

———





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সংসারে অনেক সুন্দর বস্তু দেখিয়াছি এবং দেখিলেও সুন্দর কিনা বলিতে পারি ; কিন্তু সৌন্দর্য্য কি তাহা জানি না। কোন্ বস্তুর একত্র সমাবেশ হইলে সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা কেমন করিয়া বলিব ? ঐ যে ক্ষুদ্র কুসুমটি বন আলো করিয়া রহিয়াছে, কেনা বলিবে উহা সুন্দর ? কিন্তু কুসুমটি বৃন্তচ্যুত কর, তন্ন তন্ন করিয়া দেখ কোথায় উহার সৌন্দর্য্য নিহিত আছে,—আর সে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে না। ঐ যে প্রস্ফুটিত চম্পকের মত কামিনীর কমনীয় মুখকান্তি ঘর আলোক করিয়া রহিয়াছে ; নাড়িয়া চাড়িয়া ঘুরাইয়া, ফিরাইয়া ভাল করিয়া দেখিতে যাও, কোথায় সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত আছে, আর দেখিতে পাইবে না। দূর হইতে দেখিতে ভাল, কল্পনার চক্ষে দেখিতে ভাল, হৃদয়ে হৃদয় রাখিয়া দেখিতে ভাল। এ সৌন্দর্য্য কি ? কে বলিবে ? সৌন্দর্য্য যে গুণ-বিশিষ্ট পদার্থেই নিহিত আছে, তাহা নহে। পরস্পর বিরোধী তুল্য-গুণবিশিষ্ট পদার্থেও ইহা অবস্থিতি করে। চন্দ্রমাশালী নিশীথে মৃদু-পবন-পরিচালিত নক্ষত্রালোক-খচিত বহমান তরঙ্গের ক্রীড়া সুন্দর, আবার ঘনতমসাবৃত মেঘাচ্ছন্ন নিশীথে বিদ্যুদ্ভাসিত, উত্তাল তরঙ্গময়, উন্মত্ত সমুদ্রের অট্টহাসিও সুন্দর। পতিসোহাগিনী, মধুরহাসিনী, রূপসী, যুবতীর হাস্যোৎফুল্ল, বিস্ফারিত নয়নযুগলের দৃষ্টি মধুর, আবার পতিবিয়োগবিধুরা যুবতীর

অশ্রুপূর্ণ লোচনের বিরাগভরা দৃষ্টিও অতুলনীয়। এই সৌন্দর্য্য কি? এই পরস্পর বিরোধী গুণবিশিষ্ট পদার্থের একীকরণ কি?

কমলপুরের একটী প্রাসাদের পাদদেশ ধৌত করিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই প্রাসাদের ছাদের উপর একটি রমণী দাঁড়াইয়া আছেন। আলুলায়িত নিবিড় কৃষ্ণকেশদাম পৃষ্ঠের উপরিভাগে পড়িয়াছে। রমণীর বয়স অনুমান ২৫।২৬। রমণী সুন্দরী। এ সৌন্দর্য্য বর্ণনার নহে, তন্ন তন্ন করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার জিনিষ নহে। লেখকের সে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই, সাহসও নাই। কি জানি পাছে বর্ণনা করিতে গিয়া হৃদয় শূন্য হইয়া যায়, সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হইয়া যায়।

বসন্ত কাল, ফলে ফুলে নব পল্লবে ধরণী সুশোভিতা হইয়া অতিশয় রমণীয়া হইয়াছেন। উন্মত্ত পাপিয়ার সঙ্গীত দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সুনীল আকাশের ছায়া ভাগীরথীর জলে পড়িয়াছে। নিম্নে শ্যামল ক্ষেত্র, সারি সারি কদলী বৃক্ষের বাগান বহুদূর বিস্তৃত। মাঝে মাঝে কৃষকদের সামান্য কুটীর। গঙ্গার ঘাটে অনেক কৃষক-পত্নী ও কৃষক-বালিকা জল আনিতে আসিয়াছে। তাহাদের নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে, এবং বালকবালিকাদের উচ্চ হাস্যধ্বনিতে চারি দিক পরিপূর্ণ হইতেছে। কতকগুলি বালক আবার তীরে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে নানা প্রকার শব্দ করিতেছে, এবং অপর তীর হইতে তাহাদের প্রতিধ্বনি আসিতেছে, শুনিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেছে।

রমণীর কোন দিকেই দৃষ্টি নাই। ক্রমে বালকবালিকারা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল। ঘাট জনশূন্য হইল। চারিদিক নীরব হইয়া আসিল। কৃষকদের কুটীরে এক একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিল। রমণীর সেদিকে দৃষ্টি নাই। তাহার বিশাল চক্ষু দুটি জলে পরিপূর্ণ।

এই রমণী কাঁদিতেছেন। হায় গো, এমন সুন্দর মুখ খানি

অশ্রুসিক্ত কেন হইল ?

রমণী কাঁদিতেছেন, এমন সময়ে একটি বালিকা পশ্চাতে আসিয়া ডাকিল। 'মা তোমাকে এত ক'রে ডাকৃচি শুন্‌তে পাচ্চ না? বাবা এসেছেন; নীচে এসো।' এই বলিয়া বালিকা আবার ছুটিয়া পলাইল; যেন কি কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তাহারই উদ্দেশে আবার গমন করিল। রমণী ফিরিয়া চাহিলেন। চঞ্চলা বালিকার দোদুল্যমান নিবিড়কৃষ্ণ মুক্তকেশদাম ঈষৎ ঃ দেখিতে পাইলেন। বালিকা দৌড়িয়া পলাইল। রমণী ধীরে ধীরে চক্ষের জল মুছিয়া সেখান হইতে নীচে নামিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাসাদের একটি কক্ষে পাঠক-পাঠিকারা একবার চলুন। এ কক্ষটি অতি প্রশস্ত ও অতি সুন্দররূপে সজ্জিত। দুই খানি পালঙ্কে তুষার-ধবল দুইটি শয্যা; ঘরের মেজেয় শ্বেত মার্ব্বেল পাতা; কক্ষের এক পার্শ্বে একটি সুন্দর দীপাধারে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। দেওয়ালে সুবর্ণময় ফ্রেমে নানা প্রকার চিত্র-পট ঝুলিতেছে। সম্মুখে ঐ একখানি দেখুন,—নিবিড় বন, ঘন পত্রের আবরণে ঐ বন দিবসেই অন্ধকার-পূর্ণ; চারি দিকে শাল, তমাল, বটবৃক্ষাদির ঘন শ্রেণী; মাঝে মাঝে দুই এক স্থানে বৃক্ষ পত্রাদির মধ্য দিয়া আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘোর হিংস্রপশুসমাকীর্ণ কণ্টকাবৃত বনমধ্যে পতিপ্রাণা পথশ্রান্তা দময়ন্তী বসনার্দ্ধ পরিধান করিয়া স্বামীর হস্তে হস্ত রাখিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা। তাঁহার আলুলায়িত কেশদাম অর্দ্ধাবৃত বক্ষের উপর পড়িয়াছে। বিশাল চক্ষুদুটি নিদ্রাভরে নিমীলিত; সতী নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা

যাইতেছেন। স্বামীই তাঁহার রক্ষক, স্বামীই তাঁহার সর্ব্বস্ব, স্বামীই তাঁহার একমাত্র বিশ্বাসের বস্তু। আর নল রাজা দুর্ব্বিষহ চিন্তাভারে বিষণ্ন। তাঁহার ধন, মান, রাজ্য, যশ, সব গিয়াছে; এখন তিনি পথের ভিখারী। নিজের দুঃখ সহ্য হয়, কিন্তু প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের পুত্তলী প্রিয়তমার এ দুঃখ সহ্য হয় না; তাহাতে আবার অল্পক্ষণের মধ্যে প্রিয়তমাকে এই ঘোর অন্ধতমসাবৃত হিংস্রপশুসমাকীর্ণ অরণ্যে একাকিনী ফেলিয়া যাইতে হইবে, এই বিষম চিন্তায় নল চারিদিক শূন্য দেখিতেছেন। নৈরাশ্যে হৃদয় পূর্ণ; ভাবিতেছেন আমার এই দণ্ডে মৃত্যু হইল না কেন? এই ছবি খানির তলায় কোন রমণী লিখিয়াছেন,

'শুকাইলে তরু কভু ছাড়ে কি জড়িত লতা?'

আবার আর এক খানিতে ঐ দেখুন পঞ্চবটী বন। নানা জাতীয় শ্যাম বিটপীশ্রেণী লতা ও পুষ্পে মণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছে; ফুলে ফুলে ভ্রমর উড়িয়া বসিতেছে; কুরঙ্গ কুরঙ্গী নির্ভয়ে বৃক্ষতলে বিচরণ করিতেছে; কোথাও ময়ুর ময়ুরী সহর্ষে নৃত্য করিতেছে; কোথাও কোকিল কুহু-রবে বনস্থলী মাতাইয়া তুলিতেছে; স্বচ্ছসলিলা গোদাবরী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে; বল্কলধারী রাম সীতাদেবীর উরূপরে মস্তক রাখিয়া সীতার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন; সীতাদেবীর বামহস্ত তাঁহার বক্ষঃস্থলে স্থাপিত। অদূরে তাঁহাদের ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। কিছু দূরে লক্ষ্মণঠাকুর একটী বৃক্ষের শাখা নমিত করিয়া ফল পাড়িতেছেন; সীতাও রামের মুখপানে সলজ্জ বদনে তাকাইয়া আছেন, এবং মনে মনে যেন বলিতেছেন, 'তুমি যেখানে, সেইখানেই আমার স্বর্গ।' তাহার নীচে বড় বড় অক্ষরে লিখিত ছিল,

'কত সুখ!'

আবার অন্যত্র দেখুন, দিগন্তপ্রসারী নীল বারিধি অনন্তগগন স্পর্শ করি-

য়াছে; কত সহস্র তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে ও তীরে আসিয়া সহস্র সহস্র খণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলজন্তু জলক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্রতটে রামচন্দ্র সসৈন্যে দণ্ডায়মান। সকলেই স্তম্ভিত, কাহারও মুখে কথা নাই; বীর হনূমান এক পার্শ্বে বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে শ্রীরামচন্দ্রের মুখ পানে তাকাইয়া আছেন; সম্মুখে এক অপূর্ব্বা সুন্দরী রণবেশে দণ্ডায়মনা। ইন্দ্রজিদ্বনিতা প্রমীলা পতিবিরহে কাতরা হইয়া পতি-সন্ধানে যাইতেছেন; সুন্দরীর পৃষ্ঠে আলুলায়িত কেশদাম ভূমিতল স্পর্শ করিয়াছে। তাহার উপর সুবর্ণময় তূণ, কোষে উজ্জ্বল অসি মণিময় কটিবন্ধ হইতে দোদুল্যমান, হস্তে বিচিত্র শরাসন; সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মে আবৃত। চিত্রকর এমনি আঁকিয়াছেন, যে দেখিলে বোধ হয় যেন প্রমীলা, রামচন্দ্র ও তাঁহার সৈন্যবর্গের সচকিত ভাব নিরীক্ষণ করিয়া অতি কষ্টে অধরে অধর টিপিয়া হাস্যবেগ সম্বরণ করিয়াছেন। প্রমীলার সহচরীবৃন্দেরও সেই প্রকার ভাব। ইহার তলায় লেখা ছিল,

'পোড়ার মুখি! এত অধীরা কেন?'

আবার ওদিকে দেখুন একটী পুষ্পোদ্যান। নানা জাতীয় ফুল বাগান আলো করিয়া রহিয়াছে। ফুলে ফুলে ভ্রমর উড়িতেছে; ডালে ডালে পাখী গান গাহিতেছে। পুষ্পবাটিকার মধ্যস্থিত সরোবরে পদ্ম ফুটিয়া আছে; মরাল গুলি ধীরে জলের উপর সাঁতার দিয়া যাইতেছে। বাপীতটে একটী যুবক রণসাজে সজ্জিত; পার্শ্বে একটী সুন্দরী যুবতী। উত্তরা আজ আপনার প্রাণেশকে বিদায় দিতেছেন। নয়ন-যুগল অশ্রু জলে পূর্ণ; সে আরক্তিম অশ্রুময়লোচনে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া আছেন। উত্তরা যেন বুঝিয়াছেন, যে ইহ জন্মে আর তাঁর স্বামীসাক্ষাৎ হইবে না, তাই জনমের মত একবার দেখিয়া লইতেছেন। অভিমন্যু অতি কষ্টে হৃদয়-বেগ সম্বরণ করিতে গিয়াও যেন পারিতেছেন না; চক্ষে জল আসিব আসিব হইয়াছে।

এই ভাবটী সুনিপুণ চিত্রকর অতি সুন্দর রূপে প্রতিফলিত করিয়াছে। তাহার নিম্নে লেখা আছে।

"জনম জনম ধরি, যদি সেরূপ নেহারি,
অতৃপ্ত রহিবে তবু পিয়াসা প্রবল।"

এই প্রকার আরও অনেক চিত্রপট সেই কক্ষের শোভা সম্পাদন করিতেছিল। একটী পর্য্যঙ্কের উপরে একটী সুন্দর পুরুষ শুইয়াছিলেন; তাঁহার বয়স অনুমান ৩০।৩২। ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বিপ্রদাস বাবু। হরিদয়াল বাবুর কথা শুনিয়া অবধি তিনি অতিশয় বিমর্ষচিত্তে থাকিতেন, কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না। পাঠক-পাঠিকা, আপনারা যে রমণীর পরিচয় পাইয়াছেন, তিনি ইঁহার স্ত্রী। পতিপ্রাণা রমণী পতির এই প্রকার মানসিক অবস্থা দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুলিতা হইয়াছিলেন। কিসে পতির মনের সুখ হইবে, দিবারাত্র ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া তিনি আজ নির্জ্জনে কাঁদিতেছিলেন, এবং এক এক বার ভাবিতেছিলেন তাঁহার স্বামীকে লুকাইয়া তাঁহার পিতাকে তাঁহাদের দুরবস্থার বিষয় জানাইবেন। তাঁহার পিতা খুব বড়লোক এবং তিনি পিতার একমাত্র কন্যা। পিতা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাঁহার পতিকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে পারিবেন; তাহা হইলে সকল দুঃখ দূরে যাইবে; এই ভাবিয়া তিনি আজ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন এবং চক্ষুজল মুছিয়া ধীরে ধীরে সহাস্যবদনে স্বামীর নিকট গমন করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন,—"পণ্ডিত জি, (ইনি স্বামীকে এই বলিয়াই ডাকিতেন) মনে আছে, আজ তিন দিন পড়া নেন নাই। মাহিনা কাটা যাবে।"

বিপ্রদাস বাবু কিছুই বলিলেন না। রমণী ইহাতে ক্ষান্ত না থাকিয়া চম্পককলিসদৃশ একটী অঙ্গুলি দিয়া স্বামীর গাত্র ঈষৎ ঠেলিয়া

পুনরায় বলিলেন—'কাজে অমনোযোগী হ'লে মাহিনা কাটা যাবে যে. ওঠ আমি বই আনি, কি বল?' বিপ্রদাস বাবু এবারে উত্তর করিলেন, 'বনদেবি! তোমার নিকট আমি অনেক বিষয়ে অপরাধী।'

বনদেবী। আচ্ছা, আচ্ছা। যে পণ্ডিত মশায় অপরাধ স্বীকার করে, তার মাহিনা কাটা যায় না। এখন তুমি ওঠ, সন্ধ্যের সময় শুয়ে কেন?

বিপ্র। আমার শরীরে কিছুই বল নাই।

বনদেবীর মুখের হাসি মুখে মিলাইয়া গেল! তিনি ত্রস্তভাবে উত্তর করিলেন, 'সেকি তোমার অসুখ হয়েছে নাকি?'

বিপ্র। না এমন কিছু শরীরের অসুখ নয়।

বন। তবে কি?

বিপ্র। এই খানে বস, বলি।

বনদেবী ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্বে বসিলেন।

বিপ্রদাস। বলি বনদেবি! মনে পড়ে আজ কত দিন হইল তোমাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছি? সে আজ ১৪।১৫ বৎসরের কথা। যে দিন তুমি আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলে, সে দিনকার কথা মনে করিয়া দেখ। তুমি বাপের এক মেয়ে, কত সোহাগের মেয়ে, তাই তোমার বাবা আমাদের বাড়ী আসিবার সময় তোমাকে নিজহস্তে সাজাইয়াছিলেন; যেখানে যেটি সাজে, সেখানে সেটি দিয়া মনের মত করিয়া তিনি তোমাকে সুবর্ণ ও হীরক অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করি বনদেবি! আজ তোমার সেই অলঙ্কার, সেই বেশভূষা কোথায়? আজ তোমার এ বেশ কেন? তুমি কত বড় বাপের মেয়ে, তোমার কি এই বেশ সাজে? এ হতভাগ্যের কপালে পড়িয়া..................।

বিপ্রদাস আর বলিতে পারিলেন না। বনদেবী তাঁহার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বল, আর ও কথা কখনও বলিবে না। আমি ত তোমার চরণের দাসী, তবে আমার উপর এত নিগ্রহ কেন?'

বনদেবীর আর কথা বাহির হইল না।

বিপ্র। না বনদেবি, না—আমি তোমার কিছুই করিতে পারিলাম না—আমার কপাল বড় মন্দ—এমন লক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়া.........

বনদেবী স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন। অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন, 'ওগো তোমার কি দয়া মায়া কিছুই নাই? আমাকে কাঁদাইয়া কি সুখ পাও?'

বিপ্রদাস বাবু উজ্জ্বল প্রদীপালোকে চাহিয়া দেখিলেন বনদেবীর সুন্দর প্রেমপূর্ণ মুখ খানি জলে ভাসিতেছে। বিপ্রদাস আর থাকিতে পারিলেন না; সব ভুলিয়া গেলেন। হরিদয়াল বাবুর কথা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইল—এ সরল প্রেমময় মুখখানিতে কি স্বার্থের বিষ লুকাইত থাকিতে পারে? কখনই না। কি ভ্রম! আবার বিপ্রদাস চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে আবার সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি। কি ভ্রম! কি ভ্রম! বিপ্রদাস আর থাকিতে পারিলেন না; চক্ষু দিয়া দরদরধারে জল পড়িল; দুহাতে বনদেবীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন অশ্রুসিক্ত মুখখানি নিজের মুখের দিকে টানিয়া আনিলেন। তাহার পর সেই গোলাপকোরক-বিনিন্দিত ওষ্ঠ দুই খানি সস্নেহে চুম্বন করিলেন। ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিলিত হইল, অশ্রুতে অশ্রু মিশিল, হৃদয়ে হৃদয়ে এক হইল। যে হৃদয় দুই খানি অশ্রুধৌত হইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া এক হয়, তাহাদিগকে দুই করে কাহার সাধ্য?

এমন সময় প্রতিভা আসিল। প্রতিভা ১১।১২ বৎসরের মেয়ে, মায়ের মত মুখখানি সৌন্দর্য্য মাখান। প্রতিভা চুল বাঁধিতে ভাল বাসিত

মা, তাই তার আর এক নাম মুক্তকেশী। মুক্তকেশী আসিয়া মায়ের পাশে দাঁড়াইল। বুকের উপর একটি টিনের বাক্স দুই হাতে ধরিয়াছিল, সেটিও নামাইল। মায়ের চক্ষের জল তখনও শুকায় নাই, প্রতিভা তাহা দেখিল। আরও এক দিন সে তাহার মায়ের চক্ষে জল দেখিয়াছিল; বলিল, 'মা তুমি বড় কাঁদুনে মেয়ে বাপু, তোমার কি হয়েছে তাই তুমি এত কাঁদ? আমার যে দিন সেই বড় কাঁচের পুতুলটি গঙ্গার জলে ডুবে গিয়েছিল, সেই দিন ছাড়া তুমি আর এক দিনও কি আমাকে কাঁদ্‌তে দেখেচো?'

বনদেবী মেয়ের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। বিপ্রদাসের মুখেও হাসির রেখা দেখা দিল। প্রতিভা কাহাকেও কাঁদিতে দেখিতে ভাল বাসিত না। সে নিজেও সর্ব্বদা হাসিত, অপরকেও সেই রকম দেখিতে ভাল বাসিত। প্রতিভা নিজের কার্য্য সাধন হইয়াছে দেখিয়া অতি সন্তুষ্ট হইল ও একেবারে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। বনদেবী সস্নেহে তাহার বদন চুম্বন করিলেন। প্রতিভা এখন এক শুভবার্ত্তা দিতে আসিয়াছিল, তাহাই বলিল।

"মা, বাবা, তোমাদের কাল আমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন।"

বিপ্রদাস। কেন গো তোমার বাড়ীতে কাল কি?

প্রতিভা। কি তা জান না? আমার মেয়ের সঙ্গে সইয়ের ছেলের বিয়ে। আজ হলুদ তেল হয়েচে, কাল বিয়ে হবে। তোমাদের নেমন্তন্ন থাকল

বনদেবী স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

বিপ্রদাস বলিলেন, "হ্যাঁ পিতু! তোমার যে মেয়ের বিয়ে হবে তা তার গয়না, কাপড় চোপড় সব কই?"

পিতু তখন টিনের বাক্স খুলিল, বলিল "আমার আবার কিসের ভাবনা, এই দেখ সব তৈয়ার করেছি।"

বনদেবী পিতুর আর এক বার মুখ চুম্বন করিয়া, স্বামীর খাবার

যায়গা করিতে গেলেন। বিপ্রদাস সব দেখিতে লাগিলেন। জামাইর অঙ্গঅর্দ্ধঅঙ্গুলিপরিমিত দুটি মোটা বালিস রহিয়াছে ও দুটি পাশ বালিস, চারি অঙ্গুলি প্রশস্ত নানা রংএর গদি, লেপ, তোষক, ছোট ছোট রেশমের কাপড়, আর অনেক গয়না; কিছুরই অভাব নাই; মল, বালা, বাজু, মুক্তার মালা, চন্দ্রহার, চিক, সিঁতি, অনন্ত, মাকড়ি, দুল, নোলক; যাহা যাহা মেয়ের আবশ্যক, সবই প্রতিভা তৈয়ার করিয়াছে। বিপ্রদাস হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হ্যাঁ পিতু, সোণার অলঙ্কার কই?"

পিতু যেন একটু রুষ্ট হইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "এই সোণার গয়না এই আমার ভাল; তোমাদের মত তো আমি বড় মানুষ নই, তা আমার এই ভাল।"

বিপ্রদাস বাবুর আর একটি কৌটায় হাত পড়িল, সেটিও খুলিলেন। প্রতিভা প্রথমে অনেক আপত্তি করিল, শেষে জল খাইবার ভান করিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

বিপ্রদাস খুলিয়া দেখিলেন, কি অমূল্য সামগ্রীই তাহার মধ্যে রহিয়াছে। একটি ভাঙ্গা স্লেট পেন্সিল একটি শুষ্ক গোলাপ ফুল, একগাছি বাসি মালা, আর গুটি দুই তালপাতের শুষ্ক আঙ্গটি।

বিপ্রদাস বনদেবীকে ডাকিলেন, বনদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

বিপ্র। এই দেখ, এসব কি? পিতু খেপেচে নাকি?

বনদেবী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, পরে বলিলেন, "কিছু বুঝিতে পারিতেছ?"

বিপ্র। কিছু না, কি বল?

বনদেবী। এখন না, ইহার পর বলিব। এই বলিয়া বনদেবী স্বামীকে আহার করিতে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্নকাল। হরিদয়াল বাবু আহার করিবার জন্য বাটীর ভিতর গেলেন, ও নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। আস্তে আস্তে চসমাটি খুলিয়া নাকে পরিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী শৈলজাসুন্দরী অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া হরিদয়াল বাবুর সম্মুখে নামাইয়া দিয়া দাদার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। শৈলজা সুন্দরী বিধবা; অতি অল্প বয়সেই তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার বয়স প্রায় ৪০ বৎসর হইবে। শৈলজাসুন্দরী বাপের খুব আদুরে মেয়ে ছিলেন। আর অল্প বয়সে বিধবা হওয়ায় তাঁহার সম্মান আরও কিছু বাড়িয়াছিল। কাহারও কথা তিনি সহিতে পারিতেন না। কেহ কিছু বলিলে তাহার মনে বিশেষ কষ্ট হইবে, এই ভয়ে কেহ তাঁহাকে কিছু বলিতেও সাহস করিত না। হরিদয়াল বাবুও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। শৈলজাসুন্দরী পাশে বসিলেন। হরিদয়াল বাবু ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই চারি কথার পর শৈলজাসুন্দরী বলিলেন, "দাদা অনেক দিন হইতে তোমাকে একটা কথা বলিব মনে করিতেছি।"

হরিদয়াল বাবু অতিশয় মনোযোগের সহিত অন্ন-ব্যঞ্জনের অসার অংশ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক হংসরাজের ন্যায় সারভাগ গ্রহণ করিতেছিলেন। ভগিনীর কথাটা ভাল করিয়া তাঁহার কাণে গেল না। শৈলজাসুন্দরী আবার বলিলেন, "দাদা অনেক দিন হইতে তোমাকে একটা কথা বলিব মনে করিতেছি।" হরিদয়াল এবারে স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, এবং উত্তর করিলেন, "খরচ পত্র সম্বন্ধে নাকি?"

শৈলজা। না, আমার ইচ্ছাটা কি শুনবে, আমার ললিত ১৭।১৮ বৎসরের হ'ল, এবারে ছেলের বিয়ে দিলে হয় না? আমি একটি মেয়ে স্থির করিয়াছি।

হরিদয়াল একেবারে আহার বন্ধ করিলেন, এবং ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি শৈলজাসুন্দরীর দিকে প্রেরণ করিয়া বলিলেন,

"তুই পাগল হয়েচিস নাকি?"

শৈলজাসুন্দরী কাহারও কথা সহিতে পারেন না, এ মর্ম্মঘাতী কথা সহ্য হইবে কেন? বলিলেনঃ "তা বল্‌বে বই কি! আমি এখন সব হবো। পাগল হবো, মিথ্যাবাদিনী হবো, দুষ্ট হবো, সব হবো। আমি যদি এসব না হবো, তবে আমি অল্প বয়সে বিধবা হব কেন? আর কর্ত্তাই বা মরবেন কেন? আমি অত্যন্ত হতভাগিনী, আমার যদি কপাল পোড়াই না হবে, তবে আমার এত দুর্দ্দশা হবে কেন? আর তুমিই বা আমাকে ভাল মন্দ ব'ল্‌বে কেন?" এই বলিতে বলিতে চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল প্রবাহিত হইল। শৈলজাসুন্দরী ঘন ঘন বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষু জল মুছিতে লাগিলেন।

হরিদয়াল এই ন্যায়শাস্ত্রানুগত অদ্ভুত বিচারপদ্ধতি শুনিয়া অবাক্ হইলেন। তিনিও একজন খুব তার্কিক ছিলেন। কিন্তু শৈলজাসুন্দরীর সহিত তর্কে তিনি কিছুতেই পারিতেন না। সুতরাং অগত্যাই তাঁহাকে তর্কপথ ছাড়িতে হইল। একটু নরম সুরে বলিলেন, "তুই কথাটা আগে ভাল করিয়া বোঝ্, তবে কাঁদিস্। আমি যদি অসাবধান হ'য়ে একটা কথা ব'লে ফেলি, তাতে অত রাগিস্ কেন? আর পাগল বল্লেই তুই পাগল হ'লি নাকি? ভাল বিড়ম্বনা! আমি কি বল্‌চি শোন। আর খেতে পেলাম না দেখ্‌চি।"

শৈলজাসুন্দরী তখন কান্না ভুলিয়া গেলেন, তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, না, খাও, যদি না খাও তো আমার মাথা খাও।" হরিদয়াল আবার

আহারে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং আহার সমাপন করিয়া শৈলজা-সুন্দরীকে বলিলেন, "শোন শৈলজা, বিবাহ একটী সামান্য ব্যাপার নয়। তুই না হয় দেখ্‌বি একটী প্রজাপতির মত বউ আসিয়া এঘরে ওঘরে ঘুরিয়া বেড়াইবে, তোর না হয় তাহাতে খুব সুখ হইবে। তোর সুখ হইলেই যে বিবাহ সুচারুরূপে হইল, তাহা নয়; যারা বিবাহ করিবে তাদের সুখ হওয়া চাই। তুই ললিতকে ভাল করিয়া দেখিয়াছিস, সে ছোঁড়া একটা ভুত, বুদ্ধি শুদ্ধি কিছু নাই; সে ছোঁড়া চাঁদ দেখিবার জন্য সমস্ত রাত ছাতের উপরে শিশিরে শুইয়া থাকে, আর তার পরদিন সর্দ্দিতে উঠ্‌তে পারে না। সে দিন এক ফুল ফোটা দেখিতে দেখিতে সমস্ত সকাল বেলাটা মাটী কল্লে, একবারও বইয়ের পাতা উল্‌টালে না। অতি কুৎসিত, অতি কদর্য্য; সেটা একটা ভূত। আবার সেদিন দেখি সে গঙ্গার ধার হ'তে শুধু চাদর পরে বাড়ী আস্‌চে, আমি জিজ্ঞাসা কল্লেম, তোর কাপড় কই, জুতা কই, জামা কই? সে উত্তর কল্লে "একজন দুঃখিকে দিয়াছি।" দেখদেখী শৈলজা, এমন হতভাগা ছেলে, যে ঘরের বিষয় উড়াইয়া দিতে চায়। তার আবার বিবাহ, আমার এমন টাকা নাই, যে এই সমস্ত বাজে খরচ চালাইতে পারি। তার আবার বিবাহ, ছি ছি!"

শৈলজা। না দাদা আমি তা ব'ল্লে শুন্‌বো না। তার মত ভাল ছেলে এ গাঁয়ে নেই। এমন দয়া আর কারো দেখি নাই।

হরিদয়াল। দয়া, দয়া, দয়া; দয়া নিয়ে কি হবে? দয়াতে মানুষের পেট ভরে? নিজের সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে দয়া? অতি কুৎসিত!

শৈলজা। তা তুমি যাই বল, বিপ্রদাস বাবুর কন্যা প্রতিভার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে। মেয়েটিও পরমা সুন্দরী, আর ললিত তাহাকে খুব ভাল বাসে।

হরিদয়াল। তুই আমাকে পাগলকর্‌বি দেখ্‌চি। আরে মর্‌, শুধু ভালবাসাতে কি পেট ভরে? পেটে ভাত না থাকলে কি ভালবাসা থাকে? ভালবাসা! ভালবাসা যতদিন অর্থ থাকে ততদিন পর্য্যন্ত রূপ! যেখানে কিছুই স্বার্থ নাই, সেখানে ভালবাসা নাই। ভাই বল, বোন বল, বন্ধু বল; সকলেই স্বার্থের দাস। টাকা না থাকিলে কেহ কারও নয়। তোকে যদি আমি পাঁচ দিন খেতে না দিই, তুই কেমন আমাকে ভালবাসিস্‌, দেখি। আরে মর্‌, যেখানে যাই, সেই খানেই ঐ কথা।

শৈলজা। তা বল্‌বে বইকি, এখন সব বল্‌বে। আমার মরণটা হয়ত বাঁচি। "বাবাগো! তুমি কেন আমাকে ফেলে গেলে গো!" এই বলিয়া শৈলজা কাঁদিতে বসিলেন। হরিদয়াল বেগতিক দেখিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে ললিত ভাগীরথীতীরবর্ত্তী একটি সুন্দর উদ্যানে বসিয়াছিল। সম্মুখে উমা ও প্রতিভা বসিয়া কি লিখিতেছিল। অদূরে বলা (হরিদয়ালের চাকর) বসিয়া সেলাই করিতেছিল, আর তাহার পাশে ভুলো কুকুর অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে শয়ন করিয়া কদলীপত্রস্থ উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনের স্বপ্ন দেখিতেছিল। মধ্যাহ্নকাল। অধীর সমীরণ বনস্থলী কাঁপাইয়া বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। উচ্ছৃঙ্খল ভাগীরথীর জল হেলিয়া দুলিয়া ছুটিতেছিল; রাখাল বালকগণ গাছের উপর হইতে "তমাল পাশে কনক লতা হেরিয়ে নয়ন জুড়াল রে" গাহিতেছিল। দূর হইতে বিহগ বিহগীর সঙ্গীত সমীরণ পথে ভাসিয়া আসিতেছিল। ঘুঘুর নৈরাশ্যব্যঞ্জক সঙ্গীত, কোকিলের হৃদয়োন্মাদকারী কুহুরব, পাপিয়ার প্রাণস্পর্শী বিষাদ-গীত, মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। ললিত একটী বৃক্ষের পাদদেশে মস্তক রাখিয়া এক খানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল।

প্রতিভা এক বিপদে পড়িয়াছে। সমীরণভরে প্রতিভার কেশগুচ্ছ একটি একটি করিয়া চোখের উপর পড়িতেছে, এবং দৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা উৎপাদন করিতেছে। প্রতিভা বারংবার অঙ্গুলী দ্বারা স্বস্থানচ্যুত কেশগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতেছে। আবার পুনরায় তাহার স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া চোখের উপর আসিয়া পড়িতেছে। প্রতিভা শেষে ভারি বিরক্ত হইয়া কেশগুলিকে একত্রে বাঁধিল ও আবার লিখিতে আরম্ভ করিল। ললিত পুস্তক পাঠ বন্ধ রাখিয়া একমনে তাহাই দেখিতেছিল। অতিশয় সুন্দর লাগিল, একবার দেখিয়া তৃপ্তি হইল না। বার বার দেখিল; অবশেষে দেখিতে দেখিতে ললিতের চক্ষু দুটি যেন আপনা আপনি মুদিত হইয়া আসিল। ললিত জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। দেখিল যেন জ্যোৎস্নাময়ী রজনী,—এ পূর্ণচন্দ্রের ফুটন্ত জ্যোৎস্না নয়, অর্দ্ধবিকসিত চন্দ্রের অস্ফুট আলোক। নীল আকাশের নিম্নে স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বহমানা। চারিদিক নীরব, গাছের পাতাটিও নড়িতেছে না; কেবল মাঝে মাঝে জলবিহারী নিশাচর পক্ষীর তীক্ষ্নস্বর নীরব গগন ভেদ করিয়া উঠিতেছে। একটি তরণী নদীর উপর দিয়া মৃদু-মন্দ গমনে ভাসিয়া যাইতেছে। ললিত ও প্রতিভা সেই নৌকায় আসীন। প্রতিভা আর বালিকা নয়; প্রতিভার লাবণ্য এখন পরিপূর্ণ ও স্থির। প্রতিভার আর বালিকা-সুলভ চাঞ্চল্য নাই। প্রতিভার মুখে লজ্জা ও গাম্ভীর্য্যের চিহ্ন বর্ত্তমান। ধীর-পবন-সঞ্চালিত নির্ম্মল সলিলে নক্ষত্রগুলি নীরবে জলক্রীড়া করিতে করিতে যেন এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। প্রতিভা মুখ নামাইয়া তাহাই দেখিতেছিল। ললিতের আজ কত সুখ, আজ যেন সে অনেক দিনের পর প্রতিভার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। আজ তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ। অনেক দিনের আশা, ভয়, সুখ দুঃখ আজ প্রতিভাকে অকপট হৃদয়ে বলিবে। আজ তাহার চক্ষে সকলই মধুর। আজ সে সকলকে ভাল বাসে। সে প্রতিভাকে ভাল

বাসে সুতরাং সমস্ত জগৎকে সে ভাল বাসে। কতবার ললিত মুখ ফুটিয়া এই কথা গুলি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। প্রতিভা সুন্দরী, তাই সে প্রতিভাকে ভালবাসে। এই অস্ফুট চন্দ্রালোক প্রতিভার মত সুন্দর। এই নীল আকাশ প্রতিভার মত সুন্দর; এই নিবিড়কৃষ্ণ জলরাশি প্রতিভার মত সুন্দর, এই চন্দ্রালোক-প্রদীপ্ত ঘুমন্ত বন, উপবন, প্রতিভার মত সুন্দর। এ সকলকেই সে ভাল-বাসে, আর প্রতিভাকে সে খুব ভালবাসে। ললিত আর থাকিতে পারিল না, মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল, "প্রতিভা তোমাকে আমি খুব—খুব ভালবাসি; এমন ভাল বাসিতে আর কেহ পারিবে না।" নৈশ-গগন কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনি বলিল, 'আর কেহ পারিবে না।'

প্রতিভা ঈষৎ চমকিয়া উঠিল; একটু মৃদু হাসিয়া সে ললিতের দিকে একবার প্রেমপূর্ণ নয়নে তাকাইল। ললিত সেই আয়ত চক্ষু দুটি দিয়া প্রতিভার হৃদয় খানি যেন দেখিল। দেখিল 'অতল প্রেমের সিন্ধু উথলিছে পরাণে। সেই নীরব নিশীথে অস্ফুট চন্দ্রালোকে নীরব ও অস্ফুট ভালবাসার ভাষা ললিতের হৃদয় স্পর্শ করিল। ললিত ভাবিল, মানুষ কথা কহিয়া মরে কেন? হৃদয়ে হৃদয়ে যে ভাব গ্রথিত, মরমে মরমে যাহা নিহিত, মন প্রাণ পূর্ণ করিয়া যাহা বিদ্যমান, সে ভাব কথায় ব্যক্ত হয় না। তবে মানুষ কথা কহিয়া মরে কেন? ললিত আর কথা কহিবে না। ললিত ভাবিল,

নীরবে দেখিব নীরবে শুনিব
নীরবে কেবলি রহিব চেয়ে,
সিন্ধুবারিসম, প্রাণ উথলিবে
প্রাণেই রহিবে বিলীনহয়ে।

ললিত আর কিছু দেখিল না। আর কিছুই নাই; চন্দ্র নাই, নক্ষত্র নাই, আকাশ নাই, জল নাই, স্থল নাই; কেবল আছে সেই চক্ষু দুটি।

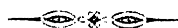
কতক্ষণ ললিত এই অবস্থায় ছিল, তাহা সে জানে না। কাহার চীৎকারে তাহার চেতনা হইল; সে যেন চাহিয়া দেখিল যে তাহার পিতা তাহার ও প্রতিভার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাহাকে ভয়ানক তিরস্কার করিতেছেন, এবং অবশেষে ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি পদাঘাতে প্রতিভাকে জলে ফেলিয়া দিলেন। প্রতিভা ডুবিয়া গেল; ললিতও চীৎকার করিয়া জলে ঝাঁপ দিল। এই সময়ে কাহার অঙ্গুলি-স্পর্শে ললিতের চেতনা হইল; চক্ষু মেলিয়া দেখিল উষা ভীতিবিহ্বল নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে; প্রতিভাও তাহার পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। ললিত উঠিয়া বসিল। উষা বলিল, 'দাদা তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদ্‌ছিলে?' ললিত উত্তর করিলেন, 'কিছুই না। দেখি তোমাদের রচনা দেখি' এই বলিয়া ললিত উষা ও প্রতিভার রচনা দেখিতে আরম্ভ করিলেন প্রতিভা পূর্ণ নম্বর পাইল, উষা কিছু কম। উষা এ বিচারে সন্তুষ্ট না হইয়া হরিদয়াল বাবুর নিকট আপীল করিয়াছিল। বিচারে উষার জয় হয় এবং প্রতিভা উষা অপেক্ষা অনেক কম নম্বর পায়।

———o:*:o———





দ্বিতীয় অধ্যায়।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনার দুই বৎসর পরে একদিন প্রাতঃকালে কমলপুরের ঘাটে অনেক স্ত্রীলোক একত্র সমবেত হইয়াছিল। স্নানের ঘাট বঙ্গ-কুল-ললনাদের পার্লামেণ্ট; এখানে ঐহিক পারত্রিক সকল বিষয়েরই এক প্রকার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। একে একে অনেকগুলি স্ত্রীলোক আসিয়া জমা হইল। অনেকেরই কক্ষে মৃণ্ময় কলসী ও কলসীর মুখে একটি ছোট বাটীতে তৈল; কাঁধে এক এক খানি গামছা। ইহাদের মধ্যে যাহারা কিছু অল্পবয়স্কা, তাহাদের কক্ষে কলসী ছিল না। কুলবধূরা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ঘোমটাবৃত হইয়া আসিলেন; কাঁধে কেবল এক এক খানি রঙ্গিন গামছা। ধার্ম্মিকারা হস্তে এক একটি চুপড়ী লইয়া আসিলেন; তাহতে পূজার উপকরণ—ফুল, বিল্বপত্র, শ্বেত চন্দন, রক্তচন্দন, আতপ তণ্ডুল ইত্যাদি। কোন রূপসী স্বচ্ছ কাচের বাটীতে সুবাসিত লাল তৈল আনিয়াছেন, এবং অপরের হস্তে সর্ষপ তৈল দেখিয়া ঈষৎ নাসিকা উত্তোলন করিয়া বলিতেছেন, "মাগো! ও তেল আমি দু চক্ষে দেখ্‌তে পারি না।" কোন সুভগা বাম হস্তে স্বীয়

অসিত বর্ণ পুত্রের গলদেশ ধরিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা সজোরে মুখের উপর গামছা ঘসিতেছেন। ছেলের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে ও বিষম ঘর্ষণে চক্ষু দিয়া দর দর ধারে বারি নিপতিত হইতেছে, তবুও রক্ষা নাই। কুলবধুরা ঘোমটা সহ ডুব দিতেছেন; সূক্ষ্ম বস্ত্রে সলিল সংলগ্ন হওয়ায় তাঁহাদের গাত্রের সমুদয় সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে: বস্ত্রের সাধ্য কি সে সৌন্দর্য্য ধরিয়া রাখে? ঘাটে এতক্ষণ বেশী গোলযোগ ছিল না। কিন্তু এইবার মাতু ঠাকুরাণী আসিলেন। ঘাটে আসিয়াই আর একটি স্ত্রীলোকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'বলি' ও মানদার মা, হ্যাদে এক মজার কথা শুনিচিস। মা! কতই দেখব!' এই কথা বলিবামাত্র ঘাটস্থ সমস্ত স্ত্রীলোকের চক্ষু ও কর্ণ সেই দিকে ধাবিত হইল। কোন বয়স্থা শিব পূজা করিতেছিলেন; পানে যেমন ফুল তেমনি রহিল, আর পূজা হইল না। কুলবধুরা ঘোমটার ভিতর দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পুত্রবৎসলা মাতা পুত্রের হিতার্থে যে গামছা প্রয়োগ করিতেছিলেন, তাহা বন্ধ করিলেন; ছেলেটা উঠিয়া পলাইল। মাতু ঠাকরুণ বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'জান্লে' মানদার মা, আজ খুব ভোরে—তখনও গাছে পালায় রাত ছিল—আমি ছড়া ঝাঁট দিচ্ছিলাম, এমন সময়ে সাদা ধপ্ ধপে একখান কাপড় পরে কে একজন মেয়েমানুষ ছুট্তে ছুট্তে রাস্তা দিয়া যাচ্ছে দেখ্তে পেলাম। আমার মা গাটা ছম্ ছম্ কর্ত্তে লাগ্ল, বুক দুর্ দুর্ ক'রে উঠ্লো। আমি ভাব্লাম, আমাদের বাড়ীর পাশে বাঁশ ঝাড়ে যে একটা পেত্নী থাকে সেইটে হবে বুঝি; কিন্তু মা সাহসে ভর ক'রে আমি খানিক দূর তার পেছনে পেছনে গেলাম, বল্লাম 'কে গা তুমি, কেগা তুমি'; তা বুন (আর একজনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) সেত কিছুই উত্তর দিলে না; আমার তখন ভারি ভয় হল, তখনও একটু একটু অন্ধকার; আমি ত বাড়ী এসে বসে পড়্লাম, গা থর থর করে কাঁপ্তে লাগ্লো। তার পরে

অনেকক্ষণ বাদে দেখ্‌লাম আর এক জন পুরুষ মানুষ ছুট্‌তে ছুট্‌তে আসচে; আমার কাছে এসে বল্লে "হাঁগো" মা! এই দিকে দিয়ে একজন মেয়ে মানুষ যেতে দেখোচো!" আমি ভাব্‌লাম রাম! তবে সে মাগী পেত্নী নয়। আমি বল্লাম 'দেখেচি, এই কতক্ষণ একজন মেয়েমানুষ সাদা ধপধপে কাপড় পরে এই রাস্তা দিয়ে গেল; সে কেগা?' সে বল্লে, 'ওগো! মা, ও ভট্‌চাযদের বউ রোগ করে পালাচ্চে।' এই শেষোক্ত কথা গুলি মাতু ঠাকরুণ একবার চারিদিকে তাকাইয়া অতি মৃদু স্বরে বলিয়াছিলেন। হলধরের মা বলিয়া উঠিল, 'ওগো, হ্যাগো ঠিক বটে; আমিও তাকে দেখেছিলাম গো, মাগির রূপ দেখচো, রূপে যেন ফেটে পড়চে।' মাতু ঠাকুরাণী হাসিয়া উঠিল, বলিল, হলধরের মা তুই খেপেচিস নাকি, তার মত অমন কুচ্ছিত মেয়ে মানুষ আমি ত্রিজগতে দেখি নাই; তুই কি বলে তাকে সুন্দরী বল্লি?'

হলধরের মা একটু বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইল। আর এক গৌরবর্ণা রূপসী বলিলেন, 'হ্যাগো হ্যা, সবাই যদি সুন্দরী হ'ত তবে আর ভাবনা থাকৃত না। কি বলিস্‌ রামের মা?'

যাহা হউক মাতু ঠাকরুণ এ বাজে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই পলায়িতা বধূর শ্বাশুড়ীর কথা পাড়িলেন। শেষে সকলে একবাক্যে অনুমোদন করিলেন যে, এই শ্বাশুড়ীমাগি ভারি বদমাইস, বজ্জাত, বউকাঁট্‌কি, এবং অহঙ্কারে তাহার মাটিতে পা পড়ে না। এই কথার শেষ হইতে না হইতে আর এক বর্ষীয়সী বলিলেন, 'কি বল্‌ব মা, একালে সবই উল্টা; তা না হ'লে শ্বাশুড়ী বউকে দেখ্‌তে পারে না; কি বাপ ছেলেকে দেখ্‌তে পারে না? পূর্ণ কলিকাল; তা না হ'লে, কি হরিদয়াল ঘোষ নিজের ছেলেকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দেয়? অপরাধ ত ভারি, গোটা কতক টাকা নিয়ে সে কা'কে দিয়েছিল। আহা ছেলেত নয়, যেন ননির পুতুল। সে ছেলে কখনও বিদেশ দেখে

নাই; বিদেশের কষ্ট সহে নাই। সে কি আর বাঁচ্‌বে? বাছাকে ডাকাতেই মেরে ফেল্‌বে। মিন্সেটা কে গো! ছেলের চেয়ে টাকা বড়! টাকা সঙ্গে যাবে, টাকা নিয়ে ধুয়ে খাবেন! আ মর! মিন্সে! তোর নিজের ছেলে দু টাকা খরচ কর্‌লেই বা? তার জন্যে এত; পোড়া কপাল মিন্সের!'

হলধরের মা বলিয়া উঠিল, 'যার মন্দ হয়, তার কি সবই মন্দ। মিন্সের কি বদ চেহারা গো, ঠিক যেন ঝ'ড়ো ডাঁড় কাক।' হলধরের মা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর কাহারও রূপের প্রশংসা করিবে না।

আর একজন বলিল, 'সে যা হো'ক বোন, ছেলেটিও মেয়েটির রূপ দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়। আহা উষা কি সুন্দরী, এমন শ্রীই কার্‌ও নাই। আহা কিবা মুখ! কিবা চোখ! কিবা নাক! যেন ছাঁচে ঢালা।'

আর একজন বলিলেন, 'তুমি যাই বল মা, আমারত বোধ হয়, প্রতিভা উষার চেয়ে সুন্দরী। প্রতিভার কিবা গড়ন, উষার চেয়ে অনেক ভাল; উষা হলকার মত লম্বা, গায়ে মাস নেই, প্রতিভার গড়ন কিন্তু তেমন নয়; হাত পা গোল গোল, খাটো খাটো, কেমন সুশ্রী।'

যাহা হউক উভয় পক্ষের মধ্যে এ সম্বন্ধে তর্ক চলিতে লাগিল। কিছুই মীমাংসা হইল না।

আর এক রূপসী গা ঘসিতে ঘসিতে বলিলেন, "বড়লোকের গা সবই সাজে। এই গরম, এতে কি জামা গায়ে দেয়া যায়? তুমি তা দেখেচ সই, দত্তদের বউএর সে দিন নেমন্তন্ন খেতে যাবার পোষাক দেখেচত? আমরা হ'লে ত মা মরেই যেতেম। তা বড় লোকের সবি সয়। ওমা সেই গিরিঙ্গি, তাতে আবার গলা হ'তে পা পর্য্যন্ত জামা, তার উপর কাপড়। আমরা কজনে দেখে আর হেসে বাঁচিনে।"

আর একজন বলিলেন, 'আর দেখিচিস্ মাগীর লজ্জা কিছুই নেই। সে দিন এক ঘর লোকের সামনে দিয়ে মুখ খুলে চলে গেল। ওমা ঠিক যেন মারহাটাদের মেয়ে।'

এইবারে কিন্তু তুমুল ঝগড়া বাধিল। একটি রমণী ঘাটের একদিকে বসিয়া শিব পূজা করিতেছিলেন। তাঁদের বাড়ী দত্তদের বাড়ীর কাছেই। দত্তদের বউএর নিন্দা তাঁর সহ্য হইল না। অতিশয় তীব্র স্বরে বলিলেন, "আরে ম'লো মাগি! যতবড় মুখ, ততবড় কথা! মাগির কি আক্কেল গা! একজন ভদ্র ঘরের মেয়ের এইখানে ব'সে ব'সে নিন্দে কুচ্ছো কচ্চেন। নিজেত ভারি লজ্জাশীলে, মুখে ঘোমটা দিলেই বুঝি লজ্জা হ'লো। যখন ঘাটশুদ্ধ পুরুষদের মাঝে চান করিস্, তখন তোর লজ্জা কোথায় থাকে? শান্তিপুরে ফিন্ ফিনে কাপড় পরে চান করতে এসেছেন এ'তে লজ্জাশীলতার হানি হয় না? বেহায়া মাগি! নিজের এক কণিকে লজ্জা নেই, উনি আবার দত্তদের বউএর নিন্দা করেন। মর্ মর্, মাগির যতবড় মুখ, ততবড় কথা। সেদিন উমোর বিয়ের রেতে বাসরঘরে জামাইয়ের সাক্ষাতে ঝুমুর গাইলেন, খেম্‌টাওয়ালীর মত নাচ্‌লেন, নানা অঙ্গভঙ্গী কল্লেন, বিদ্যেসুন্দর আওড়ালেন, ছড়া কাট্‌লেন, তাতে কিছুই লজ্জার হানি নেই; আর পুরুষের সাক্ষাতে মুখ খুলে গেলেই দোষ। মর্ একচোখো মাগি, হিংসুকে মাগি, ঝাঁটায় পিটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতে হয়!" এই কথা শুনিবামাত্র ঘাটে তুমুল গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। পাঠক পাঠিকাদের এখন এস্থান হইতে পলায়ন করাই বিধেয়।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়াছে। প্রকৃতির ভীষণ মূর্ত্তি। চারিদিকে হুহু শব্দে অগ্নিশিখার ন্যায় উত্তপ্ত সমীরণ বন বৃক্ষ প্রান্তর কাঁপাইয়া বহিতেছে; চতুর্দ্দিক ধূলিময়; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সকলেই আশ্রয় লইয়াছে; মাঝে মাঝে দু একটি ঘুঘুর নৈরাশ্যব্যঞ্জক গীতিধ্বনি শোনা যাইতেছে; কখন কখন দু একটি কাক শুষ্ক কণ্ঠে জ্বলন্ত অঙ্গারোপম শব্দ নিঃসারণ করিতেছে; মাঠের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বিল, সূর্য্য-কিরণে বিকম্পিত রজতধারার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; বিলের ওপাশে একটি গ্রাম; অনতিদূরে একজন মৎস্যজীবী জলে দাঁড়াইয়া মৎস্য ধরিতেছে; একটি বক ধীর-পদ-সঞ্চারে বিলের কিনারায় আহার খুঁজিতেছে।

এই সময়ে বিলের ধারে এক বটবৃক্ষের ছায়ায় একটি লোক বসিয়াছিল। ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ললিত। ললিত গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে; ললিতের মুখমণ্ডল মলিন ও বিবর্ণ; কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু দুটি স্ফীত হইয়াছে; ললিত কেবল কাঁদিতেছে। যে কখনও ঘরের বাহির হয় নাই, দুঃখ যন্ত্রণা কাহাকে বলে জানে না, তাহার পক্ষে দুঃখের প্রথম অনুভূতি বড়ই বিষম। ললিতের আজ কয়েক দিন তাহাই হইয়াছে। একে ঘোর লজ্জা ও অপমানে অনুতপ্ত, তাহাতে এই পথের ক্লেশ,

ললিতের অসহ্য বোধ হইতেছে। যখনই বাড়ীর কথা মনে হইতেছে, তখনই ললিতের চক্ষু দিয়া জল বেগে প্রবাহিত হইতেছে! বিদেশ এমন, ললিত তাহা জানিত না। বিদেশের লোক স্বার্থপর। বিদেশের লোকের দয়া নাই, মায়া নাই; ক্ষুধায় মরিয়া যাও, কেহ ডাকিয়া শুধাইবে না; কাঁদিয়া সারা হও, কেহ ফিরিয়া তাকাইবে না। বিদেশ এমন তাহা ললিত জানিত না। ললিতের এক বার ইচ্ছা হইল বাড়ী ফিরিয়া যাই, পিতার পদতলে লুটাইয়া পড়ি, ক্ষমা চাই, তাহা হইলে পিতা নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন। আবার মনে হইল, না তাহা কখনই পারিব না; পিতা যে তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। আবার নূতন করিয়া বেগে অশ্রু স্রোত প্রবাহিত হইল; ললিত আবার কাঁদিতে লাগিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে ললিত উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, 'উষা! উষা! ঈশ্বরকে বস্তবাদ দি যে আজ তুই আমার কাছে নেই। তুই আজ আমার এ কষ্ট দেখিলে কখনই বাঁচ্‌তিস না। একদিন আমার পায়ে কাঁটা ফুটীয়া রক্ত বাহির হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া তুই কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিলি; আজ তোর দাদা ক্ষুধা তৃষ্ণায় ছটফট্‌ করিতেছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে, দেখিলে তুই কি আর বাঁচ্‌তিস? দিদি তুই চিরকাল সুখে থাক্; আশীর্ব্বাদ করি যেন কখন তোকে তোর দাদার কষ্ট দেখ্‌তে না হয়।' আবার বেগে অশ্রু বহিল, ললিত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শোকের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে ললিত আবার ভাবিতে লাগিল, "আশৈশব শুনিয়াছি পিতামাতার অবাধ্য হইলে অধর্ম্ম হয়, অধর্ম্ম হইলে পাপ হয়, পাপ করিলে মানুষ নরকে যায়। সন্তানের পিতাই দেবতা, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই জ্ঞান, পিতাই মুক্তি। তাহা যদি হইল, তাহা হইলে আমি ত ঘোর পাপী। কিন্তু আবার সকলেই বলে, যে বিষয়ের

উপাসনা করে, যে অর্থ ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকে হৃদয়ে ধারণ করে না, যে মন প্রাণ অলীক তুচ্ছ অনিত্য সংসারের বস্তুতেই সমর্পণ করে, সেও ঘোর পাপী। পিতার অর্থই দেবতা, অর্থই প্রাণ; সুতরাং তাঁহার সমস্ত উপদেশই এই জ্ঞান মূলক। তাঁহার উপদেশ পালন করিতে হইলে অধর্ম্ম হয়, তাঁহার উপদেশ পালন না করিলেও অধর্ম্ম। এ বিষম সমস্যার উত্তর কি? পিতার প্রকৃতি আমার প্রকৃতির ঠিক বিপরীত। আমার প্রকৃতি যাহা করায়, তাহা করিতে গেলে পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হয়। আবার পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে গেলে প্রকৃতি ও বিবেকের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হয়। লোকে বলে পিতা যাহা বলেন, করিও; ভাল মন্দ বিচার করিবার দরকার নাই। তাহা না হয় করিলাম; কিন্তু কার্য্য করিলে, কার্য্য-জনিত যে মানসিক ভাব উৎপন্ন হইবে, তাহার হস্ত এড়াইব কি করিয়া? পিতার কথার বশীভূত হইয়া, না হয় একজন নিঃসহায় দুঃখীকে সাধ্য থাকিতেও অর্থ দান করিলাম না। কিন্তু সেইখানেই কি কার্য্যের সমাপ্তি হইল? তাহার পরক্ষণেই সেই কার্য্য জনিত মানসিক বিকার উপস্থিত হইল; মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল; তাহার হস্ত এড়ানত আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। জানিয়া শুনিয়া অধর্ম্ম করিব, অধর্ম্ম জনিত অনুতাপও হইবে; অনুতাপ জনিত দোষ সংশোধনের ইচ্ছাও বলবতী হইবে; অথচ তাহা করিতে পাইব না। এমন করিয়া মানুষ কয়দিন থাকিতে পারে? পিতার কথায় শারীরিক সকল প্রকার যন্ত্রণাই সহ্য করিতে পারি; প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু কি করিয়া জানিয়া শুনিয়া উপায় থাকিতেও অনুতাপের অনলে চিরজীবন দগ্ধীভূত হইব? গৃহে ফিরিয়া যাইব না। বিধাতা আমার কপালে তাহা লিখেন নাই। পিতার সহিত একত্রে বাস আমার কপালে ঘটিল না। সমস্ত সংসার আমার সম্মুখে মুক্ত, সমস্ত সংসার আমার কার্য্যক্ষেত্র।

ছি ছি, আমি বালকের মত কেবল রোদন করিব? রোদন করিব কেন? ভগবান তুমি নিঃসহায়ের সহায়, গরিবের একমাত্র ধন, আমার সমস্ত ভার তোমাতে সমর্পণ করিলাম।” বলিতে বলিতে ললিতের চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল, ললিতের সমস্ত দুঃখের অবসান হইল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশে একটি দুইটি করিয়া তারা ফুটিতেছে। দিবসের প্রখরতা আর নাই। সায়াহ্ন সমীরণের কোমল করস্পর্শে ললিত চক্ষু মেলিলেন। চতুর্থীর চাঁদ আকাশের এক পাশে উদিত। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে বৃক্ষলতাবিহীন বিস্তৃত প্রান্তর এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ললিতের মনে কত চিন্তা আসিল। আর এক দিন এমনি সন্ধ্যার সময় ললিত উষার সহিত ভাগীরথীতীরে শুইয়া আকাশের তারা দেখিয়াছিল। ঐ সম্মুখে যে বড় তারাটি জ্বলিতেছে, ঐটি ললিত ও উষার মা। ললিত ভাল করিয়া আবার তারাটিকে দেখিল। অন্য তারাগুলিকে নিষ্প্রভ করিয়া সে তারাটি জ্বলিতেছে। উহার মধ্যে যদি মা থাকেন, তবেত তিনি আমাকে দেখিতেছেন। এ জনহীন প্রান্তরে পড়িয়া কাঁদিতেছি, মা তাহাত সব দেখিতেছেন। ললিতের চক্ষুতে আবার দু ফোঁটা জল আসিল। কিন্তু ললিত এবারে কাঁদিল না, ললিত বেশ গাহিতে জানিত, গাহিল:—

বেহাগ—একতালা।

সকলি আমার।

শ্যামলা ধরণী, ধবলা যামিনী,
শশী দিনমণি রূপের আধার।
আকাশের তারা ডাকিছে আমারে,
সমীরণ ডাকে আয় আয় ক’রে;
কে যেন গো বলে প্রাণের ভিতরে,

'আমরা সবই তোমার।"
সংসার দেখাও কি ভয় আমারে,
ভাল নাহি বাস যাব চলে দূরে,
আছে কত জন এ বিশ্ব মাঝারে,
মুছাইবে আঁখি ধার।
আছেগো কাননে কুসুমের প্রীতি,
আছে বিহগীর মধুময় গীতি,
নির্ম্মল-সলিলা আছে স্রোতস্বতী,
যার কেহ নাই, সবি তার।
সকলি আমার।

সেই নৈশ-গগন কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনি বলিল, 'সকলি আমার।" ললিত আবার ভাবিতে লাগিল, প্রতিভা বুঝি তাহাকে ভুলিয়া যাইবে। প্রতিভা কি তাহাকে ভালবাসে? কে জানে? ঈশ্বর জানেন। প্রতিভার সহিত আর তাহার দেখার কোন সম্ভাবনা নাই। যদি কখন দেখা হয় প্রতিভা আর তখন কথা কহিবে না। প্রতিভা তখন পরের স্ত্রী হইবে। আর সে কেন কথা কহিবে? এই ভাবিতে ভাবিতে ললিতের সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। প্রতিভা পরের স্ত্রী হইবে?" কি ভয়ানক! ললিত তাহা কখনও দেখিতে পারিবে না! ললিত উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"প্রতিভা আমার।"

এই সময়ে ললিত একটী দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইল। ললিত চমকিয়া উঠিল। এ বিজন স্থানে কাহার দীর্ঘ নিশ্বাস। ললিতের ভূত প্রেতে যদিও বিশ্বাস ছিল না, তথাপি তাহাদের অস্তিত্বেও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ছিল না। ললিতের ভয়ে শরীর শিহরিয়া উঠিল। চতুর্থীর চাঁদ অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছে। ললিত অস্ফুট নক্ষত্রালোকে দেখিতে পাইল, যে একজন তাহার পার্শ্বে কিছু দূরে বসিয়া আছে।

ললিত বলিল "কেগো তুমি?"

উত্তর নাই।

আবার ললিত বলিল, "কেগো তুমি?"

উত্তর। একজন পথিক।

ললিত। তুমি এখানে কেন?

উত্তর। তুমি এখানে কেন?

ললিত। আমার ঘর নাই।

উত্তর। আমারও তাই।

ললিত। তোমার নাম কি?

উত্তর। নাম জানিবার আবশ্যক নাই। তুমি যে গানটি গাহিতেছিলে, আবার সেই গানটী গাও না।

ললিত আবার সেই গানটী গাহিলেন। পথিক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, আবার একটী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল ঃ—

"তোমার স্বর শুনিয়া বোধ হইতেছে তুমি ছেলেমানুষ। এ বয়সে গৃহ ছাড়িয়া আসিলে কেন?

ললিত। আপনার গলা আর কোথাও শুনিয়াছি বোধ হইতেছে। আপনার বাড়ী কোথায়?

উত্তর। হইতে পারে; আমার স্বর তুমি অন্য কোন স্থানে শুনিয়া থাকিতে পার। তুমিও নানা স্থানে ভ্রমণ কর, আমারও সেই অবস্থা; ঘটনাক্রমে হয়ত দুজনে একস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিও না, বলিব না। তোমার পরিচয় দিতে কি কিছু বাধা আছে?

দু একটি কথা বলিলেই অনেক সময়ে কথকের মানসিক অবস্থার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। ললিতের বোধ হইল, যে আগন্তুক

তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিতেছে। পথিকের সহৃদয়তার পরিচয় না পাইলেও ললিতের পরিচয় দিবার কোন আপত্তি ছিল না। ললিত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। পথিক বলিল, "কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কাহার নাম করিতেছিলে? প্রতিভা? সে তোমার কে হয়?"

এই সময়ে যদি সূর্য্যদেব সহসা অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া আকাশ-মার্গে উত্থিত হইতেন, তাহা হইলে পথিক নিশ্চয়ই দেখিতে পাইত, যে লজ্জায় ললিতের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। ললিত অনেকক্ষণ পরে বলিল, "মহাশয়, আপনি যেমন আমাকে আপনার পরিচয় লইতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই প্রকার আমিও ও বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করি।"

ললিত অনুভব করিল, যে পথিক একটু হাসিল। পথিক আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আর কখনও বিদেশে আসিয়াছিলে?"

উত্তর। না; কেবল একবার মাত্র অতি ছেলেবেলায় কলিকাতায় কাকার কাছে গিয়াছিলাম, অল্প অল্প মনে আছে।

প্রশ্ন। তুমি এখন কোথায় যাইবে?

উত্তর। বোধ হয় কলিকাতা যাইব।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া পথিক ধীরে ধীরে বলিল—"চাহিয়া দেখ দেখি, তোমার চক্ষুর সম্মুখে চাহিয়া দেখ।" ললিত চাহিয়া দেখিল, নীল আকাশে অগণ্য তারকারাজি জ্বলিতেছে। পথিক সুগভীর স্বরে বলিল, "গৃহত্যাগি বালক, চাহিয়া দেখ তোমার সম্মুখে কি অনন্ত রাজ্য বিস্তৃত। নক্ষত্রের উপর নক্ষত্র, গ্রহের উপর গ্রহ, উপগ্রহের উপর উপগ্রহ; সীমা নাই, অন্ত নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই; কতকাল কতযুগ এই ভাবে রহিয়াছে, তাহা কে বলিবে? নিঃশব্দে শূন্যের উপর এক ভাবে চিরকাল স্ব স্ব কক্ষে

পরিভ্রমণ করিতেছে; একদিনও নিয়মের ব্যতিক্রম নাই; একদিনও নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যক্ত হয় নাই, একদিনও পরস্পরের সংবর্ষণ ঘটে নাই। কি কৌশল! কি শক্তি! কি প্রণালী! এই অনন্ত পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে, সুদূরগামী কল্পনাও নির্জীব হইয়া পড়ে; আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী চক্ষের সম্মুখে মিলাইয়া যায়; নিজের অস্তিত্বও ভুলিয়া যাইতে হয়। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কি সুনিয়মে পরিচালিত! এখনি যদি একটি নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হয়, একটী গ্রহ নির্দ্দিষ্ট পথের এক চুলও অতিক্রম করে, তবে দেখিবে জগতে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে, সৌরজগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে। যেমন সৌর জগতে দেখিলে, প্রাণি জগতেও সেইরূপ। তুমি ভাবিও না, আজ তুমি গৃহত্যাগী হইয়াছ বলিয়া এ নিয়মের অধীন নও; যেখানে থাক, যেখানে যাও, তুমি এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন। তোমার গন্তব্য পথের রেখা নির্দ্দিষ্ট আছে, তোমার গতির কক্ষ স্থির আছে। দেখিও, সাবধান, সে সীমা অতিক্রম করিও না। তোমার সুখ, তোমার শান্তি, তোমার ঐশ্বর্য্য যে পথে আছে—পুনরায় বলি বালক—তাহা পরিত্যাগ করিও না; করিলে দুঃখ পাইবে। এ জগৎ কর্ত্তব্যময়, সৌন্দর্য্যময়; কর্ত্তব্যের অনুসরণ কর, সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ কর। অচিরে কর্ত্তব্য এবং সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইবে। ভয় নাই, এ বিশ্বপতির রাজ্যে ভয় করিও না।” বলিতে বলিতে পথিক অন্তর্হিত হইল! ললিত চারি দিক চাহিয়া দেখিল, পথিককে আর দেখিতে পাইল না।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"বিধু, জানালাটা খুলে দেত", অতি ক্ষীণস্বরে একটি রমণী এই কথা কটি বলিলেন। বিধু জানলা খুলিয়া দিল, সান্ধ্যগগনের উজ্জ্বল ছটা রমণীর মুখমণ্ডলে পতিত হইল! বনদেবী আজ মৃত্যু শয্যায় শায়িতা। তেমন সুন্দর মুখখানি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তেমন বিশাল প্রফুল্ল চক্ষু দুটি নিষ্প্রভ, তেমন সুগঠিত, সুচিক্কণ দেহখানি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। রমণী আবার মৃদুস্বরে বলিলেন, "বিধু, বাবা এসেছেন?" বিধু বলিল "কই না।"

রমণী সান্ধ্যগগনের দিকে একবার চাহিলেন। আকাশ অতি পরিষ্কার, একখানি মেঘও নাই, অতি উজ্জ্বল। রমণী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলেন, অতি মৃদুস্বরে আপনার মনে বলিলেন, "মর্‌বার সময় দেখা হ'ল না"। আবার বলিলেন, "বিধু, ইনি কোথায়"।

বিধু। তুমি একটু সুস্থ আছ ও ঘুমাইতেছ দেখিয়া বাবু একবার শুতে গেলেন।

বনদেবী। আহা! বিধু, এ কদিন তিনি একবার চোক বুজেন নাই; মর্‌বার সময় তাঁকে এত কষ্ট দিলাম।

বিধু। বালাই, না বাপু, তোমার খালি ঐ কথা। মর্‌বে কেন? ও কথা ব'লোনা।

বনদেবী একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বিধু, তুই বুঝিতে পারিতেছিস না, আমার মর্‌বার আর দেরি নাই; তুই শিগ্‌গির তাঁকে একবার ডাক্—না, থাক্ বিধু আর তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়ে কাজ নাই—না না একবার তাঁকে ডাক্। প্রতিভাও কাল সমস্ত রাত জাগিয়াছে, সে যদি ঘুমাইয়া থাকে তাকে ডাকিস্‌নে। আর কি দেখ্‌ছিস্ বিধু, যা। বিধু, আমার সকল দোষ ক্ষমা কর; তোর ধার শুধ্‌তে পারিলাম না"। বিধু কিছু না বলিয়া সেখান হইতে বেগে চলিয়া গেল, বাহিরে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। চীৎকার শুনিয়া বিপ্রদাস তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'কি বিধু কি হয়েচে?' আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিপ্রদাস একেবারে বনদেবীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। বনদেবী কি ভাবিতেছিলেন, স্বামাকে দেখিয়া ত্রস্ত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না। বিপ্রদাস বলিলেন, "আর লজ্জায় কাজ নাই। বনদেবি, ক্ষমা কর।"

বনদেবী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'দোষ কি?'

বিপ্র। তুমি কেমন আছ? ডাক্তারকে আর একবার ডাক্‌তে পাঠাব?

বন। বেশ আছি, আর ডাক্তার ডাক্‌তে হবে না, তুমি কাছে এসে ব'স।

বিপ্রদাস কাছে গিয়া বসিলেন। বনদেবী বলিলেন, 'আরও কাছে এস'। বিপ্রদাস আরও কাছে গেলেন। বনদেবী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন :—"আর আমার মরিবার বেশী দেরী নাই। বল দেখি প্রিয়তম! ইহা অপেক্ষা সুখের মৃত্যু কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? মাথায় চরণের ধুলা দাও, কত সুখে মরিব। তুমি কাঁদিও না; ছি অমার সুখে কাঁদ কেন? আজ আমি বলিবার দিন পাইয়াছি, প্রাণ খুলিয়া বলিব। তোমাকে পাইয়া আমি অতিশয় সুখে ছিলাম; সে সুখের তুলনা নাই,

সে সুখ ভাষায় প্রকাশ হয় না, বুঝাইতে পারি না, যে পাইয়াছে সেই কেবল জানে। সে সুখ তুমি বুঝিতে পার নাই। তুমি ভাবিয়াছিলে আমার ভাল বস্ত্র নাই, আমার ভাল অলঙ্কার নাই, তারই জন্য আমি দুঃখিনী! প্রিয়তম, যদি হৃদয় খুলিয়া দেখাইবার হইত, তবে দেখাইতাম এ হৃদয় তোমারই সিংহাসন; এ হৃদয়ে ছার বস্ত্রালঙ্কারের স্থান নাই; এ হৃদয়ে তুমিই রাজা, তুমিই আমার অলঙ্কার, আবার অলঙ্কার কেন? তোমা ছাড়া অন্য কিছুতে সুখ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। এ কথাও তুমিই আমাকে শিখাইয়াছিলে; তুমি একথা ভুলিয়া গিয়াছিলে, কিন্তু আমি ভুলি নাই।

"আর কথা বলিতে কষ্ট হইতেছে, কত কথা বলিবার ছিল, বলিতে পারিলাম কই? আর একটি কথা মনে আছে, একদিন প্রতিভার একটি কৌটা খুলিয়া আমাকে দেখাইবার জন্য ডাকিয়াছিলে। সেদিন আমি বলিয়াছিলাম যে একদিন তোমাকে আমি ইহার তথ্য বলিব। আজ তাহাই বলিব। তুমি বুঝিতে পার নাই, কৌটায় একটি শুষ্ক ফুল এত যত্ন করিয়া রাখিবার তাৎপর্য্য কি? আমি কিন্তু বুঝিয়াছিলাম, সেটা ভালবাসার নিদর্শন। যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাহার প্রদত্ত সামগ্রী যত্ন করিয়া রাখিতে ভালবাসে। তোমরা ইহা কর কি না জানি না; কিন্তু ইহা আমাদের স্বভাব। প্রতিভা নিশ্চয়ই কাহাকে ভালবাসে। অনেক অনুসন্ধানের পর জানিয়াছি, প্রতিভা ললিতকে ভালবাসে। প্রিয়তম, আমার এই শেষ অনুরোধটি রক্ষা করিও, প্রতিভার সহিত ললিতের বিবাহ দিও। আমি যাই, চরণের ধূলি দাও, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, ইহজন্মে বনদেবী আর তোমার সহচরী হইবে না।" বনদেবীর আর কথা বাহির হইল না। একবার স্বামীর মুখপানে চাহিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিত করিলেন। সন্ধ্যা সমীরণ ধীরে ধীরে বহিল, সন্ধ্যার অন্ধকার ছায়া ভাগীরথীর বক্ষে পড়িল। নক্ষত্রনিচয় একটি একটি করিয়া

আকাশে ফুটিতে লাগিল। বনদেবীর প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে বাহির হইল। বিপ্রদাস নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

মৃত্যু—মৃত্যু—মৃত্যু, চারিদিকে মৃত্যু, চারিদিকে হাহাকার, চারিদিকে অশ্রুজল, চারিদিকে দীর্ঘশ্বাস। জগতের সৃষ্টির পর হইতে যে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে, তাহার আর বিরাম হইল না। দীর্ঘশ্বাসের যে প্রবল ঝটিকা বহিয়াছে, তাহার আর শান্তি হইল না। শোকের, যে নদী প্রবাহিত হইয়াছে, দিনে দিনে, বৎসরে বৎসরে, যুগে যুগে তাহার বৃদ্ধি বই আর ক্ষয় হইল না। এ সংসার ভাল, না মন্দ? সুখের, না দুঃখের?





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"এসনা সই, আজ অনেক দিনের পর দুই স'য়ে মিলে একবার হাসি।" একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা আর একটি সমবয়স্কার গলা ধরিয়া এই কথাগুলি বলিল। উষার আলোক তাহাদের চতুঃপার্শ্বে খেলিতে-ছিল। প্রভাত সমীরণ ধীরে ধীরে তাহাদের সুন্দর অলক গুচ্ছ কাঁপাইতেছিল। দু একটি শিশিরসিক্ত ফুল বৃন্তচ্যুত হইয়া তাহাদের গায়ের উপর পড়িতেছিল। বালিকা কোন উত্তর পাইল না, আবার তাহার সইয়ের গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ভাই সই, হাস ভাই; একবার হাস। চারিদিকে পাখীরা প্রভাতী গান ধরিয়াছে। জগতের সকলেই হাসিতেছে। তুমি ভাই একা কেন কাঁদিবে?" প্রতিভা একটু হাসিল। উষা সে হাসি দেখিল। দ্বিতীয়ার চাঁদ যেমন একটু ক্ষীণ ও বিষাদমাখা হাসি হাসিয়া, অন্ধকারে মিশিয়া যায়, প্রতিভাও সেই প্রকার একটু হাসি হাসিল। সে হাসি দেখিয়া, উষা হাসিবে কি, তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। উষার চক্ষুতে দু ফোঁটা জল আসিল। উষা বলিল, "না না সই, তুমি আর হাসিও না, ও হাসি আর হাসিও না। অমন ক'রে তোমাকে কি হাসতে ব'লেছিলাম? ও হাসি দেখ্‌লে যে বুক ফেটে যায়, সই; ও হাসিতে হাসি কই? সুখ কই? আশা কই? ও কি হাসি ভাই? আর হাসিতে হবে না।" এই বলিয়া সইয়ের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। দুই জনেই কাঁদিল।

ঊষা মনে করিয়া আসিয়াছিল, দুই সইয়ে মিলিয়া আজ হাসিবে ; তাহা হইল না, দুইজনেই কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে অশ্রুজল মুছিয়া প্রতিভা ধীরে ধীরে বলিল, "সুখ কি আছে, ভাই, তাই সুখের হাসি হাসিব ? বলনা সই, আমি জাগিয়া আছি না স্বপ্ন দেখিতেছি ? আমার বোধ হইতেছে, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, না হ'লে এতক্ষণ কি বাঁচিয়া থাকিতাম ? চারিদিকে শোকের বিষাদ-ছায়া, চারিদিকে অন্ধকার! মাগো এত অন্ধকারে কি মানুষ বাঁচে ? আমি বাঁচিয়া আছি কেমন করিয়া ?" প্রতিভার আর কথা বাহির হইল না, ঊষার কাঁধে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ঊষা কি করিবে ভাবিয়া কিছুই ঠিক্ করিতে পারিল না। বাস্পভারস্পন্দিত লোচনে বলিল, "সই, তোর দুটি পায়ে পড়ি ভাই, আজ আর কাঁদিস্ না। ঐ দেখ কেমন ফুল ফুটেছে চল্ দুজনায় গিয়ে তুলে আনি।" প্রতিভা আবার একটু বিষাদমাখা হাসি হাসিল। বলিল :—

"একদিন ছিল সই, একদিন ও সাধ ছিল। আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিতাম, বসিয়া বসিয়া অতি যত্ন করিয়া মালা গাঁথিতাম। একজনের গলায় পরাইয়া দিতে বড় সাধ হইত, কিন্তু লজ্জায় পারিতাম না। মালাগাছটি উদ্দেশে তাহাকেই দিয়া, অতি যত্ন করিয়া—এমন যত্ন মুক্তার হারের কেহ কখন করে নাই—তাহারই নাম করিয়া কৌটায় তুলিয়া রাখিতাম। যেদিন মালা গাঁথিতাম, সেই দিনই এই রকম করিতাম। মা আমার দেখিতেন, দেখিয়া কত হাসিতেন, কত কথা বলিতেন। আমি কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিতাম, কিন্তু আমার মনে যে কত সুখ হইত, তাহা কেমন করিয়া বলিব ? মা সব বুঝিতে পারিতেন, বলিতেন, 'দুষ্ট পোড়ার মুখি, তোর ভিতরে এক, বাহিরে এক'। আমি লজ্জায় মরিয়া যাইতাম, ছুটিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইতাম, দু হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া লজ্জার শান্তি হইত না। লেপের ভিতর মুখ গুঁজিয়া

পড়িয়া থাকিতাম, আর বাহিরে মায়ের হাসির ধ্বনি শুনিতে পাইতাম। কত সুখ, কত সুখ, কত সুখ! মনে হইত সে সুখ আর কখনও ফুরাইবে না। সেদিন গিয়াছে, সে সুখও গিয়াছে। মনে পড়ে ত সই, সেদিনকার কথা; দু স'য়ে গলা ধরাধরি ক'রে গঙ্গায় ডুব দিতাম, পুতুলের বিয়ে দিতাম, ধূলার ভাত ব্যঞ্জন রাঁধিতাম, গান গাহিতাম, চাঁদ্‌নি রাতে দুজনে ছাতের উপর ব'সে বিধুর কাছে উপকথা শুনিতাম, মায়ের সঙ্গে দুষ্টুমি ক'রে ঝগড়া বাধাইতাম। তখন কি মনে হ'ত, কখন এদিন আসিবে? সব সাধ ফুরাইয়াছে সই, সব সাধ ফুরাইয়াছে, কেবল একটি সাধ এখনও আছে, মরিব কবে ভাই?"

ঊষা। তুমি এত অধীর হও কেন ভাই? আবার সব হবে; আবার তেমনি করিয়া ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিবে, আবার তার গলায় পরাইয়া দিবে; আবার তেমনি করিয়া দুই স'য়ে হাসিব, খেলিব, কত কথা বলিব, গান গাহিব, উপকথা শুনিব, জ্যোৎস্না রাত্রে গলা ধরাধরি করিয়া বেড়াইব। আবার সব হবে; নিরাশ হও কেন ভাই?

প্রতিভা। আমার মত দুখিনী কে আছে সই?

ঊষা। না ভাই, ও কথা বোল না। তোমার চেয়ে অনেক দুখিনী আছে। তবে দুঃখের কথা শুনিবে? এখনও বলিতে গা শিহরিয়া উঠে। জান ত সই, আজ কয় বৎসর হইল আমাদের গাঁয়ে ভারি ওলাউঠা হইয়াছিল। আমাদের বলা আসিয়া আমাকে ও দাদাকে খপর দিলে যে, কুসুমদের বাড়ীতে সকলেরই ব্যায়রাম হইয়াছে। দাদা বাবার বাক্স হইতে ওষুধ লইয়া, বাবাকে লুকাইয়া, তাহাদের বাড়ী গেলেন, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম। তার পর যাহা দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিব না। কুসুমের তখন বয়স ২৩।২৪ বৎসর। তার দুটি ছেলে ছিল; ছোটটির নাম বিনোদ, বড়টির নাম প্রফুল্ল। আমরা যখন তাদের বাড়ী গেলাম, তখন কুসুমের স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে; সে

এক ধারে পড়িয়া আছে; বড় ছেলেটীর মরিবার বেশি দেরি ছিল না, সে কেবল বলিতেছিল, "মাগো, জল দাও, প্রাণ বেরিয়ে গেল মা"। মায়ের সাধ্য নাই উঠিয়া জল দেয়। কুসুমের নয়নে নিঃশব্দে জলধারা বহিতেছে; প্রাণের পুত্তলী সন্তান, যাহাকে কত মিষ্ট সামগ্রী দিয়া কুসুম একদিন তুষ্ট হয় নাই, সে আজ 'জল জল' করিয়া মায়ের সম্মুখে মরিতেছে; কুসুমের শক্তি নাই যে জলের ঘটীটি সরাইয়া দেয়; সম্মুখে তাহার মৃত স্বামী, যিনি এক সময় কুসুমের সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, এক মাত্র সহায় ছিলেন, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; কুসুম তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। ছোট ছেলেটি কুসুমের বুকের উপর শুইয়া মরিয়া আছে! আহা ছেলেত নয়, বুক আলো করিয়া রহিয়াছে! কুসুম এ সব দেখিল। আহা, কুসুমের সে দুঃখ দেখিয়া আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম; দাদা আমাকে অনেক বকিলেন। বড় ছেলেটিকে ঔষধ দেওয়া গেল, কিন্তু সে বাঁচিল না, খানিকটা পরেই মরিয়া গেল। ৪।৫ বার ঔষধ খাওয়াইলে কুসুম ভাল হইল। অভাগিনী কুসুমের সে দুঃখ দেখিয়া কি ভাই থাকা যায়? দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, কুসুমের অশ্রুজলের প্রবাহ আর থামিল না। সকলে বলিল, কুসুম মরিবে, কিন্তু সে মরিল না। এক মাস পরে তাহার ভাই আসিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া গেল। সই, বল দেখি, কুসুম কি তোমা অপেক্ষা দুখিনী নয়!

প্রতিভার শরীর শিহরিয়া উঠিল, প্রতিভা কিছুই উত্তর দিল না আস্তে আস্তে ঊষার হস্ত ধারণ করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

দুঃখের উপর দুঃখ আছে; সুখের উপর সুখ আছে। দুঃখের শেষ সীমা কেহ দেখিতে পায় না, সুখেরও শেষ সীমা কেহ দেখিতে পায় না। দুঃখসাগরে নিমজ্জিত মানুষ অপরের দুঃখ স্মরণ করিয়া আশ্বস্ত হয়, আবার সুখের মধ্যে থাকিয়াও উচ্চতর সুখ দেখিতে পাইয়া আপনার আনন্দবেগ হ্রাস করিতে পারে। সংসারে এই এক বিচিত্র কৌশল।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ হরিদয়াল একাকী বসিয়া আছেন। প্রশস্ত গৃহ, চারিদিকে আলমারিতে রাশীকৃত পুস্তক রহিয়াছে, বৃদ্ধ একাকী তাহাদের মধ্যে একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন। দিনটা বড় পরিষ্কার নয়; আকাশ মেঘাবৃত, টিপি টিপি বৃষ্টিও পড়িতেছে। হরিদয়াল বাবুর মনটাও তত ভাল নাই; ললিত গৃহ ত্যাগ করিয়াছে; উষাও আর বড় একটা তাঁহার কাছে আসে না; তাহারা প্রতিদিন তাঁহার কাছে যে আসনে বসিত সে আসন শূন্য, টেবেলের উপর ললিতের পুস্তক সকল পড়িয়া রহিয়াছে, বহুদিন হইল সে গুলি খোলা হয় নাই। বৃদ্ধের আজ মনটা বড় ভাল নাই। সময় কাটে না। ললিত উষাকে পড়াইয়া অনেক সময় কাটিত, তাহারা কেহই আর কাছে আসে না। বৃদ্ধের সময় আর যায় না। কি রকম যেন সব শূন্য শূন্য বোধ হইতেছে। কি যেন ছিল, তাহা আর নাই। ঘরটাও ভারি অন্ধকার। হরিদয়াল উঠিলেন, একে একে সব জানালাগুলি খুলিয়া দিলেন। বাহিরে টিপি টিপি বৃষ্টি হইতেছে, অল্প অল্প বাতাস বহিতেছে, মাঝে মাঝে মেঘও গর্জ্জন করিতেছে, প্রকৃতির মুখে হর্ষ নাই। হরিদয়াল আবার স্বস্থানে আসিয়া বসিলেন। তিনি আজ একেলা, কই কেহই এ পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে ত আসিল না। ডাকিলেন "বলা, বলা"; বলা অনেকক্ষণ বাদে আসিল।

হরিদয়াল বলিলেন, "উহাকে ডাক ত।" বলা চলিয়া গেল। খানিক পরে আসিয়া বলিল, "উহা মাঝি ঘরে নাই।" বলিয়া বলা আবার চলিয়া গেল। হরিদয়াল আবার উঠিলেন, তাঁহার প্রিয় পুস্তক একখানি বাহির করিলেন। দু এক পাত পড়িলেন, ভাল লাগিল না; আবার পুস্তক যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। আবর ডাকিলেন, "বলা, বলা"; বলা আসিল। বলিলেন, "জানালা গুলা সব দে"; বলা জানালাগুলা সব বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, আবার ঘরটা অন্ধকার হইল। হরিদয়াল বসিয়া বসিয়া এই প্রকার ভাবিতে লাগিলেনঃ—"আমার কাছে যে কেহই আসিতে চায় না। উহাকে ডাকিলে সে একবার ভয়ে ভয়ে কাছে আসে, আসিয়া কি একটা ছল করিয়া চলিয়া যায়। বলা বেটা ত এক মিনিট আমার কাছে থাকিতে চায় না। গ্রামের লোকের যদি কাহারও সহিত হঠাৎ দেখা হয়, সে পথ ছাড়িয়া পলায়। সাপ দেখিলে লোকে যেমন ভয়ে পলায়, আমাকে দেখিলেও সকলে তাহাই করে। কেন আমি কি? ললিত ছোঁড়া ত আমার সংস্রব একেবারে ত্যাগ করিল। একবার একটি কথা মাত্র বলিয়াছিলাম, 'আমার বাড়ী হ'তে দূর হ', সে যেন কত আনন্দের সহিত সে আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। এ কি হইল? আমাকে সকলে একেলা ফেলিয়া রাখিতে চায় কেন? আমার প্রাণটা আজ ফাঁক ফাঁক, শূন্য শূন্য বোধ হইতেছে। কিছুই নাই, যাহা আশ্রয় করিয়া জীবন কাটাই। এমন হইল কেন? এমন করিয়া একেলা কতদিন থাকিব? যাহাদের ভাল করিতে গেলাম, তাহারা ত সকলে আমাকে ফেলিয়া পলায়। কেন, আমি কি?" বৃদ্ধ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। এমন সময় বলা আসিল, বলিল, "দুজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।" হরিদয়াল তাহাদিগকে আসিতে বলিলেন। তাহারা আসিল। তাহারা দুই ভাই কমলপুরের দুইজন কৃষক। তাহাদের মধ্যে যে ছোট, সে ধীরে

ধীরে হরিদয়ালের নিকটে আসিল। আসিয়া বলিল, "বাবু! এই নেন আপনার টাকা, এ টাকা ললিত বাবু আমাদিগকে দিয়াছিলেন। বড় দুঃখের সময় আমরা এই টাকা পাইয়াছিলাম। তারপর শুনিলাম, এই টাকার জন্য ললিত বাবুকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। শুনিয়া অবধি আমরা আমাদের ঘর দুয়ার, ঘটি বাটি, গরু বাছুর বিক্রি করিয়া আপনার টাকা শোধ দিতে আসিয়াছি। আমাদের এখন আর ঘর দুয়ার নাই। আমরা এ দেশ ছাড়িয়া চলিলাম। দুই ভায়ে খাটিয়া খাইব। যতদিন শরীরে বল আছে, খাবার ভাবনা নেই। এই আপনার টাকা নেন, সুখে থাকুন। ললিত বাবুকে বাড়ী ফিরাইয়া আনুন। আমাদের জন্য ললিত বাবুকে আর আপনার তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে না।" এই বলিয়া কৃষকযুবক হরিদয়াল বাবুকে একশত টাকা দিল। আর কোন কথা না বলিয়া তাহারা প্রস্থান করিল। হরিদয়াল বাবু একটি কথা কহিবারও অবসর পাইলেন না। কিন্তু তিনি তাহাদের সদ্ব্যবহার দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। একবার মনে হইল, তাহাদিগকে ডাকিয়া তাহাদের টাকা কয়েকটি ফিরাইয়া দি। আবার কি মনে হইল, টাকা কয়েকটি লইয়া বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। এই সময়ে আর একজন লোক ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিয়াই কিছু না বলিয়াই ঘরের সমস্ত জানালাগুলি খুলিয়া দিলেন। হরিদয়াল অপরিচিতের এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনি কে মশায়?" আগন্তুক তখনও ব্যস্ত ছিলেন। বলিলেন "বলচি"। একজন চাকর, আলবলা লইয়া প্রবেশ করিল। আগন্তুক তাহাকে বলিলেন, "ঐ টেবেলের উপর রাখ," সে তাহাই করিয়া চলিয়া গেল। পাঠক পাঠিকা অবগত আছেন যে, হরিদয়াল তামাক দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না, তাঁহার বাড়ীতেও তামাক আনা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহার

নিজের বাড়ীতে তাঁহার নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল দেখিয়া বৃদ্ধ আরও চটিয়া উঠিলেন। ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "আপনি কে, বলুন না মশায়? আচ্ছা লোক দেখছি যে"! আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আর একটু অপেক্ষা করুন বল্‌চি।" এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া হরিদয়ালের সম্মুখীন হইয়া বসিলেন, এবং নল মুখে লাগাইয়া একটান তামাক টানিলেন। সুগন্ধি ধূমরাশি নলমুখ হইতে বিনির্গত হইয়া হরিদয়ালের মুখমণ্ডল পরিবেষ্টন করিল। রাগে হরিদয়ালের সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। আগন্তুক বৃদ্ধ, তাঁহারও চুল সব পাকিয়া গিয়াছে। দেখিতে অতি সুন্দর, পক্ক আম্রফলের ন্যায় বর্ণ। আগন্তুক বলিলেন, "মশায়ের নাম কি হরিদয়াল বাবু?"

হরিদয়াল রাগে তখনও কাঁপিতেছিলেন; বলিলেন, "তাহা জানিয়াই বোধ হয়, এ ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। মশায়ের নিবাস? মশায় কে?"

আগন্তুক আর একবার ধূমরাশি উদ্গিরণ করিয়া বলিলেন, "আমার নাম শ্রীকামাখ্যানাথ ঘোষ, বাড়ী কলিকাতা, আমি বিপ্রদাসের শ্বশুর।"

হরিদয়াল বলিলেন,—"মশায়ের তামাক খাওটা খুব অভ্যাস আছে দেখ্‌চি যে?"

উ। আজ্ঞে হ্যাঁ। শাস্ত্রে লেখে, যে তামাক না খেলে পুনর্জ্জন্মে শৃগাল-যোনি প্রাপ্ত হইয়া হুক্কা হুক্কা করিতে হয়। সেই ভয়ে মশায়, খাই, শৃগালটা বড় খারাপ জানোয়ার।

হরিদয়াল এই কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন, একটু শুষ্ক রসবিহীন আলগা হাসি হাসিলেন। বলিলেন, "মশায়ের শাস্ত্র পাঠটা বিলক্ষণ আছে দেখচি।"

উ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

এই সময়ে আগন্তুক আর একবার ধূম উদ্গীরণ করিলেন। হরিদয়ালের মুখে লাগিল, তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া আগন্তুকের পার্শ্বদেশে বসিলেন। অতি ধীরে ধীরে মুখ বিকৃত করিয়া আপন মনে বলিলেন, what nuisance!

হরিদয়াল। মহাশয়ের কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন?

কামাখ্যা বাবু এই সময় চাকরকে আর একবার তামাক দিতে বলিলেন।

হরিদয়াল মনে মনে ভাবিলেন, "লোকটা কি ভয়ঙ্কর বেয়াদব গো।" প্রকাশ্যে অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "কুৎসিত, অতি কুৎসিত।"

চাকর তামাক আনিয়া দিল। কামাখ্যা বাবু তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "আমার জামাই আপনার নিকট কিছু টাকা ধার করিয়াছিলেন, তাহাই দিতে আসিয়াছি। আর হঁার মেয়েটীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব ভাবিতেছি।"

অর্থ পাইবার কোন আশা পাইলে হরিদয়ালের মুখ স্বাভাবিক শুষ্কভাব পরিত্যাগ করিয়া কিছু প্রফুল্লভাব ধারণ করিত। এক্ষণে তাহাই হইল।

কামাখ্যা বাবু। আঃ, বাঁচিলাম। মহাশয় আপনার মুখখানা প্রফুল্ল দেখিয়া বাঁচিলাম। এতক্ষণ মনে করিয়াছিলাম যে, আমি বুঝি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে এক অন্ধতমসাবৃত ঘরে স্বয়ং ভগবান শমনদেবের সম্মুখে বসিয়া এজাহার দিতেছিলাম। আপনার প্রফুল্লতা দেখিয়া এতক্ষণে সে ভ্রম ঘুচিল।

হরিদয়াল বাবু কিছু না বলিয়া কেবল হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, "কই দেন।"

কামাখ্যা বাবু বুকের পকেট হইতে একটি নোটের তাড়া বাহির করিয়া ১০০০ টাকার ৫ খানি নোট হাতে দিলেন। হরিদয়াল সহর্ষ-

চিত্তে নাসিকায় চসমা লাগাইলেন, অতি ধীরে ধীরে মনোযোগের সহিত নোটের নম্বর আদি দেখিয়া লইয়া, নোট গুলি যত্ন পূর্ব্বক একখানি পুস্তক চাপা দিয়া রাখিলেন। পরে একবার কামাখ্যা বাবুর দিকে চাহিলেন; সে দৃষ্টি যেন ব্যক্ত করিল, 'কি বলিতে হয় বলুন; প্রস্তুত আছি"।

কামাখ্যা বাবু। আপনি একা থাকেন কি করিয়া মহাশয়? এই প্রশস্ত অন্ধকার ঘর, এই বৃহৎ বৃহৎ শুষ্ক, জীবন-হীন, কৃষ্ণকায় পুস্তক রাশি, কোন দিকে মানুষের সাড়া শব্দ নাই, বালক-বালিকাদের হাস্য ধ্বনি নাই, সম্মুখে এক বৃক্ষলতাবিহীন সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, সারাদিন হু হু করিয়া বাতাস বহিতেছে। ইহার মধ্যে কি মানুষ একেলা থাকিতে পারে? এই কয়েক মিনিট থাকিয়াই ত আমার হৃদয়ে অন্ধকারের ছায়া পড়িয়াছে; প্রাণ অস্থির হইয়াছে। আপনি একা থাকেন কি করিয়া মহাশয়? আপনি, শুনিয়াছি, অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু আপনার সুখ কই?

হরিদয়াল কিছু উত্তর করিলেন না। কামাখ্যা বাবু ধীরে ধীরে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

হরিদয়াল আপনার মনে একবার বলিলেন, "একা, একা, একা! সারাদিন, সারা রাত, একা, বড় কষ্ট"। "বলা, বলা," বলিয়া আর একবার হরিদয়াল ডাকিলেন। বলা আসিল, হরিদয়াল বলিলেন "উষা আসিয়াছে?" বলা উত্তর দিল, "না"। হরিদয়াল আবার ভাবিতে লাগিলেন। আকাশে মেঘ আরও ঘনীভূত হইল, বৃষ্টি বেগে পড়িল, বাতাস হা হুতাশ করিতে লাগিল। হরিদয়াল মনে মনে বলিলেন, "একা, একা, একা, বড় কষ্ট!" বৃদ্ধের একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল।

———



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"আর ভাল লাগে না। এ লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, শান্তিহীন জীবনে সুখ কই? কত আশা করিয়াছিলাম, একে একে, ধীরে ধীরে, সে সকল অন্তর্হিত হইতেছে। শৈশবে জীবন মধুময় ছিল। উজ্জ্বল নীল আকাশ মেঘনির্মুক্ত ছিল। সোণার রাজ্যে দুঃখের অধিকার ছিল না। মনে হইত, বাসনা পরিতৃপ্ত হইবে, আশা মিটিবে, সুখী হইব। সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, সে কল্পনার মোহ-জাল ছিঁড়িয়াছে। এই কি জীবন? কে ভাবিয়াছিল, জীবন এত কঠোরতায় পরিপূর্ণ? কে বুঝিয়াছিল সুখ মরীচিকা? আশা মায়াবিনী? জীবন স্বপ্নময়? সুখ, সুখ, সুখ; পাগল, সুখ কোথায়? শান্তি কোথায়? মানুষ ত ক্রীড়ার পুত্তলী, ছেলেখেলায় উন্মত্ত। সুখের আশায় ছুটিয়া যায়। ঐ সুখ, ঐ সুখ, ঐখানে বুঝি সুখ আছে; পথ আর ফুরায় না, দূরত্ব আর কমে না, কিন্তু কই সুখ কই? সব ছায়াবাজী! আশার পশ্চাতে আশা, বাসনার পশ্চাতে বাসনা, সংখ্যা নাই, শেষ নাই, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ চলিয়াছে; মানুষ সেই তরঙ্গ রাশিতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিতে ভাসিতে যায়। সে তরঙ্গের কি সীমা আছে? সে সমুদ্রের কি কূল আছে? সকল পরিশ্রমই অসার, সকল চেষ্টাই বৃথা, হৃদয়ের সকল আকুলতা ব্যাকুলতাই বিফল।

"তবে বাঁচিয়া ফল কি? ভবিষ্যৎ ত ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন; একটু আশার কথা হৃদয়ের এক পাশে এখনও জাগিয়া আছে। শৈশবে জীবনের পথে একজন সঙ্গিনী পাইয়াছিলাম। গাঢ় অন্ধকারে একটী আলোক রেখার মত, কুটিল ভ্রুকুটি-রাশির মধ্যে একটুকু হাসির মত, সে আমার হৃদয়ের অতি আদরের বস্তু হইয়াছিল; মনে করিয়াছিলাম, তাহার হৃদয় খানিতে আমার উত্তপ্ত হৃদয়ের সমস্ত আশা ভরসা, হর্ষ, বিষাদ, অনুতাপ, অশ্রুজল ঢালিব। মনে করিয়াছিলাম, আমার অশান্তিময় হৃদয় তাহার হৃদয়ে রাখিয়া শান্তি লাভ করিব। কিন্তু কই, সে আশার দীপটিও ত দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। আশার কথায় বা আর কে ভুলিবে? বুঝিয়াছি ত, আশা মায়াবিনী; বুঝিয়াছি ত, আশা মরীচিকা। তবে আর আশার ছলনায় ভুলিব কেন।

"এদেশে সুখ নাই। এমন দেশ কি নাই, যেখানে উৎপত্তি মাত্রেই আশা মিটিয়া যায়, বাসনার তৃপ্তি হয়? এমন দেশ কি নাই, যেখানে যাহাকে ভালবাসি, তাহার সহিত মিলন হয়; যেখানে মিলনে বিচ্ছেদ নাই, সুখে কণ্টক নাই; যাহার বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ নাই; যাহার সীমা নাই; যেখানে জরা নাই, ব্যাধি নাই, মৃত্যু নাই, ভয় নাই? এমন দেশ কি নাই? কে জানে? কে বলিবে? এ জীবনসমুদ্রের পর-পারে কি আছে, কে বলিবে? সেই আশায় বুক বাঁধিয়া বাঁচিয়া থাকিব? আবার সেই আশা, আবার সেই মায়া। ভ্রম! ভ্রম! ভ্রম!

"আশা যদি মিটিবে না, তবে সে আশার স্রোত হৃদয়ে কে প্রবাহিত করিল? বাসনা যদি তৃপ্ত হইবে না, তবে এ অনন্ত বাসনা হৃদয়ে কে ঢালিয়া দিল? এ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, এ অদম্য উচ্ছ্বাস, এ হৃদয়-ভরা বাসনা মানুষের কেবল দুঃখের হেতু। পশু হইয়া জন্মিলাম না কেন? তাহা হইলে আহার, বিহার, নিদ্রাতেই সুখ হইত; হৃদয় আলোড়নকারিণী এ উন্মত্ত বাসনার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে

নির্জ্জীব হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইত না। চিরকাল সমুদ্র-তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া কি সুখ? মানুষ অতি অপদার্থ, অতিশয় অসুখী। ইচ্ছা আছে, শক্তি নাই; উঠিতে যাই, পদতলে লৌহ নিগড়, সাধ্য নাই যে উঠি। অন্ধকারের কীট হইয়া এমন করিয়া কত দিন পড়িয়া থাকিব? এ জীবন কে চায়? এ জীবনে এত যত্ন কেন? ছায়া লইয়া তোমার ব্যবসা, ধূলি লইয়া তোমার খেলা, তোমার আবার বাঁচিতে সাধ কেন?"

সন্ধ্যার সময় একটি নদীর তীরে বসিয়া ললিত এই প্রকারে তীব্র ভাষায় আপনার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতেছিলেন। ললিতের প্রাণ অসংযত ভাবের তরঙ্গে উদ্বেলিত, তাহাতে পূর্ণ সত্যের আভাস কেমন করিয়া প্রতিবিম্বিত হইবে। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা সেই ঘাটে জল আনিতে আসিতেছিল। ললিতকে দেখিয়া সকলে কত কি বলাবলি করিতে লাগিল। কেহ বলিল, "আহা, কেগো ছেলেটি? বাছা যেন কত দিন খায় নাই"! আর একজন বলিল, "মা, কত ছেলে ওরকম আসে; ভিতরে ভিতরে সব চোর। আজ বোন সব সাবধানে থেক"। যুবতীরা ঘোমটার মধ্য দিয়া অনিমেষলোচনে দেখিতে লাগিল। সকলে দেখিয়া চলিয়া গেল। ঘাট জনশূন্য হইল। ললিতের কোন দিকে দৃষ্টি নাই। যে প্রবল ঝটিকা তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছিল, কে তাহা নিবারণ করিবে?

ললিত সহসা পশ্চাদ্ভাগে তাকাইয়া দেখিলেন একটি ছোট বালিকা ঠোঁট ফুলাইয়া ফুলাইয়া কাঁদিতেছে। বালিকাটি অতিশয় সুন্দরী। বয়স ১২ কি ১৩ হইবে। রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট দুটি ফুলাইয়া সে কাঁদিতেছে। বেশ অতিশয় মলিন। পরিধান একখানি অতিশয় মলিন বস্ত্র। কেশগুলি কখনও যেন তৈলনিষিক্ত হয় নাই। গায়ে এক খানিও অলঙ্কার ছিল না।

ললিত বালিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গো তুমি কাঁদিতেছ?" বালিকা অনেকক্ষণ পরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুমি আমার কলসীটি তুলে দিয়ে যাও না গো। ঘাটে আর কেউ নাই।"

বালিকার কথাগুলি অতি মিষ্ট ; সরলতা-পূর্ণ। ললিত উঠিয়া বালিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ললিত বলিলেন "তুমি কাঁদচো কেন ?" বালিকা একবার ললিতের মুখপানে চাহিল। তেমন সুন্দর সরলতাপূর্ণ দৃষ্টি ললিত কখনও দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। বালিকা কিছু না বলিয়া বাম হস্তখানি দেখাইল। ললিত দেখিলেন হস্ত দিয়া রুধিরের ধারা বহিতেছে। আবার বালিকা পৃষ্ঠ দেশের কাপড় তুলিয়া দেখাইল, পৃষ্ঠদেশ রক্তাক্ত। ললিত ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন "এ কাজ কে করিল ? সে মানুষ না রাক্ষস ?" বালিকা বলিল, "আমি যে বুড়ির বাড়িতে থাকি, সেই বুড়ি। তুমি তাকে যেন কিছু বলো না।"

ললিত। সে তোমার কে হয় ?

বালিকা। তা জানি না।

ললিত। সে তোমাকে মারে কেন ?

বালিকা। আমার একটু দোষ হলেই সে আমাকে মারে। আজ আমি একজনার সঙ্গে খেলা কর্‌তে গিয়াছিলাম, আস্‌তে একটু দেরি হ'য়েছিল ব'লে ঝাঁটায় ক'রে অনেক মার্‌লে। আমি রোজ রোজই মার খাই। আজ বেশী মেরেছে।"

এই বলিয়া বালিকা আবার ঠোঁট ফুলাইয়া ফুলাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ললিতের চক্ষুতে দু ফোঁটা জল আসিল ; বলিলেন, "তুমি তার কাছে থাক কেন ?"

বালিকা। কোথা যাব ?

ললিত। তোমার কেউ নাই ?

বালিকা। না।

এই সময়ে তাহারা নদীর ঘাটে আসিল। একটি প্রকাণ্ড কলসী জলপরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ললিত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন। "এত বড় কলসী তুমি নিয়ে যেতে পার্‌বে ? তুমি ত একরত্তি মেয়ে।"

বালিকা একটু হাসিয়া বলিল, "তা পারিব, না পারিলে যে মার খাব।"

ললিত কলসীটি তুলিয়া বালিকার কক্ষে যেমন দিতে গেল, অমনি সে অতি সকরুণ স্বরে উঁহু উঁহু করিয়া উঠিল। ললিত অতিশয় ত্রস্ত হইয়া কলসী নামাইয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে, কি হইয়াছে?" বালিকা বলিল, "কিছু না, তুমি আমার মাথায় কলসী তুলিয়া দাও!" ললিত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে বল, তা না হ'লে দেব না।" বালিকা বলিল, "আমার কোমরে ভারি বেদনা, পরশু দিন বুড়ী কোমরে একখানি ইট ফেলে মেরেছিল, আজও বেদনা যায়নি।" ললিত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! মানুষে মানুষের উপর এত অত্যাচার করে, তাহা ত জানিতাম না।" চল, তোমাকে আর কলসী লইতে হইবে না, আমি লইয়া যাইব। বালিকা অনেক আপত্তি করিল, কিন্তু ললিত কিছুতেই শুনিলেন না। আপনার স্কন্ধে কলসী তুলিয়া লইল। বালিকা অগ্রে অগ্রে চলিল।





সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। অতি সুন্দর। পাপিয়ার বিশ্রাম নাই; গাছের পাতার মধ্যে লুকাইয়া লুকাইয়া মধুর ঝঙ্কারে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। নদীরও বিরাম নাই, কুলু কুলু স্বরে হেলিতে দুলিতে ছুটিয়াছে। সমীরণেরও অবসর নাই, অতি ধীরে ধীরে কাণে কাণে বৃক্ষপত্রকে কত কি কথা বলিতেছে। একটি বালিকার উরুদেশে মস্তক রাখিয়া একটি বালক শয়ন করিয়া আছে। বালিকা বালকের মাথার চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "হ্যাঁগো তোমার যে দেশে বাড়ী, সেখানে কি সকলেই তোমার মত ভাল ?"

ললিত আনমনে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।"

অনেকক্ষণ পরে ললিত বলিলেন, "মলিনা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?"

মলিনা। যাব।

ললিত। ভয় করবে না ?

মলিনা। না।

ললিত। আমি যদি তোমাকে মারিয়া ফেলি ?

মলিনা। মরিব।

ললিত। আমি যদি তোমাকে খেতে না দি ?

মলিনা। মরিব।

ললিত। আমি যদি তোমাকে তাড়াইয়া দি ?

মলিনা। মরিব।

বালিকা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আর কেউ নাই ?"

ললিত। থাকিলেও নাই।

বালিকা। তুমি আমার মত গরিব ?

ললিত। হ্যা।

বালিকা। বেশ।

আবার অনেকক্ষণ পরে বালিকা বলিল, "আমি সব জানি। তোমার ছোট ঘরখানি আমি রোজ নিকিয়ে দেব। তোমাকে ভাত রেঁধে দেব, তোমার বিছানা পেতে দেব, তোমার কাপড় কেচে দেব, তুমি মারিলেও আমি কাঁদবো না, বেশ !"

ললিত বালিকার সরলতা দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। বলিলেন, "বেশ মলিনা, তোমাতে আমাতে বেশ সুখে থাকব। আবার আমি একটু লিখ্‌তে পড়্‌তে জানি। সন্ধ্যের সময় সমস্ত দিন কাজ কর্ম করে, তোমাকে একটু একটু লিখ্‌তে পড়্‌তে শিখাবো। কেমন ?"

মলিনার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি আনন্দে নাচিয়া উঠিল। মলিনা জন্মিয়া অবধি এমন সুখ কখনও পায় নাই। দুঃখিনী বালিকা সংসারে আসিয়া অবধি কর্কশ কথা ভিন্ন কখনও ভাল কথা শুনে নাই। প্রহার ভিন্ন কখনও আদর পায় নাই, ঘৃণা ভিন্ন কখনও ভালবাসা পায় নাই, ভ্রুকুটি রাশি ভিন্ন কখনও ভালবাসার উদার মূর্ত্তি দেখে নাই। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি উথলিয়া উঠিল, বাঁধ ছাপাইয়া পড়িল, বিশাল চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিল। দু ফোঁটা জল ললিতের কপালে পড়িল। ললিত বলিলেন, "একি মলিনা, তুমি কাঁদ কেন ?" মলিনা চক্ষুজল মুছিয়া ফেলিয়া, ধীরে ধীরে বলিল, "আমি ভাবিতেছিলাম তুমি কে ?"

ললিত ভাবিতে লাগিলেন, "আমি একটি বালিকাকে কুড়াইয়া পাইলাম। ইহাকে যত্ন করিয়া লালন পালন করিব, ইহাকে লেখা পড়া শিখাইব। মলিনা এতদিন খনির মধ্যে লুক্কায়িত মলিন হীরক খণ্ডের ন্যায় ছিল। কে বলিতে পারে, ইহা একদিন অমূল্য কোহিনূর হইবে না? তাহার সুন্দর সরল হৃদয় খানি জ্ঞান-রত্নে ভূষিত হইলে যে জগতের মধ্যে একটি অতুলনীয় বস্তু হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মলিনার বাপ মা নিশ্চয়ই আছে, তাহাদেরও অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই কার্য্যটিই এখন আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হউক। আমার হস্তে যে গুরুভার অর্পিত হইল, তাহা বহন করিবার চেষ্টা করি। এখনও মরিবার সময় আসে নাই। যদি মরি, মলিনা, তোমাকে যেন সুখী দেখিয়া মরি।"

এদিকে মলিনা বসিয়া বসিয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল। মলিনার সুখ কি? মলিনা ভাল কাপড় চায় না, ভাল অলঙ্কার চায় না, ভাল ঘর চায় না, ভাল খাবার চায় না। মলিনা কেবল একটু ভালবাসা চায়, হৃদয়ের একপাশে একটু স্থান চায়। একবার স্নেহের চক্ষে তাহার পানে চাও, তাহার প্রাণে সুখ হইবে; দুটি ভাল কথা বল, সে গলিয়া যাইবে; তাহার মুখপানে চাহিয়া একবার হাস, সে কৃতার্থ হইবে। তাহার আর সুখ কি? তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে আর কিছু আশা নাই। মলিনা তাহাই ভাবিতেছে। ধরণী যেমন পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নার বন্যায় ভাসিতেছিল, মলিনার হৃদয়খানিও আজ সেই প্রকার এক অভূতপূর্ব্ব সুখের স্রোতে ভাসমান। মলিনা এক একবার ললিতের মুখপানে চাহিতেছিল। আহা মুখখানি কত সুন্দর! এমন সুন্দর মুখ মলিনা জন্মেও দেখে নাই। মলিনা কি স্বপ্ন দেখিতেছে? মলিনা ভাল করিয়া আর একবার চাহিয়া দেখিল, এ স্বপ্ন নয়। আহা মলিনার আজ কত সুখ!

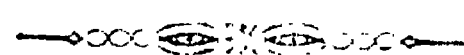
নৈশ গগন কাঁপাইয়া পাপিয়া ঝঙ্কার দিতেছিল। কুলু কুলু শব্দে তটিনী বহিতেছিল। নক্ষত্রেরা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। ললিত মলিনার উরুদেশে মস্তক রাখিয়া ঘুমাইয়া গেলেন। মলিনা নিদ্রা গেল না, একদৃষ্টে অনিমেষে সেই ঘুমন্ত উদার মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল। দেখিয়া দেখিয়া সাধ মিটিল না, কতবার দেখিল, কতবার ইচ্ছা গেল, বুক চিরিয়া সেই মুখখানি রাখিয়া দি—যদি হারাইয়া যায়? মলিনা, মলিনা, তুমি সংসারে অনেক দুঃখ পাইয়াছ। আজ তাহা ভুলিয়া যাও!

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে, সেই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে, সেই প্রস্ফুটিত ধীর নক্ষত্রবালাদের সম্মুখে, সেই জ্যোৎস্নালোক-প্রদীপ্ত তরুলতাদের সম্মুখে, সেই মৃদুবাহিনী তটিনীর সাক্ষাতে, আজ একটি বালিকা প্রাণ সমর্পণ করিল। এই মিলনের জগতে একজন একা ছিল: সে আজ মিশিল। পাপিয়া আবার উল্লাসধ্বনি করিল, নক্ষত্রেরা আবার মৃদু মৃদু হাসিল, সমীরণ এ সংবাদ সকলের কাণে কাণে বহন করিল—একজন একা ছিল, সে আজ মিশিল।





তৃতীয় অধ্যায়।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

বর্ষাকাল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সমস্ত দিন রাত টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রকৃতির বিষাদ-মাথান মুখে যেন অবিরল অশ্রুধারা বহিতেছে মাঝে মাঝে মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জন শোকার্ত্তের হৃদয়-কম্পন স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছিল। পশু পক্ষী সকলেই বিমর্ষ, কেবল মাঝে মাঝে দু একটা ভিজা কাক বৃক্ষশাখায় বসিয়া ডাকিতেছিল। কলিকাতায় শ্যামবাজারের এক দ্বিতল গৃহের জানালায় একটি বালিকা বসিয়াছিল গৃহটি অতিশয় চমৎকার, চতুর্দ্দিকে সুন্দর উদ্যান দ্বারা পরিবেষ্টিত জানালার নীচে একটি স্বচ্ছ সরোবর। জলের উপর বৃষ্টি হইলে অতি সুন্দর দেখায়। বালিকা বোধ হয় তাহাই আনমনে দেখিতেছিল বালিকার মুখখানি বিমর্ষ। প্রকৃতির সহিত মানব হৃদয়ের কি এক বিশেষ সম্বন্ধ আছে; প্রকৃতি হাসিলে আমাদেরও হাসিতে ইচ্ছা হয়, প্রকৃতির দুঃখে আমাদেরও হৃদয় বিষণ্ণ হয়। তাই বুঝি বালিকার এ বিমর্ষ ভাব।

এমন সময়ে আর একটি কামিনী ধীরে ধীরে আসিলেন। বালিকা তাহার কিছুই জানিল না। কামিনী বালিকা বয়স উত্তীর্ণ হইয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। মুখখানি দেখিলে বালিকা বলিয়াই ভ্রম হয়। কিন্তু সুগোল অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিলে যুবতী বলিয়া বোধ হয়। কামিনীর বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় নহে। কামিনী শ্যামাঙ্গিনীও নন; বর্ণটি কাচ কাচ, ঢলঢলে। মুখখানিও সুন্দর। যদি পাঠক পাঠিকা জিজ্ঞাসা করেন, সে মুখের সৌন্দর্য্য কোথায়, ও সকল অপেক্ষা মুখের কোন্ অংশটুকু সুন্দর? তবে বলিব, তাঁহার মুখের সেই বালিকা-ভাবটুকু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কামিনীর বয়স অনুমান সপ্তদশ হইবে। কিন্তু মুখখানি দেখিলে অতিশয় ছেলে মানুষ বলিয়া বোধ হয়। সে প্রকার 'ছেলে মানুষী' ভাব দশমবর্ষীয়া বালিকাদেরও আছে কি না সন্দেহ।

কামিনী ধীরে ধীরে আসিয়াই পশ্চাদ্‌ভাগে নিঃশব্দে বসিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বালিকার পৃষ্ঠদেশে আপনার মৃদু মুষ্টি দ্বারা আস্তে আস্তে এক ঘা মারিয়া বলিলেন:—

"হ্যালো পিতি, পোড়ার মুখি, আমি এতক্ষণ ব'সে আছি, কোন খপর নাই? বলি তোর হ'য়েছে কি? সারাদিন যে বসে বসে ভাবিস, তোর হ'য়েছে কি?"

প্রতিভা তখন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কে ভাই পদ্ম? তাইতো ভাই এতক্ষণ, তুমি ব'সে ছিলে, আমি জানতে পারি নাই। কি জানি আমার কি হয়েচে।"

পদ্ম উত্তর করিল, "হবে আবার কি, যাঁকে ভাব্‌চ, তাঁকেই ভাব। আমাদের ভেবে আর কি হবে? নে, এখন তোর কুইনাইন খেগো মুখ্‌টা ছাড়বি, না, উঠে যাব বল্? বেহায়া মেয়েটার লজ্জাও নেই। এত ক'রে বলি, এত ক'রে মারি, তবুও চোখের জলটা কিছুতেই গেল না!

প্রতিভা। আর কাঁদ্‌ব না, তুই ভাই যাস্‌নে। চিঠি পেয়েচিস্‌?

পদ্ম। হ্যাঁ, তাই তোকে দেখাতে এসেচি; এই নে, পড়্। জানিস্‌ ত, আমি লেখা পড়ায় মূর্ত্তিমন্ত; সব ভাল ক'রে পড়তেও পারিনি। নে, তুই আর একবার পড়, শুনি। তুই ত আমার হেড কেরাণী।

প্রতিভা পড়িতে লাগিল ঃ—

লক্ষ্ণৌ :

——আষাঢ়।

শ্রীমতী পদ্মমুখী দাসী

প্রিয়তমাসু।

পদ্ম,

আজ ভারি বাদল। কালো কালো মেঘ গুলা হন্ হন্ ক'রে যাচ্চে আর আসচে। টিপ টিপ ক'রে সারা দিন সারা রাত বৃষ্টি পড়্‌ছে। আমি জানেলার কাছে ব'সে আছি, ব'সে ব'সে কত কি ভাবচি, তা আর কি ব'লবো! এক খানা বই নিয়ে মাঝে মাঝে পড়্‌বারও চেষ্টা দেখচি; কিছু ভাল লাগচে না। দিনটা অন্ধকার, প্রাণের ভিতরও যেমন অন্ধকারের ছায়া ঘুরে বেড়াচ্চে। আর কি মনে হচ্চে শুনবে, পদ্মরাণি? খালি মনে হচ্চে, যদি এই সময় আমার পদ্মরাণী আমার কাছে ব'সে থাকত, একবার এ বইখান একবার ও বইখান টান দিয়ে বের কর্‌তো, একবার এ চিঠির তাড়া, একবার ও চিঠির তাড়া খুলে আমাকে ব'লত, এ কি লিখেচে, আমাকে মানে বুঝিয়ে দাওত; কখনও বা দোয়াত কলম নিয়ে আমার ভাল ভাল বই গুলার পাতে দেবাক্ষরে আমার নাম লিখ্‌ত, আবার যখন আমি তার এই দোষের জন্য চুল ধরে টান্‌তাম, নাকটা টিপে দিতাম, সে তখন কৃত্রিম রাগ করিয়া, ঠোঁট ফুলাইয়া, মাথা ঘুরাইয়া বলিত, "আচ্ছা থাকো তোমাকে মজা দেখাব"—তাহা হইলে নিশ্চয়ই এপ্রাণের অন্ধকারটা কেটে যেতো। কিন্তু, পদ্মরাণি,

তুমি কত দূরে, আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ হইবে কি করিয়া? [এই সময় প্রতিভা একবার চাহিয়া দেখিল, পদ্মরাণীর মুখটা কিছু ভারি ভারি হইয়াছে। প্রতিভা আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।]

আজ এই বিষণ্ন দিনে হরষের কথা কিছু বাহির হইবে না। যেমন দিন, মনেরও আজ তেমনি ভাব। আজ প্রাণে বিষাদের তরঙ্গ জেগে উঠেছে; জীবন অত্যন্ত ভার বলিয়া বোধ হচ্ছে। চিরকালটাই এই ভাবে কাটিল, চিরকালটাই খাটিয়া খাটিয়া মরিলাম, চিরকালই সাগর-তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া করিয়া দেহ পাত করিলাম; সুখ হইল কই? যে দিন হইতে আমার পদ্মরাণী আমার হইয়াছে, সে দিন হইতে সুখের মুখ দেখিয়াছি; কিন্তু সে সুখ ভোগের পথেও কণ্টক। কোথায় তুমি আর কোথায় আমি! পদ্ম! কত নদ নদী, কত পর্ব্বত, কত বন আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। মাঝে মাঝে পদ্মরাণীর মুখখানি দেখিবার জন্য প্রাণটা হু হু ক'রে উঠে; তাহার মুখের দু চারিটি কথা শুনিবার জন্য মন ভারি লালায়িত হয়, তাহাকে রাগাইতে কতবার ইচ্ছা যায়। কিন্তু কোথায় সে? এমন করিয়া আর কত দিন যাবে? এমন করিয়া দূরে দূরে থাকিবে কত দিন? তোমাকে এত ভাল বাসিয়াছি পদ্ম, যে, তোমাকে নয়নে নয়নে না রাখিলে আর থাকিতে পারি না। হাগো পদ্মরাণি, এতে আমার কিছু দোষ আছে? আমি কোথায় জগতের এক কোণে একা পড়িয়াছিলাম; আমাকে কে চিনিত? তুমি আমাকে ডাকিলে, আমি আসিলাম; তুমি হাসাইলে, তাই হাসিলাম; তুমি হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিলে, প্রাণ জুড়াইল; বাঁচিতে সাধ গেল, প্রাণ ভরিয়া তোমাকে ভাল বাসিলাম; ইহাতে আমার কি দোষ পদ্ম? [এই সময়ে প্রতিভা পদ্মের মুখ পানে আর একবার চাহিল, দেখিল, পদ্মের ডাগর ডাগর চোখ দুটি জলে টল টল করিতেছে। প্রতিভা এবারে সময় পাইয়াছে, ছাড়িবে কেন? বলিল, "ও পদ্ম, তুমি নাকি আমার চোখের

জল ছাড়াতে চেয়েছিলে, এখন কি হবে?" পদ্ম প্রতিভার গালটা টিপিয়া দিয়া বলিল, "আমাকে না হয় দু ঘা মারিস্, তাহ'লে তো হবে? এখন পড়্।" প্রতিভা আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।]

তোমাকে কেন ভাল বাসি? একথার কি উত্তর, খুঁজিয়া পাই না। লোকে বলে রূপ গুণ দেখিয়া ভালবাসা হয়, আমিত সে সব কিছুই ঠিক করিতে পারি না। তুমি আমার জীবনের সঙ্গে এমন ভাবে জড়াইয়া গিয়াছ যে, তোমাকে আলাদা করিয়া আর ভাবিতে পারি না। তোমাকে ভাল বাসি, কারণ তুমি বেশ ভাল; তোমাকে ভালবাসি কারণ তোমাকে ভালবাসি; তোমাকে ভালবাসি, কারণ তোমাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। ইহা কি উত্তর হইল? আমি ইহা অপেক্ষা আর ভাল উত্তর জানি না।

সেই 'চোখ গেলো' পাখীটা এদেশে এসেছে। মনে পড়ে ত, আমরা জ্যোৎস্নার আলোকে বেড়াইতাম; কখন বসিয়া, কখন দাঁড়াইয়া, কত কি মাথা মুণ্ডু ছাই ভস্ম গল্প করিতে করিতে রাত কাটাইতাম; তখন সেই 'চোখ গেলো' পাখিটা সমস্ত রাত্রিই ডাকিত। সে এদেশে এসেছে। সেও আমার মত একটি পদ্মরাণী পেয়েচে নাকি?

আর একটি নূতন খপর। আমার বন্ধু হেমন্তের এইবার বিয়ে হয় বুঝি। নবদ্বীপের কাছে কি একটি গ্রাম আছে; সেখানে তাঁহার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে, মেয়েটির নাম উষা। বেশ নামটি নয়? নামটিও যেমন লোকটিও তেমনি। হেমন্ত লিখিয়াছে, সে দেখ্তে অতিশয় সুন্দরী; আর তার স্বভাব খুব ভাল; লিখ্তে পড়তে বেশ জানে। তার বাপ একজন খুব বড়লোক। তার ভাই নাকি শুনিলাম বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কোথায় চলে গেছে।

আর আজকের মত থাকুক; তোমার জন্য একখানি বই পাঠাই। অবসর মত পড়িও। আমি ভাল আছি। তোমার———

পত্র পাঠ সাঙ্গ হইল। প্রতিভা পদ্মের মুখের পানে চাহিল। পদ্ম কি ভাবিতেছে। খানিক পরে পদ্ম বলিল, "আমি তাঁর কাছে যাব, কি বলিস, পিতি" ? পিতি উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই"।

পদ্মের মুখে আবার হাসি আসিল, বলিল, "এখন তোর কথা বল্ দেখি, শুনি। না, আগে তোকে পুরস্কার দি ; একটি কীল, না হয় একটী চুমু ; কোনটি চাস্, শিগ্‌গির বল্।"

প্রতিভা। তোমার এ দুইয়ের এক দর বুঝি ?

পদ্ম হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "সকলের কাছে নয়, দু এক জন ছাড়া।"

প্রতিভা। না ভাই আমি আর কীল খেতে পারব না।

পদ্ম আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রতিভার মুখখানা দু হাতে ধরিল এবং সস্নেহে একটি চুম্বন করিয়া বলিল, "বল্, এখন তোর ললিতের কথা বল্।"

প্রতিভার মুখ লাল হইয়া উঠিল ; এ পর্য্যন্ত কাহাকেও সে ললিতের নাম বলে নাই, পদ্ম জানিল কেমন করিয়া ?

পদ্ম তাহা দেখিতে পাইল ; বলিল, "নেকা মেয়ে, কিছুই যেন জানেন না, দাঁড়াত মজা দেখাই।" এই বলিয়া আঁচলের খুঁট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিল, "দেখ দেখি কার লেখা ?" প্রতিভা চাহিয়া দেখিল সেই কাগজের ৫।৬ স্থানে তাহার স্বহস্তে লেখা আছে, "ললিত ও প্রতিভা"। প্রতিভার মুখ আরও লাল হইয়া উঠিল। পদ্ম তখন আর একবার প্রতিভার বদন চুম্বন করিয়া বলিল, "বল্‌না কেন, আমার কাছে লজ্জা কি ? আমি তোর বড়দিদি হই।"

প্রতিভা তখন আনুপূর্ব্বিক সব খুলিয়া বলিল। তাহারা কমলপুরে কত সুখে ছিল ; উষা প্রতিভার সই, তাহাদের দুজনার কত ভাব, কত ভালবাসা ; ললিত প্রতিভাকে পড়াইত ; তাহার পর প্রতিভা ললিতকে ভাল বাসিল ; প্রতিভার মা মরিয়া গেলেন ; পিতা গৃহত্যাগ করিলেন,

ললিতের সহিত ললিতের পিতার ঝগড়া হইল, ললিতও বাটী পরিত্যাগ করিল; তাহার পর প্রতিভা কলিকাতায় আসিল; সেই অবধি সে ললিতের কোন সংবাদ পায় নাই। এ সব প্রতিভা খুলিয়া বলিল। পদ্ম মুখে যাহাই বলুক, যতই 'দুষ্টু' হউক, তাহার হৃদয়টি অতি কোমল: প্রতিভার কথা শুনিতে শুনিতে তাহার নয়ন দুটি জলে ভাসিয়া গেল আবার একটি দুঃখ আসিয়া পদ্মমুখীর হৃদয় অধিকার করিল।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পথে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া ললিত মলিনাকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। কলিকাতায় ললিতের খুল্লতাত থাকিতেন। ইঁহার নাম কৃষ্ণদয়াল বাবু, কলিকাতার একজন প্রধান ডাক্তার। কৃষ্ণদয়াল ও হরিদয়াল উভয়ে ঠিক বিপরীত ভাবাপন্ন লোক ছিলেন। হরিদয়াল কৃপণ, কৃষ্ণদয়াল অমিতব্যয়ী। হরিদয়াল গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কাহারও সহিত বড় একটা মিশিতেন না। কৃষ্ণদয়াল ঠিক তাঁহার বিপরীত। গাম্ভীর্য্য কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না। আমোদ প্রমোদে সর্ব্বদা রত থাকিতে ভাল বাসিতেন, এবং সকল প্রকার লোকের সহিত খুব মিশিতে পারিতেন। কৃষ্ণদয়ালের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মাথার মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ টাক থাকায়, মস্তকের চুল অতিশয় কম হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু যেগুলি ছিল, সেগুলি অতিশয় যত্নে রক্ষিত হইত। দেখিতে খুব মোটা সোটা, বর্ণ গৌর ও অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারও স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় তিনিও আর বিবাহাদি করেন নাই। সন্তানাদিও কিছু ছিল না। ললিত যখন মলিনাকে লইয়া তাঁহার বাড়ী প্রবেশ করিল, তখন তিনি একটি 'পার্টি' হইতে প্রত্যাগত হইয়া পোষাক ছাড়িতেছিলেন। তাঁহার চাকর তাঁহার সহায়তা করিতেছিল। ললিতকে মলিনবস্ত্রে গৃহমধ্যে হঠাৎ প্রবেশ করিতে

দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, “বাহিরে যাও বাবা, ও পোষাকে এ ঘরে ঢুক্‌বার হুকুম নাই।” তাহার পরে চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, “হা হা; বাবাজী যে! তুই এখানে কি ক’রে এলি?” ললিত সংক্ষেপে আপন বৃত্তান্ত বলিল।

কৃষ্ণদয়াল। দাদা তোকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন? হা হা! আহার যোগাতে আর পাল্লেন না বুঝি?

ললিত। না, আমি আপনা থেকেই চ’লে এসেছি।

কৃষ্ণ। বেশ করেচিস্, আমি তোকে দেখে ভারি খুসী হয়েছি। তুই আমার এখানে থাক্, দাদার কাছে আর যেতে হবে না। ওহো, তুই এরি মধ্যে এত বড় হয়েছিস্? বেশ বেশ, তুই আমার এখানে থাক্, তোর শরীর খানা তৈয়ার কোরে দেবো। ছি ছি, তোর গায়ে যে দেশ সুদ্দ মলা রে; কাপড় ময়লা, চাষার মত পা! তুই সেখানে লাঙ্গল দিতিস না কি রে? হ’রে—

হরি কাপড় গোছাইয়া রাখিতেছিল, ধীরে ধীরে মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে কাছে আসিল। তাহার পরণে কালাপেড়ে ধুতি, গলায় মালার গোছা, মুখে পান; আসিয়া বাবুর কাছে দাঁড়াইল। বাবু বলিলেন, “দেখ্ হ’রে, এই বাবুর পানে তাকা।” হ’রে ললিতের পানে ক্ষুদ্র ধূর্ত্ততাপূর্ণ নয়ন দুটি প্রেরণ করিল। বাবু আবার বলিলেন, “দেখ্ হ’রে আমার ভাইপো; বুঝে সুঝে কাজ ক’রো বাপু। কাল সকালে একে পরিষ্কার করা চাই; আমার ভাইপো, বুঝ্‌লিরে?

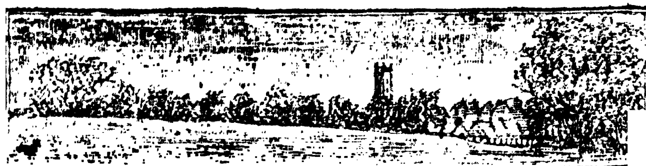
হ’রে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, ‘তা বাবু, দুখানা রিমেলের সোপ লাগিবে। শরীর ত নয়, এযে গড়ের মাঠ বাবু!’ কৃষ্ণদয়াল হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ললিতও একটু হাসিল। চাকর প্রস্থান করিল। কৃষ্ণদয়াল তাহার পর মলিনার পানে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “ওমেয়েটি আবার কে রে?”

ললিত। ওটি একটি গরিবের মেয়ে, পথে কুড়াইয়া পাইয়াছি। ও যে বুড়ীর কাছে থাকিত, সে উহাকে মারিয়া ফেলিবার যোগাড় করিয়াছিল। আমি তাই উহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। মেয়েটি বড় ভাল; ওকে আমি লেখা পড়া শিখোবো।

কৃষ্ণ। তাই ত, ওর মুখখানা ত বেশ দেখ্‌চি; এসগো, কাছে এস দেখি।

মলিনা লজ্জায় মুখ নামাইয়া এক পা এক পা করিয়া কাছে গেল। কৃষ্ণদয়াল অনেকক্ষণ দেখিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "অসম্ভব, ইহার গায়ের ময়লা একদিনে তোলা অসম্ভব। যাহা হউক ইহারও কাল গতি করতে হবে। হ'রে, ঝিকে ডেকে দেত রে।" হ'রে ঝিকে ডাকিতে গেল। কৃষ্ণদয়াল পথশ্রান্ত আগন্তুকদিগকে আর অধিকক্ষণ নিকটে রাখা অন্যায় বিবেচনা করিয়া বিশ্রামার্থ পাঠাইয়া দিলেন।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মলিনা যাহা চাহিয়াছিল সবই হইয়াছে, কেবল একটি হয় নাই। সে ভাবিয়াছিল, ললিত ও সে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিবে, সে ললিতকে ভাত রাঁধিয়া দিবে, ললিতের বিছানা করিয়া দিবে, ললিতের সেবা শুশ্রূষা করিবে; কিন্তু তাহা হইল কই? মলিনা ললিতের জন্য এখানে কিছুই করিতে পায় না, এই মলিনার মহা দুঃখ। ভাত রাঁধিবার জন্য লোক নিযুক্ত আছে, বিছানা পাড়িবার জন্য দাসদাসী আছে, সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য লোকের অভাব নাই; মলিনা কিছুই করিতে পায় না। ইহা মলিনার ভাল লাগিল না। সে লেখা পড়া করিত আর ভাবিত, "এমন হইল কেন? আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা হইল কই? দাসদাসীতে আমার প্রয়োজন কি? ভাল বস্ত্র অলঙ্কার কিসের জন্য? এরা সব আমার জন্য খাটে কেন? ইহাতে যে আমার কত লজ্জা হয়, তাহা ত তারা বুঝেনা। এমন কেন হইল?" সন্ধ্যার প্রাক্কালে একদিন মলিনা নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া এই কথা ভাবিতেছিল, এমন সময় ললিত আসিলেন। ললিত আসিয়া মলিনার পাশে বসিয়া বলিলেন, "মলিনা কি ভাবিতেছ? কেন, এখানে থাকিতে কি কিছু অসুবিধা হচ্ছে? বল না?" মলিনা এতদিন কিছু বলে নাই, আজ স্পষ্ট বলিল, 'হচ্ছে।'

ললিত। কি বল না ?

মলিনা। তোমার জন্য খাটতে পাই না। আমি তোমার জন্য কিছু কাজ করিতে পাই না কেন ?

ললিত সাদরে মলিনার হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন, "যাও ; এর জন্য তুমি ভাব কেন ? তোমার পড়া তৈয়ার হয়েছে ?"

মলিনা। হয়েচে।

"আচ্ছা, আমি এখন বেড়াতে যাচ্চি, এসে পড়া নেব।" এই বলিয়া ললিত আর একবার সস্নেহ দৃষ্টিতে মলিনার মুখ পানে চাহিয়া উঠিয়া গেলেন। মলিনার প্রাণে কিসের তরঙ্গ উথলিতেছিল, তাই মলিনার চক্ষুদুটি জলে ভরিয়া আসিল। মানব হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে কত গভীর ভাবই লুক্কায়িত থাকে, তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কি জানি প্রাণের কোন্ অনির্দ্দিষ্ট স্থানটি সহসা আলোড়িত হইল। নয়ন দুটি নিঃশব্দে তাহা জ্ঞাপন করিল। এ নীরব ভাষা, এ মুহূর্ত্তব্যাপিণী কার্য্যপরম্পরার রহস্য কে উদ্ভেদ করিবে ? মলিনা কেন কাঁদিল, কে বলিবে ?

তাহার পরদিন হাটখোলায় বোসেদের বাড়ী কৃষ্ণদয়াল বাবুর বাড়ী শুদ্ধ নিমন্ত্রণ ছিল। বাড়ীর মেয়ে ছেলের মধ্যে মলিনা। মলিনার নিমন্ত্রণে যাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কৃষ্ণদয়াল তাহা শুনিলেন না। সুতরাং অগত্যা মলিনাকে যাইতে হইল। সামান্য বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, মলিনা একটি দাসী সঙ্গে লইয়া বোসেদের বাড়ী গেল। বোসেদের বাড়ী লোকারণ্য, চারিদিকে কোলাহল। মেয়েতে মেয়েতে ঘর বোঝাই হইয়াছে। মলিনা পূর্ব্বে কখনও একত্রে এত স্ত্রীলোকের সমাগম দেখে নাই, দেখিয়া অবাক্ হইল। বেশভূষা পরিচ্ছদেরই বা বর্ণনা কে করিবে ? সেই স্বর্ণ-হীরকাদি-বিভূষিতা স্বর্ণ-হীরক-খচিত বহুমূল্যবান্ বসন-পরিধানা রমণীকুলের মধ্যে মলিনা একা কেবল

সামান্য-বস্ত্র-পরিধানা। রমণীদের মধ্যে কেহ তাহাকে একটি কথাও কহিল না। রূপ-যৌবন-গর্ব্বিতা সালঙ্কৃতা রমণী, সামান্য-বস্ত্র-পরিধানা একটি বালিকার সহিত কথা কহিবে কেন? ইহাতে যে মানের খর্ব্বত আছে। সে যাহা হউক, মলিনার পক্ষে ইহা একপ্রকার শুভকর হইল যে মুখ ফুটিয়া ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিবে না, তাহার পক্ষে, কেহ যে তাহার সহিত কথা না কয়, সেই ভাল। যে কক্ষে রমণীকুলের সমাবেশ, সেটি একটি প্রশস্ত কক্ষ; উত্তমরূপে সজ্জিত। মলিনা কক্ষের একটি কোণে একটি খট্টার উপর চুপ করিয়া বসিয়া, কথা-বর্ত্তা শুনিতে লাগিল। ১০।১২টী করিয়া রমণী এক একটি দল বাঁধিয়া বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। বর্ষীয়সীদের একটি দল প্রৌঢ়াদের একটী দল, যুবতীদের একটি দল, বালিকাদের একটি দল। মলিনা যুবতীদের দলের নিকট বসিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'তোমার স্বামী তোমাকে কেমন ভাল বাসেন?' "তিনি কটা পাস দিয়াছেন?" 'তোমার কয়খানা বারাণসী শাড়ী আছে?' 'তোমার চূড়ীর দাম কত?' 'তোমার কাণবালা শ্বশুর দিয়াছেন, না তোমার বাবা দিয়াছেন?' 'আমার শ্বশুর খুব বড় লোক,' ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় সেই কক্ষের মধ্যে আর দুটি রমণী প্রবেশ করিলেন। একটী পূর্ণ যুবতী, আর একটি এখনও বালিকা। মলিনা সেই অল্পবয়স্কার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাঁহার রূপে ঘর আলো করিয়াছে। তেমন সুন্দর রূপ মলিনা ইহার পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। যতগুলি রমণী ছিলেন, সকলেরই কিছুক্ষণের জন্য কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল। সকলেই অনিমেষ লোচনে সেই অতুলনীয় রূপরাশি দেখিতে লাগিল। বালিকার যদিও অলঙ্কারের আড়ম্বর বেশী ছিল না, কিন্তু যে কয়েকখানি ছিল, তাহা বহুমূল্য। বালিকা ধীরে ধীরে তাঁহার যুবতী বয়স্যার হাত ধরিয়া গৃহের

এক প্রান্তে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহারা অন্য কোন দলে মিশিলেন না। ইতিমধ্যে একটি রমণী মলিনার নিকট আসিয়া বসিলেন। মলিনার পানে দু একবার দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার পর নিকটস্থ একটি রমণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হ্যা দেখ, বোন আজ কাল ছোট লোকের মেয়ের কি আস্পদ্ধা হয়েচে।" তাহার পর উঠিয়া গিয়া তাহার কাণে কাণে, মৃদুস্বরে, অথচ মলিনা শুনিতে পায়, এমন করিয়া বলিলেন, "দেখ বোন, এই মেয়েটা নিশ্চয় কোন ঝির মেয়ে টেয়ে হবে, ওর আস্পর্দ্ধা দেখ দেখি, ও আমাদের সঙ্গে খাটের উপর বসিতে চায়।" তিনিও উত্তর করিলেন, "ছোট লোকের আস্পর্দ্ধার কথা আর কেন বল বোন, হাড় মা'স জ্বলে গেল।" মলিনা সব শুনিতে পাইল, লজ্জায় তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি খাট হইতে নামিয়া নবাগতা দুটি রমণী যেখানে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট গিয়া বসিল। সেখানে গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। আবার যদি তাহারা অপমান করে? তাহার চক্ষু দিয়া দু ফোঁটা জল পড়িল। হা বিধাতঃ! গরিবের উপর সকলে এত নির্দ্দয় কেন?

বালিকাটি তাহা দেখিতে পাইল। এই রমণী দুটি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা প্রতিভা ও পদ্ম। প্রতিভা মলিনার চক্ষে জল দেখিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "হাগো, তুমি কাঁদ্‌চ কেন?" তাহার উপর রমণীদের দৃষ্টি পতিত হওয়ায় মলিনা আবার সেখান হইতে উঠিবার উদ্যোগ দেখিতেছিল। কিন্তু প্রতিভার করুণ স্বর ও তাহার স্নেহমাখা দৃষ্টি দেখিয়া সে একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "না, কাঁদি নাই।" পদ্ম বলিল "হ্যা, কাঁদছিলে বই কি? ওই আবাগীরা কিছু বলেছে বুঝি? মর মর্ মাগীরা যেন ধরাকে সরা দেখে। দাঁড়াত পিন্তু, ওদের আমি বলে আসি।" প্রতিভা বলিল, "না ভাই, আর ব'লে কাজ নাই, চল

আমরা বাহিরে একটু বেড়িয়ে আসি।" এই বলিয়া প্রতিভা মলিনাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে গেল।

ঘোষেদের অন্দরের ভিতর একটি সুন্দর পুষ্করিণী ছিল। তাহারা তাহার ঘাটে গিয়া বসিল। ঘাটের দুই ধারে দুটি বৃহৎ বকুল গাছ। তাহারা গাছের ছায়ায় ইষ্টকাসনে উপবেশন করিল। প্রতিভা মলিনার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিল। সেই বেলা দুই প্রহরের সময়, পদ্ম ও প্রতিভা বকুল ছায়ায় বসিয়া মলিনার বিষাদ কাহিনী শ্রবণ করিতে লাগিল। ক্রমে বেলা অতীত হইয়া গেল, আহারের সময় অতীত হইল, তথাপি তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। পদ্মর চক্ষু দিয়া অবিরলধারে জল পড়িতেছে, প্রতিভা এক একবার মুখ ফিরাইয়া নয়নধারা বস্ত্রাঞ্চলে মুছিতেছে। এমন সময়ে বাড়ীর গিন্নি আসিলেন, বলিলেন, "হ্যাগো ভাল মানুষের মেয়েরা, বেলা কি আছে? খেতে দেতে হবে না? আমি তোমাদের খুঁজে খুঁজে কোথাও না পেয়ে শেষে এইখানে আসচি, উঠ উঠ শিগ্গির উঠ; আর আর মেয়েরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।" এই বলিয়া গিন্নি আবার দ্রুতগতিতে চলিয়া গেলেন। তাহারা সকলে উঠিল, প্রতিভা বলিল, "পদ্ম তুমি একটু আগে যাও, আমরা পরে যাচ্চি।" পদ্ম চলিয়া গেলে, প্রতিভা মলিনার হাত দুটি ধরিয়া ছল ছল নেত্রে বলিল, "ভগিনি, তুমি আমার একটি অনুরোধ রাখিবে?" মলিনা অতি সহজেই বলিল "তা আর রাখিব না কেন?"

প্রতিভা। আমার অলঙ্কার পরিতে বড় ইচ্ছা নাই, আর ইচ্ছা থাকিলে অভাবও হইবে না। ভগিনি, আমি যদি আমার এই সামান্য অলঙ্কারগুলি তোমার অঙ্গে পরাইয়া দি, তুমি কিছু মনে করিবে কি? ভগ্নী কি ভগ্নীকে উপহার দেয় না?

মলিনা কি বলিবে অবাক্ হইয়া রহিল। মলিনা তখন আর এক

জনের কথা ভাবিতেছিল। আর একজন তাহাকে এই প্রকার স্নেহ-চক্ষে দেখিয়াছে। প্রতিভা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গাত্রের অলঙ্কার গুলি সমস্ত মোচন করিল। এক এক করিয়া সমস্ত গুলি পরাইয়া দিল। তাহার পর বলিল, "এইবারে চল, যাওয়া যাক্; তোমাকে বেশ দেখাচ্চে।" মলিনা বলিল, "তোমাকে লোকে কি বলিবে?"

প্রতিভা। যা বলে বলুক, চল। আমাদের দেরী হইতেছে দেখিয়া পদ্ম আবার ডাকিতে আসিতেছে।

এই বলিয়া উভয়ে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা ৬টার সময় মলিনা বাড়ী আসিল। ললিত বেড়াইতে বাহির হইবে বলিয়া সাজসজ্জা করিয়া গৃহ মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। মলিনা প্রতিভা-দত্ত অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া ললিতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল "আমাকে চিনিতে পারিতেছ?" ললিত মলিনাকে কখনও অলঙ্কার পরিতে দেখে নাই, আজ অলঙ্কার পরাতে মলিনার সৌন্দর্য্য যেন দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ললিত বলিল, "তাই ত, তোমাকে এমন করিয়া সাজাইল কে?"

মলিনা। তোমার মত আর একজন পাইয়াছি, তোমার মত সেও আজ আমাকে খুব ভাল বাসিয়াছে।

ললিত। আমি তোমাকে ভাল বাসি, কে বলিল?

মলিনা। কি জানি, আমার ত বোধ হয় তুমি ভিন্ন আর কেউ আমাকে ভাল বাসে না। আর একজন বাসিয়াছে।

ললিত। তার নাম কি?

মলিনা। প্রতিভা।

ললিত। প্রতিভা! প্রতিভা! কোন্ প্রতিভা?

মলিনা। তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব? তোমার প্রতিভা বলিয়া কাহারও সহিত আলাপ আছে নাকি?

ললিত। আচ্ছা তার বয়স কত ?

মলিনা। আমার চেয়ে কিছু বড় হবে। এমন রূপ আমি আর কা'রও দেখি নাই।

ললিতের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, শিরায় শিরায় রক্ত বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ললিত আবার মলিনাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহার বাড়ী কোথায় ?"

মলিনা। এই কলিক তায় শ্যামবাজারে কামাখ্যা বাবুর বাড়ী।

ললিত বেগে বাহির হইল। মলিনা সেইখানে বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ললিতের আজ পূর্ব্বস্মৃতি সব জাগিয়া উঠিয়াছে আজ তাহার হৃদয় পূর্ণ, তাহার প্রাণ উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের ন্যায় তরঙ্গায়িত। প্রতিভা কলিকাতায়! যে প্রতিভা ললিতের শৈশব সহচরী, যে প্রতিভা ললিতের প্রাণের প্রাণ, যে প্রতিভা ললিতের অন্ধকারের আলো, বিষাদের হাসি, নিরাশার ধ্রুবতারা, সেই প্রতিভা আজ কলিকাতায়। এমন একটি দিন প্রায় নাই, যেদিন ললিত প্রতিভার কথা ভাবে নাই; এমন একটি রজনী নাই, যে রজনীতে শুইয়া শুইয়া ললিত প্রতিভার জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নাই। ললিত কত যন্ত্রণায় পড়িয়াছে। প্রতিভার মুখ স্মরণ করিয়া সে যন্ত্রণার কষ্ট ভুলিয়াছে; কত বিপদে পড়িয়াছে, প্রতিভার প্রেমময় মুখখানি মনে করিয়া সে বিপদে বল পাইয়াছে; শোকে ম্রিয়মাণ হইয়াও প্রতিভাকে মনে করিয়া সুখ পাইয়াছে। যখন গভীর নিশীথে ললিত একাকী অন্ধকারে মাঠে শুইয়া থাকিত, আকাশের তারাগুলি নীরবে জ্বলিত, ফুটিত, নিবিত, তখন ললিত দেখিতে পাইত যেন তাহাদের মধ্য হইতে প্রতিভার উজ্জ্বল চক্ষু দুটি তাহার পানে চাহিয়া আছে। যখন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের উত্তাপে ক্লান্ত হইয়া ললিত বৃক্ষ ছায়ায় শয়ন করিয়া থাকিত, তখন যেন প্রতিভা আসিয়া তাহার হৃদয়ে শান্তি বারি ঢালিত, তাহার

পরিচর্য্যা করিত। সেই প্রতিভা আজ কলিকাতায়! এই ভাবিতে ভাবিতে ললিত হেদুয়ার ভিতর প্রবেশ করিল।

সুন্দর হেদুয়ার চারিধারে সারি সারি কামিনী বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। তাহার পর সুন্দর গোলাকার পথ, তাহার পার্শ্বে সুপারি বৃক্ষের শ্রেণী। স্থানটি অতি মনোহর, প্রকৃতির নিভৃত নিকুঞ্জ। কত লোক সেখানে বেড়াইতে আসিয়াছে। ইষ্টক নির্ম্মিত আসনে নানা স্থানে নানা প্রকারের লোক উপবেশন করিয়া আছে। কোথাও স্কুলের ছাত্রমণ্ডলী একত্রে বসিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার রঙ্গ রসের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। মাষ্টারের কুৎসা হইতেছে, নিদ্রাতুর পণ্ডিতের নিদ্রা ভাঙ্গাইবার কৌশল বাহির হইতেছে। কোথাও বা বৃদ্ধেরা একটি স্থানে উপবিষ্ট হইয়া নস্য লইতে লইতে সাংসারিক নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। কোন স্থানে দুইটি কালেজের ছাত্র একত্রে বসিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছেন। কোন স্থানে ছোট ছোট বালক বালিকারা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। কত ছাত্র গলা ধরাধরি করিয়া বেড়াইতেছে এবং "আপনার ও পুস্তকের কতখানি পড়া হইল ?" "আপনি কতখানি রাত্রি পর্য্যন্ত পড়েন ?" "আপনারা মশায় ভাল ছেলে, আপনাদের পাশের ভাবনা কি ?" ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রকার কথোপকথন হইতেছে। দুই একটি বৃদ্ধ ডাক্তারের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সন্ধ্যা ভ্রমণের নিমিত্ত আসিয়াছেন। পা চলে না, তবুও বেড়াইতে ছাড়িতেছেন না। হেদুয়ার কাল জল ধীর সমীর ভরে ঈষৎ কাঁপিতেছে। গাছে গাছে শত শত কাক কা কা রবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে।

ললিত এ সকল কিছুই দেখিলেন না। দক্ষিণ দিকে একটি ইষ্টকাসন শূন্য ছিল, সেই খানে গিয়া উপবেশন করিলেন। ক্রমে

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, নগর গ্যাসালোকে সুসজ্জিত হইল। আলোক রেখা হেদুয়ার জলে আসিয়া পড়িল, এবং সেই নিবিড় কৃষ্ণ তরঙ্গায়িত জলের উপর সেই চঞ্চল আলোক রেখার খেলা অতি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া, যাঁহারা বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অবশিষ্ট যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে উঠিয়া গেলেন। স্থানটি নিস্তব্ধ হইল, ললিতের চিন্তা করিবার সুযোগ আরও বৃদ্ধি হইল। ললিত ভাবিতে লাগিলেন, "ভালবাসি তাহাতে লজ্জা কি? প্রতিভার সহিত দেখা করিতে লজ্জা কি? প্রতিভা যদি চিনিতে না পারে, কতদিন তাহার সহিত দেখা হয় নাই, সে যদি ভুলিয়া গিয়া থাকে, তবে কি করিব? আমি যেমন দিবস শর্ব্বরী প্রতিভার স্মৃতি বুকে ধরিয়া আছি, সে কি তাহা করিয়াছে? করিবে কেন? হয়ত কত যুবক আজ তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। রূপে গুণে মানে আমা অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ কত যুবা আজ তাহাকে হয়ত বিবাহ করিতে উদ্যত। তাহার কি আর ললিতকে মনে আছে? শৈশবের যে ঘটনাগুলি অতি সামান্য হইলেও আমার সুখের একমাত্র উৎসস্বরূপ, যে কথাগুলি অপরের নিকট অতি তুচ্ছ হইলেও আমার অতিশয় আদরের বস্তু, সে ঘটনা গুলি, সে কথাগুলি, কি প্রতিভার মনে আছে? সেই কমলপুরের গঙ্গাতীরে এক সঙ্গে ভ্রমণ, সেই বাগানে ফুলের মালা গাঁথা, সেই সন্ধ্যা আকাশের তলে বসিয়া উপকথা বলা, প্রতিভার কি মনে আছে? ... ... আমি কে? আমি আজ পথের ভিখারী বলিলেও হয়। গৃহ হইতে বহিষ্কৃত, অপমানিত। যদিও প্রতিভা তখন আমাকে ভাল বাসিত, এখন কি আমার এ অবস্থা শুনিয়া ভাল বাসিবে? পথের কাঙ্গালীকে কে ভাল বাসিবে? কেন ভাল বাসিবে? আমি স্বার্থপর, তাই তাহার ভালবাসা খুঁজিতেছি। আমি

ভাল বাসিব, বেশ করিব, তাহার আমাকে ভাল বাসিয়া কাজ নাই ভাল বাসিয়াই ত সুখ, ভাল বাসার প্রতিদান যে চায়, সে ত স্বার্থপর। ... ... কাল প্রতিভাকে দেখিতে যাইব, তাহাতে আবার লজ্জা কি? কোন দোষের কাজ করিলেই ত লজ্জা হয়। ভালবাসি, ইহাতে আমার কি দোষ? প্রতিভা যদি অপর কাহাকে ভাল বাসিয়া থাকে, বাসুক না কেন? আমার তাহাতে কষ্ট হইবে কেন? পৃথিবীতে এমন কি আছে, যাহা আমার ভাল বাসার অন্তরায় হইবে? ... ... কিন্তু উঃ, তাহা কি পারিব? প্রতিভা অপরকে ভাল বাসিবে, অপরকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিবে তাহা কি দেখিতে পারিব? ... ”

রাত্রি অনেক হইল, চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া আসিল; মাঝে মাঝে দূরে এক একখান গাড়ীর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। দীঘির জলে সেই প্রকার আলোক রেখা এখনও ঝিকিমিকি করিতেছে। গাছের ছায়া জলে পড়িয়াছে। নিকটস্থ একটি প্রাসাদ হইতে একটি পিয়ানোর সুর ধীরে ধীরে সমীরণ পথে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ললিতের আবার সেই ভ্রম জন্মিল। “এ সব স্বপ্ন, না সত্য? আমি কোথায়? আমি কে? এ সব স্বপ্ন, না সত্য? স্বপ্ন হয় হউক, ক্ষতি নাই। প্রতিভা কি স্বপ্ন-রাজ্যের কল্পনা? এ পৃথিবী কি কেবল ছায়া?”





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যদি একজন আর একজনকে খুব ভালবাসে, অথচ সে তাহার ভালবাসার প্রতিদান পাইয়াছে কি না জানে না, সে যখন বহুদিন অদর্শনের পর আপনার প্রিয়জনকে দেখিতে যায়, তখন তাহার মন নানা প্রকার সন্দেহে দোলায়মান হইতে থাকে। সে এক পা অগ্রসর হয়, আর থামে, ভাবে, যাইব কিনা? সে আমাকে কি বলিবে? সে যদি ঘৃণা করে, সে যদি চিনিতে না পারে, তবে আমি কি করিব? তাহার একবার হর্ষে, একবার বিষাদে, একবার নিশ্চয়ে, একবার সন্দেহে, একবার আশায়, একবার নিরাশায় চিত্ত ভাসিতে থাকে। ললিতের আজ তাহাই হইয়াছে। সে আজ প্রাতঃকালে প্রতিভার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছে। তাহার মুখে হাসি নাই, বুকে যেন বল নাই, চরণ যেন চলিতে চায় না। কতবার ললিত পথপার্শ্বে দাঁড়াইল, কতবার মনে ভাবিল, "আজ যাইব না, আর একদিন না হয় যাইব।" আর একবার ভাবিল, "সাক্ষাৎ করিবারই বা আবশ্যক কি, একদিন না হয় লুকাইয়া দেখিয়া আসিব।" আবার ভাবিল, "না, চোরের মত দেখিতে যাইব কেন?" এই প্রকার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ললিত অবশেষে কামাখ্যা বাবুর বাটীর নিকট উপস্থিত হইল। বুক দুরুদুরু কাঁপিতেছে, শরীর যেন অবসন্ন। কামাখ্যা বাবুর প্রকাণ্ড বাড়ী; সম্মুখে

এক প্রকাণ্ড গেট। ললিত গেটের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। একজন বিপুল শ্মশ্রুধারী দীর্ঘকায় দারোয়ান বসিয়া আছে। ললিতকে গেটের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁহা যাগা বাবু?" ললিত কি বলিবে ঠিক করিতে পারিল না, মহা বিপদেই পড়িল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বিধু চাকরাণী সেই খানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "ললিত বাবু! এস এস, অনেক দিনের পর তোমাকে যে দেখ্‌চি, বাড়ীর সব ভাল ত?" ললিত "হ্যাঁ" বলিয়া গেট ত পার হইল। দারোয়ান বিধুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঝি বাবুটি কেগো?' বিধু একটু একটু হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার বাবুর নাত জামাই।" দারোয়ান শশব্যস্তে উঠিয়া ত ললিতকে এক সেলাম দিল। ললিত বিধুর কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পাইল। তাহার পর বিধু ললিতকে বলিল, "তুমি যাহাকে খুঁজিতেছ, সে এই দিকে আছে, যাও। আহা, সেও আজ তোমাকে দেখিয়া বাঁচিবে।"

ললিত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই দিকে গেলেন। দু ধারে যুঁই ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। সূর্য্যকিরণে শিশির-বিন্দু মুক্তা ফলের ন্যায় জ্বলিতেছে। মাঝে মাঝে দু একটী শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর বৃক্ষলতা শোভা পাইতেছে। ললিত এ সব দেখিলেন না, যাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন তাহাকে দেখিবার নিমিত্তই নয়ন উৎসুক। ঐ যে সম্মুখে! যাহাকে খুঁজিতে ছিলেন, সেই ত সম্মুখে! ঐ যে নিবিড় কৃষ্ণ কেশদাম পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া রহিয়াছে! ঐ যে তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ বর্ণ প্রাতঃসূর্য্য-কিরণে প্রতিফলিত হইতেছে! ঐ যে সুন্দর আনত মুখখানি! ঐ যে সুনির্ম্মল আনত দুটি নয়নপল্লব! প্রতিভা ললিতের আগমন বুঝিতে পারে নাই। দুটি সুন্দর শিশু তাহার কোলে বসিয়া কত কি কথা বলিতেছিল। একজন বলিতেছিল, "পিতু দিদি,

সরোকে কোলে নিয়না ত, ও ভারি দুষ্টু।” সরো আপনার উপর অযথা দোষারোপ শুনিয়া দোষ ক্ষালনের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা পাইতেছে। সে পিতু দিদির মুখ আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চম্পককলিসদৃশ অঙ্গুলি দ্বারা নাড়িতে নাড়িতে বলিতেছে, “না না, পিতু দিদি, আমি দুষ্টু ছেলে ত নই। তুমি আমাকে কোলে নেবে না?” প্রতিভা বলিল, “নোবো বই কি।” তাহাতে অপর পক্ষ কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইল। যাহা হউক নিজের মর্য্যাদাটুকু ত বজায় রাখা চাই। সে অমনি বলিল, “আমাকে”? প্রতিভা উত্তর দিল “তোমাকেও নোবো।” তাহাতে সে খুব সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর দিল, ‘বেশ’। এমন সময় প্রতিভা একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল ললিত! লজ্জায় তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। কি বলিবে, কি করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। অনেক দিনের পর ললিতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। কত কি কথা বলিবার আছে। ললিতের জন্য কত কাঁদিয়াছে, কত বার ভাবিয়াছে। ললিতকে দেখিতে কতবার মনে মনে সাধ হইয়াছে। সেই সব কথা বলিবে? ছিছি, তাহাও কি বলিতে পারা যায়! প্রতিভা ভাবিল জিজ্ঞাসা করি, ‘ভাল আছ?’ তাহাও মুখে আটকাইয়া গেল। মহা বিপদ! প্রতিভা ভাবিল, আমার প্রাণের কথাগুলি ললিতের কাছে রাখিয়া আমি যদি একবারে অদৃশ্য হইতে পারিতাম, তাহা হইলে খুব ভাল হইত। কিন্তু তাহা হইবার নয়; কথাও বাহির হইল না। ললিতও কথা কহিতে তেমনি মজবুত! এ পর্য্যন্ত মুখ দিয়া তাহারও একটি কথা ফুটে নাই। ললিত ভাবিল, “কি বিপদ, আমি মাঠে ঘাটে হেদুয়ার ধারে মনে মনে কত কথা বলিতে পারি। এখানে যে একটা কথাও বাহির হয় না দেখচি! যা হ’লো।” এই প্রকার নীরবে প্রায় ৫।৭ মিনিট কাটিয়া গেল, বিপদের হ্রাস না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে ললিত অনেক কষ্টে কথা বাহির করিল। বলিল

'প্রতিভা, অনেক দিনের পর আজ তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি বেশ ভাল আছ?'

প্রতিভা ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'আছি'। কিন্তু সরে বলিয়া উঠিল, "না না, পিতু দিদি ভারি কাঁদে; আমি ত মারি না।"

আর একজন চুপ করিয়া থাকিবে কেন? সে বলিল, "না না, বিধু ব'লেছিল, পিতু দিদির বিয়ে হয় নাই ব'লে কাঁদে।"

যা সর্ব্বনাশ—দুটো ছেলেতে প্রতিভাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিল। প্রতিভার মুখ আরও লাল হইয়া উঠিল। প্রতিভা ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল, 'আমি যাই'।

ললিত বলিলেন—"প্রতিভা আমি তোমাকে মাঝে মাঝে দেখিতে আসিব, তাহাতে তোমার আপত্তি আছে কি?"

প্রতিভা। না, এসো।

ললিত। আর একটি কথা, তোমার কোথাও বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে কি?

প্রতিভা একবার ললিতের মুখপানে তাকাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "না।" সে দৃষ্টি যেন ললিতকে ভৎসনা করিল, যেন বলিল, "তুমি কি জাননা? আমার আবার বিবাহের সম্বন্ধ কি?"

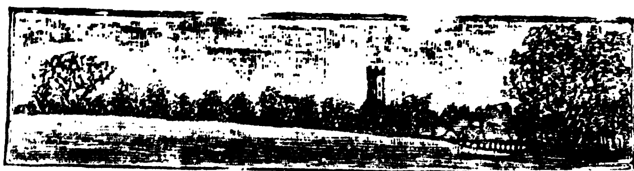
এই খানেই কথা শেষ হইল। প্রতিভা ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

এ কি প্রকার সাক্ষাৎ? অনেক দিনের পর প্রণয়ী-যুগলের দেখা হইল। প্রাণের কত কথা, কত গভীর বেদনা, কত শোকের উচ্ছ্বাস উভয়ে উভয়ের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবে; তা নয়, কেবল দু দণ্ড চুপ করিয়া থাকা, দুটি ফাঁকা কথা, এই লইয়া প্রেমের আলাপন শেষ হইল?

প্রেমের গভীর রহস্য বুঝা ভার। দুটি কথা মনে করিয়া প্রণয়ী

সারা জীবন কাঁদে। দুটি ছত্র মনে করিয়া প্রণয়ী সারা জীবন স্মরণ করে। মুখে কথা ফুটে না, অথচ চক্ষু একবার চাহিল। সেই দৃষ্টিটি প্রণয়ীর নিকট অমূল্য, অতুলনীয়। কি জানি, সেই দৃষ্টি নীরবে কত কি ব্যক্ত করিল, কি জানি কেমন করিয়া নয়নের নীরব ভাষা প্রণয়ী বুঝিল। প্রেমের রহস্য কে বুঝিবে? প্রেমের গভীরতা পরিমাণ কে করিবে?





চতুর্থ অধ্যায়।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

কমলপুরের সংবাদ অনেক দিন লওয়া হয় নাই। পাঠক, চলুন, আমরা একবার কমলপুর যাই। দুই বৎসর হইল, ললিত কমলপুর ছাড়িয়াছে। এই দুই বৎসরের মধ্যে কমলপুরের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। গ্রামবাসীরা পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও প্রায় সেই প্রকার আছে। তবে গ্রামের দুই এক স্থানে ঈষৎ পরিবর্ত্তনের চিহ্ন লক্ষিত হয়। যেস্থানে প্রিয়দাস বাবুর বাড়ী ছিল, সে স্থানে এক্ষণে বন জঙ্গল জন্মাইয়াছে। বাটীর সম্মুখে যে শোভনীয় উদ্যান ছিল, তাহা এখন নষ্ট ও শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। বাটীর দুই এক স্থান সংস্কার অভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাটীর পার্শ্বে অতিথিশালা ছিল, তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে। কিছু দূরে হরিদয়াল ঘোষের বাড়ী। ললিত যে সময়ে ছিল, সে সময় হরিদয়ালের বাটীর যে প্রকার শ্রী, এখন তাহা আর নাই। হরিদয়াল পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শীর্ণ হইয়াছেন। চুল গুলি আরও যেন কিছু বেশী সাদা হইয়াছে। তিনি আর প্রায় বাটীর বাহির হন না। গৃহমধ্যে প্রায়ই অবস্থিতি করেন। ঊষা সর্ব্বদা নিকটে থাকে।

উষার বয়স এখন প্রায় পঞ্চদশ বৎসর। যৌবনের প্রারম্ভে রমণী-দের মুখে যে এক স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, উষার সে সব কিছুই ছিল না। উষার মুখখানি এখনও সেই প্রকার বিষাদ-মাখান, সেই প্রকার গম্ভীর। হরিদয়াল আপনার ঘরে বসিয়া আছেন। উষা পিতার পার্শ্বে বসিয়া একদৃষ্টে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। হরিদয়াল পুস্তক পাঠ এক প্রকার বন্ধ করিয়া-ছেন। যে পুস্তকরাশি তাঁহার এক সময়ে অতিশয় প্রিয় বস্তু ছিল, সে পুস্তক সকল এখন অতিশয় অযত্নে পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে উষা কেবল পুস্তক গুলি রৌদ্রে দেয় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া আবার রাখিয়া দেয়। হরিদয়াল এখন কেবল কি চিন্তা করেন। শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে. রাত্রে ভাল ঘুম নাই। ডাক্তারেরা পরস্পর বলাবলি করিত যে আর বেশী দিন এই প্রকার থাকিলে হরিদয়ালের ভয়ানক কঠিন ব্যারাম হইবার সম্ভা-বনা। যাহা হউক হরিদয়াল ডাক্তারদের কথা বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না।

সন্ধ্যা হইয়াছে। পশ্চিম আকাশের উজ্জ্বল আভা হরিদয়াল ও উষার বদন মণ্ডলে পড়িয়াছে। যদি চিত্রকর হইতাম, তাহা হইলে সে দুই খানি মুখের পার্থক্য ভাল করিয়া চিত্রিত করিয়া দেখাইতাম। দেখাইতাম, এক জনের মুখ কেমন কোমল, সুচিক্কণ, পরিপূর্ণ, ললাট রেখা-শূন্য, নির্ব্বাত নিষ্কম্প সরসীর ন্যায়, চক্ষুর্দ্বয় কালিমাশূন্য ; আর এক জনের মুখ কেমন কঠিন, নীরস ও বন্ধুর ; ললাট রেখাঙ্কিত ও চিন্তা-যুক্ত, বায়ু বিক্ষোভিত সমুদ্রের ন্যায় ; চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট ও কালিম-রেখায় পরিবেষ্টিত। একজনের মুখে অটল বিশ্বাস, অসীম প্রেম ও অকৃত্রিম স[illegible] আভা [illegible]। আর এক খানি মুখে যেন হৃদয়ের [illegible] সং[illegible] [illegible] ছায়া ও অবিশ্বাসীর

অসহায় ভাব অঙ্কিত রহিয়াছে। স্ফুটনোন্মুখ সৌরভযুক্ত কুসুমের সৌন্দর্য্য একখানি মুখে বিদ্যমান, আর একটিতে ছিন্নদল বিশুষ্ক সৌরভহীন কুসুমের শোচনীয় ভাব অঙ্কিত। অনেকক্ষণের পর হরিদয়াল একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঊষা, তবে ললিত আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমাদের বাড়ী আর আস্‌বে না।"

ঊষা। তা কেন? আমি দাদাকে চিঠি লিখিয়াছি, দাদা শীঘ্র আসিবেন।

হরিদয়াল। আসুক আর নাই আসুক, আমার সঙ্গে আর বোধ হয় তার দেখা হচ্চে না।

ঊষা। না বাবা, ও কথা বল্‌বেন না; দাদা আপনাকে খুব ভাল বাসেন।

হরি। যাক্ থাক্ ও কথায় আর কাজ নাই। এখন তুই এক কাজ কর্। আমাদের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেত, যেন কেউ ঘরে আস্‌তে না পায়।

ঊষা তাহাই করিল, ও পুনরায় পিতার নিকট আসিয়া বসিল। হরিদয়াল বলিলেন, 'ঊষা, তোকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, সত্য করিয়া বলিবি?

ঊষা। বলিব।

হরি। আচ্ছা, আজ কয়েক দিন হইল আমি সন্ধ্যার সময় বারেন্দায় বেড়াইতেছিলাম। নিকটে ঘরের ভিতর কাহার যেন কথার শব্দ আমার কাণে গেল। আমি ধীরে ধীরে সেই দিকে গেলাম, জানালার নিকট অস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, যেন কে বলিতেছে, 'হে ভগবান! আমার জীবনে কাজ নাই, আমার জীবন নাও, আর পিতাকে আমার নীরোগ কর।' আমি আর শুনিতে পাইলাম না, কে আমাকে দেখিতে আসিয়াছিল, আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে গেলাম।

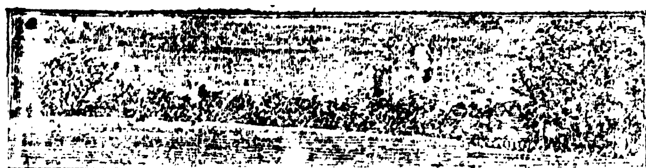
হারে উষা, সেকি তুই? তুই কি প্রত্যহই তোর ভগবানের কাছে এই কথা বলিস্?

উষা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "হাঁ বাবা।"

হরিদয়াল অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "দেখ্ উষা, আজ কত দিন আমার চক্ষে জল পড়ে নাই, আজ দেখ্, জলে বুক ভাসিয়া গেল।" উষা দেখিল সত্য সত্যই বৃদ্ধ হরিদয়াল কাঁদিতেছেন। উষা কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। হরিদয়াল তাহা দেখিয়া বলিলেন, "কিছু বলিস্ নে, ভগবান তোর কথা শুনিয়াছেন। আজ আমার অৰ্দ্ধেক রোগের উপশম হইয়াছে। এতদিন ভুল বুঝিয়াছিলাম, ও লোককেও ভুল বুঝাইয়াছিলাম। আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম, এ জগতে বুঝি উষা নাই। ভুল, ভুল, ভুল!"

উষা কিছুই বুঝিতে পারিল না, নিঃশব্দে সেখানে বসিয়া রহিল। হরিদয়াল আবার বলিলেন, "উষা, আমার জীবনের পথ অন্ধকারে পরিপূর্ণ। আমার হৃদয়ে নানা প্রকার সন্দেহের তরঙ্গ বহিতেছে। আমার বড় ভয় হয়, দেখিস্, তুই যেন আমাকে ফেলিয়া পালাস্ নে, আমার জীবনের আলো হইয়া তুই যেন চিরকাল থাকিস্। দেখিস্ উষা, আমাকে যেন ছাড়িয়া যাস্ নে; একজন গিয়াছে; তুইও যেন যাস্ নে।"





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন কমলপুর গ্রামের সকলেই শুনিল, হরিদয়াল অনেক সুস্থ হইয়াছেন। হরিদয়ালের পূর্ব্ব রাত্রে বেশ নিদ্রা হইয়াছিল, ও তিনি আর সে প্রকার বিমর্ষচিত্তে বসিয়া না থাকিয়া দু এক জনের সহিত অল্প অল্প কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উষা আজ অনেকটা নিশ্চিন্ত আছে। পিতার আহারাদি হইলে উষা মনে করিল, অনেক দিন হইল সইয়ের চিঠি পাইয়াছি, আজ তাহার উত্তর লিখিব। এই ভাবিয়া সে বহির্বাটী হইতে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। হরিদয়ালের অসুখ হওয়ায় এতদিন উষাকে বাহিরেই থাকিতে হইয়াছিল। হরিদয়ালের ভগ্নী, ললিতের গৃহত্যাগের পর, হরিদয়ালের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আপনার শ্বশুরালয় গমন করিয়াছেন। উষাকে একাই রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্যই করিতে হইত। রন্ধনাদি করিয়া সর্ব্বাগ্রে পিতাকে ভোজন করাইত ও অপরাপর দাসদাসীকে খাওয়াইয়া নিজে আহার করিত। আজ উষা আহার করিয়া মনে মনে করিল, সইএর চিঠির উত্তর লিখিব। এই ভাবিয়া সে আপনার শয়নঘরে প্রবেশ করিল। উষা যে ঘরে থাকিত, সেটি একটি ক্ষুদ্র ঘর। ঘরে একখানি ছোট পালঙ্ক; তাহাতে একটি সামান্য বিছানা, আর একটি কাঠের বড় বাক্স ছিল। এই বাক্সের মধ্যে উষার যথাসর্ব্বস্ব থাকিত। তাহার

কাপড়, অলঙ্কার, বই, কাগজ, কলম, সকলই ইহার মধ্যে থাকিত। ললিত ছেলেবেলায় ছবি আঁকিতে ভাল বাসিত। উষা দাদার অঙ্কিত ছবিগুলি যত্নপূর্ব্বক নিজ কক্ষে রাখিয়া দিয়াছিল। ললিত ছেলেবেলায় উষাকে খেলার জন্য একটি কাঠের ঘর করিয়া দিয়াছিল। উষা ঘরে প্রবেশ করিয়া আপনার বাক্সটি খুলিল। প্রতিভার চিঠিখানি বাহির করিয়া একবার পড়িল। প্রতিভা এই প্রকার লিখিয়াছে :—

"সই,

তোমার দুঃখিনী সইকে কি তোমার মনে আছে? আজ কতদিন হইল কমলপুর ছাড়িয়াছি। ইহার মধ্যে একখানিও কি চিঠি লিখিতে নাই? আমি ভাই চিঠি লিখি নাই, কি চিঠি লিখিব? দুঃখের কথা শুনিলে তুমি কাঁদিবে। তাই তোমাকে এতদিন কিছু লিখি নাই। কিন্তু আমার সইকে একদিনের জন্যও ভুলি নাই। আমার বুঝি এইবারে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। কলিকাতায় আসিয়া বাবার সহিত দুই তিনবার দেখা হইয়াছে। তোমার দাদার দেখা আজকাল প্রায় রোজ পাই। ছেলেবেলায় যেমন তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারিতাম, এখন আর তেমন পারিনা, ভারি লজ্জা বোধ হয়। দাদা মহাশয় আমাদের বিবাহে সম্মতি দিয়াছেন। আর ৩।৪ মাসের মধ্যেই বোধ হয় বিবাহ হইবে। সই, আমার বিবাহে তুমি কি একবার আসিবে না? দুই স'য়ে মিলে একবার হলুদ তেল মাখিব, বড়ই সাধ। তুমি যেন এসো ভাই। কিন্তু ভাই, এ সুখের সময়ে মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন প্রাণটা দুর্ দুর্ ক'রে উঠে। কাণে কাণে যেন কে বলে 'হবে না'। কেন এমন হয় বলিতে পারি না। কি জানি কি হবে। ঈশ্বর জানেন। তোমার নাকি শীঘ্র বিবাহ হবে শুনলাম। তোমার বিয়ের সময় আমি নিশ্চয় যাব। তুমি যে বিয়ে করবে না

বল্‌তে, এখন মত ফিরেচে ত? দেখ ভাই বিয়ের সময় সংবাদ দিও। ইতি—

তোমার সই।”

উষা প্রতিভার চিঠির উত্তর লিখিতে বসিল। সম্মুখের জানালা দিয়া ভাগীরথীর জলরাশি দেখা যাইতেছিল। উষা অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন সমীরণ মৃদু মৃদু উষার অলকগুচ্ছ কাঁপাইতে লাগিল।

উষার সৌন্দর্য্য কি মধুর! তাহার বদনখানি কি এক স্বর্গীয় শোভাতেই পরিপূর্ণ ছিল! দেখিতে দেখিতে যেন দর্শকের প্রাণ ভরিয়া যায়। উষার কোন অলঙ্কারের পারিপাট্য নাই, বেশ বিন্যাস নাই, অথচ তাহার সৌন্দর্য্য এত মধুর। কেহ কি কথন বর্ষাকালে গভীর নিশীথে দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত নিস্তরঙ্গ জলরাশির উপর চন্দ্রকিরণ-প্রপাত দেখিয়াছেন? কেমন প্রশান্ত, কেমন ধীর, কেমন মধুর! কেহ কি কথন সন্ধ্যা গগনের উজ্জ্বল আভা নিরীক্ষণ করিয়াছেন? কেমন স্নিগ্ধ! কেমন কোমল! কেমন গম্ভীর! উষার মুখের সৌন্দর্য্য সেই প্রকার। সন্ধ্যা আকাশের সেই প্রকার মৃদুতা, জ্যোৎস্না-বৃত জলরাশির সেই প্রকার মধুর প্রশান্তভাব, উষার মুখে সর্ব্বদাই বিরাজমান থাকিত। তাই উষার সৌন্দর্য্য এত মধুর।

অনেকক্ষণ পরে উষার পত্র লেখা সাঙ্গ হইল। উষা এই প্রকার উত্তর লিখিল :—

“সই,

অনেক দিন তোমার চিঠি পাইয়াছি, এতদিন উত্তর দিতে পারি নাই বলিয়া ভাই মনে কিছু করিও না। এই ৫।৬ মাসের মধ্যে আমার এমন এক দিনও অবসর ছিল না যে, তোমাকে একখানি চিঠি লিখি। বাবার ভয়ানক পীড়া হইয়াছিল। কেবল আজ একটু ভাল আছেন।

তাই তোমার চিঠির উত্তর দিবার অবসর পাইয়াছি। বাবা দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছেন, কিছু আহার করিতে পারেন না। রাত্রে ঘুম হয় না, সর্ব্বদাই বসে বসে কি যে ভাবেন, তা জানি না। আজ একটু সুস্থ আছেন। তোমার আনন্দের দিন নিকট শুনিয়া অতিশয় সুখী হইলাম। সই, ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন তুমি চিরদিন স্বামিসোহাগিনী হইয়া সুখে থাক। তোমার বিবাহের সময় আমি যাইব বই কি। কতদিন দুই স'য়ে মিলে গলা ধরাধরি ক'রে বেড়াই নাই, কতদিন দুজনায় মিলে গল্প করি নাই, কতদিন দুজনে হাসি খেলা করি নাই; আমি নিশ্চয়ই যাব। আহা, সই, ছেলেবেলায় আমরা বেশ ছিলাম, তখন কোন ভাবনা চিন্তা ছিল না। কত সুখেই দিন কাটাইয়াছি। এখন যত বড় হইতেছি, ততই নানা রকমের ভাবনা চিন্তা আসিয়া যুটিতেছে। এখনও এক একদিন শৈশবের দিন মনে করিয়া অশ্রুপাত করি।

আমার বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। বলিলে হয়ত বিশ্বাস করিবে না সই, আমার বিবাহের কথাটা এতদিন আমার মনেই ছিল না। এক বৎসর দেড় বৎসর পূর্ব্বে একবার আমার বিবাহের সম্বন্ধের কথা শুনিয়াছিলাম মাত্র। তাহার পর আর কোন কথাই শুনি নাই। ছেলে বেলায়ও বলিতাম বিবাহ করিব না, এখনও বলিতেছি বিবাহ করিব না। ছেলেবেলায় কি ভাবিয়া বলিতাম তাহা স্মরণ নাই, কিন্তু এখন যে বলি তাহার অনেক কারণ আছে। কারণ বলিব? বলিব বই কি? আমার সইকে বলিব না ত আর কাহাকে বলিব? হাসিতে হয় হাসিও, পাগল বলিতে ইচ্ছা হয় বলিও; আমি বিবাহ করিব না। তাহার প্রথম কারণ, আমার বিবাহ করিবার অবসর নাই। তুমি কি হাসিতেছ? তা ভাই হাস আর যাই কর, আমি আমার মনের কথা তোমাকে খুলিয়া বলিতেছি। আমি যদি সকাল হইত

রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত খাটি, তা হলেও আমার কাজের শেষ হয় না। বাড়ীর কাজ কর্ম্ম ছাড়া অপরের জন্যও কাজ করিতে হয়। তুমি বলিবে, অপরের জন্য কাজ কর কেন? আমি বলিব, না করিয়া থাকিতে পারি না। অমুকের ছেলের অসুখ হইয়াছে, আমি না গিয়া থাকিতে পারি না। অমুকের আজ ঘরে খাবার নাই, আমি লুকাইয়া তাহাকে চাল ও কিছু পয়সা দিয়া আসি। অমুকের ছেলের জামা নাই, আমি সেলাই করিয়া দি। অমুকের কাপড় ছিঁড়িয়াছে, আমার কাছে দৌড়িয়া আসিল, আমি সেলাই করিয়া দিলাম। এই প্রকার নানা কাজ। অনেকে ইহার জন্য আমাকে বকে, কিন্তু আমি না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারি না। আমার বিবাহ করিবার অবসর কই? দ্বিতীয়তঃ লোকে সুখের জন্যই বিবাহ করে, আমি নিজের সুখ চাই না। সন্ধ্যার সময় যখন ভাই একেলা গঙ্গাতীরে বসিয়া থাকি, তখন যেন মনে হয়, চারিদিকে কাহারা কাঁদিতেছে। আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে; আমার খালি মনে হয়, ওই বুঝি আজ কে হয়ত সমস্ত দিন খাইতে পায় নাই, তাই কাঁদিতেছে; হয়ত কাহার ভাই মরিয়াছে, সে কাঁদিতেছে; হয়ত কোন বড় লোক কোন গরিব লোককে মারিতেছে, তাই সে কাঁদিতেছে; হয়ত কাহার ভয়ানক পীড়া হইয়াছে, সে পীড়ার যন্ত্রণায় ছটপট করিতেছে;—আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। কি জানি ভাই কেন সংসারের দুঃখের ভাগটাই আমার আগে চোখে পড়ে। তোমার হয় কিনা জানিনা, কিন্তু আমার ভাই কাহারও কষ্ট দেখিলে সত্য সত্যই এই প্রকার মনে হয়, যে আমার সর্ব্বস্ব দিলে যদি এ সুখী হয়, তাহা এই দণ্ডে হোক্। আমি পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব, তাও স্বীকার, আমার প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, তবু যেন কোন লোক কষ্ট না পায়। আমি সুখী হইতে চাই না। বিবাহ করিয়া সুখী হইবার সাধও আমার নাই। তৃতীয়তঃ,

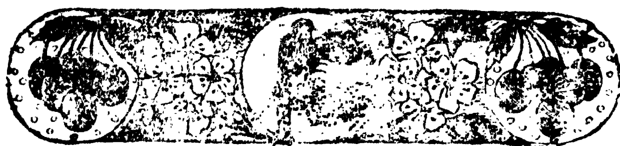
আমি যদি বিবাহ করি, তাহা হইলে পিতার কষ্ট হইবে। আমি এক দণ্ড কাছ ছাড়া হইলে তিনি থাকিতে পারেন না; বিবাহ করিলে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা কে করিবে? চতুর্থতঃ, আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে আমাকে বোধ হয় ভাল বাসিবে না। আমার সমস্ত হৃদয়টিত স্বামীকে দিতে পারিব না। আমার সব সময়টুকুত আমার স্বামীর জন্য ক্ষেপণ করিতে পারিব না। কোন্ স্বামী তাই তাহা ভাল বাসিবে? তাই বলি আমার বিবাহের কোন আবশ্যকতা নাই। এই প্রকার আরও কত রকম মনে হয়, সব বলিতে পারিতেছি না। যাহা বলিলাম, তাহাতে হাসিতে ইচ্ছা হয় হাসিও, বকিতে ইচ্ছা হয় বকিও, আমার মনের কথাটা বলিলাম। কমলপুরের সকলেই ভাল আছে। আমাদের পাড়ার অনেকে আমার সইয়ের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করে।

তোমার সই।"

উষা পত্রখানি পাঠাইবার নিমিত্ত নীচে নামিয়া আসিল। পথে বলার সঙ্গে দেখা হইল। বলা বলিল, "মাসি! তোর একখানি চিঠি আছে।" উষা পত্রখানি খুলিয়া দেখিল, লেখা আছে:—

"তোমার দাদা কলিকাতায় কুসঙ্গে পড়িয়াছে। তুমি তাহাকে সেখান হইতে লইয়া না আসিলে তাহার চরিত্র মন্দ হইবার সম্ভাবনা। যত শীঘ্র পার আনিবে।"

নীচে কাহারও নাম নাই। উষার গা শিহরিয়া উঠিল। উষা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে ললিতের দেবচরিত্রে কলঙ্কের ছায়া পড়িবে। উষা সে বিষয়ে এতদিন নিশ্চিন্ত ছিল; কিন্তু আজ এই পত্রখানি পাইয়া সে অতিশয় ব্যাকুল হইল। পিতাকে একাকী রাখিয়া কলিকাতায় যাওয়া অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। একাকী কেমন করিয়াই বা যাইবে? কিন্তু না গেলেও চলেনা। উষা এই প্রকার ভাবনায় অস্থির হইয়া ধীরে ধীরে পিতার নিকট গমন করিল।



পঞ্চম অধ্যায়।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

পদ্ম কলিকাতায় আসিয়াছে। তাহার স্বামী সুরেশ বাবুর এখন কলিকাতায় চাক্‌রী হইয়াছে। তাহারা কলিকাতার উত্তরাংশে একটি ছোট দ্বিতল বাসা ভাড়া করিয়াছিল। পদ্মর বাপের বাড়ী কলিকাতায়। তাহার পিতা কলিকাতার একজন বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। এখন পদ্মর আর কোন দুঃখই ছিল না। পদ্ম এখন বেশ সুখে আছে।

বেলা ৫টা বাজিয়াছে। সুরেশ বাবু আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পদ্ম তাঁহার পোষাক খুলিয়া দিতেছে। হাটু পাতিয়া বসিয়া, পদ্ম সুরেশ বাবুর পায়ের মোজা খুলিয়া দিতেছে।

সুরেশ বাবু বলিলেন, "ছাই, পায়ে আর হাতটা দিওনা; কি জানি কেমন কেমন লাগে।"

পদ্ম প্রথম বারে কিছু উত্তর দিল না, আপন মনেই খুলিতে লাগিল।

সুরেশ বাবু আবার বলিলেন, 'ও পদ্ম'।

পদ্ম বলিল 'কেন ?'

সুরেশ। আমাকে নিজেই পায়ের মোজাটা খুল্‌তে দাও, তুমি আর পায়ে হাতটা দিও না।

পদ্ম একটু ঠোঁট ফুলাইয়া, একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার নামটা কি জানা আছে ত?"

সুরেশ। কেন?

পদ্ম। আমার নাম শ্রীমতী পদ্মমুখী দাসী, তুমি আমার অন্ন মারতে চাও?

সুরেশ আর কি বলিবেন, কেবল সেই ছোট মুখখানি দুহাতে ধরিয়া সেই ঈষৎস্ফীত অধর দুটি চুম্বন করিলেন। পদ্ম বলিল, "দেখো খবরদার, আমাদের উপর আর অত্যাচার করিও না।"

এই সময়ে দরজায় কে আঘাত করিল, কে সুরেশ সুরেশ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। সুরেশ বাবু শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, পদ্মকে বলিলেন, "পদ্ম, হেমন্ত আসিয়াছে, আমরা আজই তাহার নাম কর্‌ছিলাম।" এই বলিয়া সুরেশ বাবু তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে হেমন্তকে লইয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। পদ্ম খাবার আনিতে গেল।

আমরা এই অবসরে হেমন্ত বাবুর পরিচয় দিই। ইঁহার বাড়ী হুগলী জেলায়। হরিদয়াল বাবুর বাড়ী যে গ্রামে ছিল, ইহারও বাড়ী সেই গ্রামের নিকট আর একটি গ্রামে। হেমন্ত কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শিতার সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অধ্যয়ন কালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যু ইহার অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। হেমন্তর একটি ভগিনী ভিন্ন নিকট আত্মীয় আর কেহই ছিল না। তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে ভ্রাতা ও ভগিনীকে আপনার যৎসামান্য সম্পত্তি সমান অংশে বিভাগ করিয়া দিয়া যান। ভগিনীর বিবাহ দিয়া হেমন্ত একটি কোন স্থানে ডাক্তারী করিবেন, মনস্থ করিয়াছিলেন। উষার সহিত ইহার একবার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। তাহার পর আর কোন কথাই হয় নাই। কলি-

কাতায় অবস্থান কালে সুরেশ বাবুর সহিত ইহার বন্ধুতা হয়।

বন্ধুদের অনেক দিনের পরে সাক্ষাৎ। কত প্রাণের কথা বলিবার ছিল, কত হৃদয়ের বেদনা জানাইবার ছিল—অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ হওয়াতে সে সব কথার আলোচনা হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে পদ্ম আসিয়া উপস্থিত। পদ্ম আসিয়াই গলবস্ত্র হইয়া ধীরে ধীরে হেমন্ত বাবুকে একটি প্রণাম করিল।

সুরেশ বলিলেন—"ভাই, পদ্মের প্রণামটি করা আছে, আমিও মাঝে মাঝে দুএকটা পাই!"

হেমন্ত পদ্মের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোমাকে বোন, এবারে একটু কাহিল দেখাচ্ছে, অসুখ হয়েছিল নাকি?"

পদ্ম। না, অসুখ কিছুই হয় নাই।

সুরেশ। নাহে ভাই, পদ্ম কাহিল হবেনা ত কি? আমাকেই সর্ব্বস্বটা খাওয়ায়, নিজে কিছুই খায় না।

পদ্ম। তা বটে। তোমার চেয়ে যে আমি কত বেশী খাই, তা তুমি জান?

সুরেশ। হাঁ খাও!

পদ্ম। না।

হেমন্ত হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা তোমাদের বিবাদে কাজ নাই; ভায়া আমার কত খান, আজ দেখা যাবে।"

পদ্ম খাবার আনিতে গেল।

হেমন্ত বলিলেন—"ভাই, তুমি বেশ সুখে আছ, নয়?"

সুরেশ। ভাই বলিতে কি, খুব সুখে আছি। মানুষ যতদূর সুখী হইতে পারে, আমি তাহা হইয়াছি।

হেমন্ত। তোমাদের দেখিয়া ভাই আজ আমার ভারি আনন্দ হইয়াছে। তোমরা এই রকমে চিরকাল সুখে থাক, দেখিয়া চোখ জুড়াই।

সুরেশ আর কিছু বলিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে সুরেশ বলিলেন—"হেমন্ত, তোমার বিবাহের কি হইল ?"

হেমন্ত। বিয়েটা আর কর্‌বই না ভাবচি। যে কটা দিন থাকি, তোমাদের কাছে একবার, সরলার কাছে একবার (সরলা হেমন্তের ভগিনী), যাতায়াত কর্‌ব। আর চিমু কাকা হয়ে জীবনটা এক প্রকার কাটিয়ে দোবো।

সুরেশ। না না, তা হবে না ; তোমাকে বিয়ে কর্‌তেই হবে। উষা ব'লে যে মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ের কথাবার্ত্তা হয়েছিল, তার কি হলো ?

হেমন্ত। সেও বিয়ে কর্‌বেনা বলেচে। তার যে ভাই এখানে আছে, তার সঙ্গে তোমার দেখা শুনা হয় ?

সুরেশ। আলাপ পরিচয় নাই, কিন্তু তাহাকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি। যে প্রকার কুসঙ্গে পড়েচে, সে বুঝি শীঘ্র খারাপ হয়ে যায়। আমার কাল একটা নিমন্ত্রণ আছে, বন্ধুদের সহিত যাইতে অনুরোধ আছে। তুমি আমার সঙ্গে যেও, তা হ'লে ললিত বাবুকে দেখ্‌তে পাবে। আজকাল তার আদর সর্ব্বত্র।

হেমন্ত। কেন ?

সুরেশ। সে একজন প্রতিভাশালী লোক, একজন প্রসিদ্ধ কবি, একজন খুব ভাল বক্তা, সুনিষ্ট গায়ক, লেখা পড়াও বেশ শিখেছে ; —তার আদর হবে না কেন ?

এই সময় পদ্ম খাবার আনিল। দুই বন্ধুতে এক সঙ্গে আহারাদি করিলেন। পদ্ম পরিবেশন করিতে লাগিল। সুরেশ পদ্মকে রাগাইতে ভাল বাসিতেন, আহার করিতে করিতে বলিলেন "এ তরকারীটা কে রাঁধিয়াছে ? পদ্মরাণী বুঝি ; তা নইলে এমন সুন্দর খারাপ হবে কেন ?"

পদ্ম দু চার কথা শুনাইয়া দিত, কিন্তু হেমন্ত ছিলেন বলিয়া বেশী

কিছু বলিল না। কেবল বলিল, "তা বেশ, আমি রাঁধতে জানিনা তা কি হবে?"

আহারাদি সমাপন হইল। পদ্ম পান আনিয়া দিল। হেমন্ত বলিলেন, "যাও বোন, তুমি খাওয়া দাওয়া করে শোও গে, আমাদের অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হবে।"

বন্ধুদের অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। রাত্রি ১২টা বাজিলে উভয়ে নিজ নিজ কক্ষে শয়ন করিতে গেলেন। সুরেশ বাবু ঘরে গিয়া দেখিলেন, পদ্ম তখনও বসিয়া আছে।

সুরেশ। কি পদ্মরাণী, এখনও যে ঘুম নাই?

পদ্ম। তুমি আমার নামে কত কি বলছিলে, তাই শুনছিলাম।

সুরেশ। তবে সব শুনেচ?

পদ্ম একটি দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, "হাঁ শুনেচি বইকি?"

সুরেশ। আচ্ছা বেশ করেচো, এখনত শোও।

পদ্ম। না, এখন শোবো না।

সুরেশ। মতলব খানা কি?

পদ্ম। মতলব আর কি? তোমার পা টিপিয়া দিব।

সুরেশ। না না, আমার পা টিপ্‌তে হবে না। কাল পায়ে একটু বেদনা হইয়াছিল, আজ আর নাই।

পদ্ম। না, নাই। আজ আপিসের পর এসে বলেছিলে, মনে নাই বুঝি?

পদ্ম স্বামীকে বিব্রত দেখিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল। কিন্তু পদ্মরাণীর হুকুম অগ্রাহ্য করিবার যো নাই, সুতরাং অগত্যা সুরেশ বাবু সম্মতি দিলেন। বলিলেন "যা হয় তাই কর"। পদ্ম পা টিপিতে লাগিল।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার সময় ললিত সাজ সজ্জা করিয়া বাহিরে যাইবে, এমন সময় মলিনা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মলিনা আর সে মলিনা নাই; তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্য যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক মানসিক উন্নতিও হইয়াছিল। মলিনা এখন বেশ লিখিতে পড়িতে পারে। অনেক সময় ললিতের সহিত অনেক বিষয়ে তাহার তর্ক হয়, অনেক সময় ললিত তাহার প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ হয় না। সে এখন আর পূর্ব্বের মত ভীতা ও সঙ্কুচিতা বালিকা নয়। ললিতের কাছে আসিয়াই বলিল, "তুমি রোজ রোজ কোথা যাও বলনা, আজ আর তোমায় যেতে হবে না, আমাকে অঙ্ক বুঝাইয়া দিবে চল।"

ললিত। না, আমাকে আজ যেতে হবে।

মলিনা। কোথায় যাবে?

ললিত। নিমন্ত্রণ আছে।

মলিনা। কে করিয়াছে?

ললিত। নরেন বাবু।

মলিনা। সে কে? কেমন লোক?

ললিত। সে এক গণ্ডমূর্খ, পাজির একশেষ।

মলিনা। তবে তুমি সেখানে যাও কেন?

ললিত। সেটা ঠিক্ বল্‌তে পার্‌চি না, এখনই তাই ভাবছিলাম।

মলিনা। না আমাকে বলে যাও।

ললিত খানিক চিন্তা করিয়া বলিল, "বোধ হয় সেখানে গেলে একটু আমোদ পাই, দু চার জনের সঙ্গে দেখা হয়—সময়টা এক রকম বেশ কাটে।"

মলিনা। কি রকম আমোদ ?

ললিত। ছাই আমোদ ; আমার তা ভাল লাগে না। সব বেটাই মাতাল আর গণ্ডমূর্খ।

মলিনা। ভাল লাগে না, তবে যাও কেন ? কি সুখে যাও ?

ললিত। সুখত কিছুই নাই—তাহাদের সহিত কথাবার্তা কহিয়া সুখ নাই, তাহাদের আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেও বিশেষ ইচ্ছা হয় না—যাই শুধু সময় কাটাইবার জন্য ; আর মনটাকে কিয়ৎপরিমাণে কলুষিত করিবার জন্য।

মলিনা। তুমি যদি খারাপ হইয়া যাও ?

ললিত। সম্ভাবনা বটে। তাহাদের সহিত মিশিলে মনুষ্যত্ব থাকে না।

এই বলিয়া ললিত মলিনাকে আর কিছু না বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন। মলিনার সাহস হইল না যে আর কোন কথা বলে।

বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, ললিত গাড়ীতে উঠিয়া চলিলেন। কলিকাতা সহরের বাহিরে উত্তর দিকে একটি বাড়ী আছে, গাড়ী সেইখানে দাঁড়াইল। বাড়ী একটি সুন্দর বাগানের ভিতর অবস্থিত। কত প্রকারের সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ, কত প্রকারের রমণীয় লতা, কত প্রকারের সুদৃশ্য পুষ্প. উদ্যান-বাটীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ললিত সেই গ্যাসালোক-প্রদীপ্ত সুসজ্জিত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

একটি সুন্দর হলে কতকগুলি লোক বসিয়াছিল; ললিতকে দেখিয়া সকলেই আনন্দধ্বনি করিল। ললিত হলে প্রবেশ করিলেন। সে হলের বর্ণনা কে করিবে? সেই শ্বেত-কৃষ্ণ-মার্ব্বল-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুচিক্কণ মেজে, সেই নানাদেশোদ্ভব সুন্দর সুন্দর সোফা, নানা প্রকারের চেয়ার ও টেবেল, সেই হাবভাবময়ী কুটিলকটাক্ষযুক্তা দিগম্বসনা বিলাসিনীদের চিত্র, সেই বহুমূল্য রৌপ্যনির্ম্মিত উজ্জ্বল আলোকাধার, ইহাদের বর্ণনা কে করিবে? ফলতঃ বিলাসের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, অর্থগৌরব দেখাইবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যে সকল বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে সেই সময়ে যাহা যাহা প্রার্থনীয়, পূর্ণ মাত্রায় তাহা তথায় বিদ্যমান ছিল। নরেন্দ্র বাবু সে বাড়ীর কর্ত্তা। তিনি একজন অতি সুন্দর যুবা পুরুষ, পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। আজ তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে কয়েকজন বন্ধুকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। নরেন্দ্র বাবু ললিতের সহিত সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া তাঁহাকে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। কিছু পরে সুরেশ বাবু হেমন্তকে লইয়া আসিলেন। ললিতের আগমনে বাবুরা যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুরেশ বাবুর আগমনে কেহ বড় একটা তেমন সন্তুষ্ট হইলেন না। কারণ সুরেশ বাবু তাহাদের দলে মিশিতেন না, ও তাহাদের যথেচ্ছাচারিতার অনেক সময় খুব প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু নরেন্দ্র বাবুর তিনি বিশেষ পরিচিত বন্ধু, সুতরাং সকলেই অগত্যা তাঁহাকে বাহ্যিক একটু সম্মান করিল। হেমন্ত যথানিয়মে নরেন্দ্র বাবু ও অপর সকলের নিকট introduced হইলেন। কিন্তু হেমন্ত এত জোরে সকলের সহিত সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়াছিলেন, যে সকলেই প্রায় মনে মনে বাড়ী গিয়া "ফোমেণ্ট" করিবার বন্দোবস্ত করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন। ললিতের সহিতও হেমন্তর পরিচয় হইল। হেমন্ত ললিতের পার্শ্বে আসন

গ্রহণ করিলেন। সুরেশ বাবু বলিলেন, “নরেন বাবু, বিশেষ একটি কার্য্য থাকায় আমি এখানে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না। আশা করি, আপনি মাপ করিবেন।” নরেন্দ্র বাবু মনে মনে একটু সন্তুষ্ট হইলেন কিনা বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি একটিও অনুরোধ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া বলিলেন, “যদি নিতান্ত আবশ্যক, তাহা হইলে আমরা আপনাকে spare করিতে পারি; কিন্তু আমাদের নূতন বন্ধু হেমন্ত বাবুর বোধ হয় সে প্রকার কোন কাজ নাই; তাঁহার বোধ হয় থাকিতে বিশেষ কিছু আপত্তি নাই।”

হেমন্ত। বিশেষ কিছু না।

সুরেশ চলিয়া গেলেন।

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন, “আমাদের কবি বাবুর একটি সঙ্গীত হোক্।”

ললিত এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, কাহারও সহিত একটীও কথা কহে নাই। তাহার মনে কত কি চিন্তা আসিয়াছে, সে মলিনার প্রশ্ন গুলির বিষয় ভাবিতেছে। বাস্তবিক তাহার এসব ভাল লাগে না। গান গহিতে অনুরুদ্ধ হইলে সে যেন আপনার ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কথা গুলি প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইল। ললিত গাহিল।—

রাগিনী পুরবী—তাল আড়াঠেকা।

“প্রাণের ভিতর হতে,
কি যেন গিয়াছে চলে;
কি যেন করিতে এসে,
কি যেন করেছি ভুলে;
তাই কেগো কাণে কাণে গায়,
‘হলোনা, হলোনা, হলোনা, হায়!’
একটু একটু করে,
হৃদয় খসিয়ে যায়;

কি জানি কাহার ছায়া,
ফিরিতেছে পায় পায় ;
আশে পাশে হ'তে কেগো সদা গায়,
'হলোনা, হলোনা, হলোনা, হায় !'
থেকে থেকে কাঁপে হৃদি,
চমকিয়ে উঠে প্রাণ ;
চারিদিক্ হ'তে উঠে,
মরম শুকান গান ;
ধীরে ধীরে আর কে যেন গো গায়,
'হলোনা, হলোনা, হলোনা, হায় !'

যে গান যে ভাবে রচিত, সেই ভাবের সহিত গাহিতে পারিলে তাহা অতিশয় মনোহর হয়। বিষাদের সুরে, পূর্ণ হৃদয়ের আবেগে, ললিত এই গান গাহিলেন। ক্ষণেকের জন্য সকলে নিস্তব্ধ, ক্ষণেকের জন্য সকলে চমৎকৃত, ক্ষণেকের জন্য গায়কের হৃদয়ের ভাব সকলের প্রাণ স্পর্শ করিল। হেমন্ত শুধু দেখিলেন, গায়কের চক্ষুতে দুই ফোঁটা জল আসিয়াছে ; আর কেহ দেখিতে পাইল না।

কিছুক্ষণ পরে একজন বলিলেন, "ললিত বাবু বেশ গান বটে, কিন্তু ভারি "তালকানা"। একি আমোদের সময়ের গান ? বাসর ঘরে শ্মশানের গান।" তিনি বেশ রসিকতা করিয়াছেন, এই ভাবিয়া হেমন্তের মুখের দিকে তাকাইলেন।

হেমন্ত। মহাশয় আপনি অত্যন্ত ভুল বুঝিয়াছেন। এই গান ঠিক এই সময়েরই উপযুক্ত। যখন বৃথা আমোদ প্রমোদ করিয়া সময় কাটাই, তখনই ত মনে হয়,—আপনার হয় কিনা জানিনা, কিন্তু হৃদয়বান্ সকল ব্যক্তিরই মনে হয়,—"ছি এ কার্য্য আমার কি উপযুক্ত ? এই কার্য্য করিতেই কি আমি সংসারে আসিয়াছি ? আমার জীবনের কি উচ্চতর

লক্ষ্য নাই ? প্রাণের কি গভীরতর বাসনা নাই ?” ইহা মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। অতএব, মহাশয় আপনার কথায় আমি সায় দিতে পারি না, মাপ করিবেন।

ললিত নূতন আগন্তুকের দিকে বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে একবার চাহিলেন। এ প্রকার কথা এ দলে তিনি আর কখনও শুনেন নাই। বলিলেন, “মহাশয়, আপনি আমার মনের ভাব ঠিক প্রকাশ করিয়াছেন।”

নরেন্দ্র বাবু এ সব কথা বড় একটা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু হেমন্তের কথা শুনিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে গম্ভীরভাবে বলিলেন, “ঠিক বটে, ঠিক বটে।”

এই সময়ে আহারের ঘণ্টা বাজিল। ব্যতিব্যস্ত হইয়া সকলে উঠিয়া গেলেন, কেবল ললিত ও হেমন্ত বসিয়া রহিলেন। এঁরা কিছু খাবেন না বলিয়াছেন।

ললিত হেমন্তকে বলিলেন, “আপনি এদলে কেন ?”

হেমন্ত। আপনি কেন ?

ললিত। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, চন্দন ভ্রমে বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছি। এখন এমনি অভ্যাস হইয়াছে, যে না আসিলে থাকিতে পারি না। এখানে দেখিলেন ত আসিবার কোন আকর্ষণই নাই।

হেমন্ত। আকর্ষণ বিলক্ষণ আছে। সুসজ্জিত গৃহে বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার নানাবিধ উপায়, মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ, আমার বিবেচনায় ইহাদের বিলক্ষণ আকর্ষণের শক্তি আছে।

ললিত। সত্য, কিয়ৎ পরিমাণে ও সকলে আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু কেবল উহাদের জন্যই এখানে আসিনা। কেন আসি, তাহাও ঠিক বলিতে পারিনা, কি চাই তাহাও ঠিক জানিনা ; কিন্তু এ নিশ্চয়ই জানি, এ সব কিছু চাই না, এ সঙ্গে মিশিতে চাই না ; ইহাদের কুৎসিত আমোদ প্রমোদে যোগ দিতে প্রবৃত্তি হয় না। আপনি ঠিক বলিয়াছেন, প্রাণের

গভীর বাসনা আছে, সে সকল বাসনা এখানে মিটে না। আমার যাহা আদর্শ, আমার যাহা লক্ষ্য, তাহা এই সকল ক্ষুদ্র, কলঙ্কিত, মলিনচিত্ত, ভাবনাবিহীন মনুষ্যদিগের মধ্যে নাই। আসি কেবল অভ্যাসের জন্য, আসি কেবল কোন কাজ নাই বলিয়া. আসি কেবল কিছু কালের জন্য ভাবনার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য।

হেমন্ত। আপনার নিশ্চয়ই দুঃখের জীবন বলিতে হইবে।

ললিত। নিশ্চয়ই। আমার মত দুঃখী কে? যাহা খুঁজি, তাহা পাই না; আর যাহা চাই না, তাহাই খুঁজি; ইহা অপেক্ষা কষ্টকর জীবন আর কি হইতে পারে?

এই বলিয়া ললিত একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। বাবুদের খাওয়া দাওয়া শেষ হইল। বোতল-দেবীর আরাধনা কিছু বেশী পরিমাণে করায় প্রায় সকলেই বিভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া আসিলেন। যিনি এতক্ষণ নির্ব্বাক্ ছিলেন, তিনি দ্বিতীয় ডিমস্থিনিস্ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন; যিনি গম্ভীর ছিলেন,তিনি উচ্চ হাস্য করিতে করিতে আসিলেন, যিনি মূর্খ ছিলেন, তিনি পণ্ডিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। একজন অপর একজনকে বলিলেন, "বাবা, আজ একটু original হবো, কিছু বলোনা।" এই বলিয়া তিনি পদদ্বয় শূন্যে রাখিয়া হস্তদ্বয়ের উপর দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অনেক কষ্টে নিম্নে মুখ রাখিয়া দুই এক হস্ত অগ্রসর হইলেন। আর একজন দূর হইতে গম্ভীর ভাবে তাহা দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "উঁহু, হলো না; ঠিক original ত হলো না।" নিম্নমুখ অথবা উর্দ্ধপদ লোকটি বলিলেন, "কোন্‌খানটা হলো না বাবা? দোষ থাকেত point out কর।" অপর ব্যক্তি বলিলেন, "সবই হয়েচে, কেবল কাপড় পরাটা হয় নাই; কাপড়ও ত vice versa পরতে হবে।"

উত্তর। ঠিক ঠিক। ঠিক ক'রে দাও ত বাবা।

অপর ব্যক্তি। তা হ'লে মাথার উপর দিয়া যে কাছাটা যায় রে?

উত্তর। Never mind! consistent হ'তে হ'লে সবি যায়।

অপর ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুর বেশ পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত যেমন অগ্রসর হইলেন, অমনি নিম্নমুখ ব্যক্তি তাঁহার পায়ে এমন কামড়াইয়া ধরিলেন, যে তিনি যাতনায় অমানুযিক চীৎকার করিতে করিতে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। আর একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি কোণে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন; তাঁহার অন্তরে হাস্যরসের এমনি উদ্রেক হইয়াছিল যে, দুটি চক্ষু মুদিত করিয়া তুষারধবল দন্তপংক্তি বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া দরদর ধারে বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল।

একজন আর একজনের কাণে কাণে বলিলেন, "ললুতে শালার এপর্য্যন্ত আমি কিছু ঠিক করতে পারলাম না; ও বেটা আমাদের সঙ্গে মেশে অথচ মেশে না, আসে অথচ কিছু করে না। রকম খানা কি?"

অপর ব্যক্তি উত্তর করিল, "ও বেটা সাত পুরুষ নরকস্থ হবে, তার জন্ম ভাবনা নাই। বেটা deceiver, বেটা কপিরাজ।"

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন "না হে না; ও আজ এক গ্লাস খাবে, আমার কাছে promise করেছে।"

একজন। খাওয়াও বাবা। বেটার আজ অন্নপ্রাশনটা করাও ত, তোমার পাদপদ্মে ইঁদুর হয়ে থাকবো।

নরেন্দ্র প্রথম এক গ্লাস হেমন্তের হাতে দিতে গেলেন; হেমন্ত বলিলেন 'বিশেষ আপ্যায়িত হয়েছি; আপনি পরম বন্ধুর কার্য্য করেচেন, এখন একটি বক্তব্য আছে। আমি যদি এক গ্লাস মদ খাই, তাহা হইলে এইত শরীর দেখ্‌চেন, কাউকে গোটা রাখবো না; সব মেরে একাকার করে ফেলবো। বুঝুন মহাশয়গণ, আমার এই রকম রোগ।"

একজন ক্ষীণকায় ব্যক্তি বলিলেন, "না হে নরেন বাবু, কাজ নেই; দেহখান দেখচ না, প্রভু যেন দ্বিতীয় হরকুইলিস্। আমার ত বাবা ডবল প্রাণ নাই; Poor বিনো will be a widow." এই বলিয়া তিনি একটু অশ্রুপাত করিলেন।

সকলেই সেকহ্যাণ্ডের ব্যাপারটা স্মরণ করিয়া অনুরোধ করিতে ক্ষান্ত থাকিল।

এক্ষণে ললিতের পালা আসিল। নরেন বাবু বলিলেন, "ললিত বাবু, আপনি ত সেদিন promise করেছিলেন; আপনার জন্য এক গ্লাস দিই?"

ললিত। আপনাদের নিতান্ত অনুরোধে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এই কথা ছিল আর কখনও অনুরোধে করিবেন না।

একজন বলিল :—"Agreed,—এক গ্লাস আপনাকে help করতো বাবা! তার পরের গ্লাসের জন্য কুচ পরোয়া নাই। Heaven helps those who help themselves. যার জিনিস সে দেখে নেবে।"

ললিতের সম্মুখে একটি গ্লাস রাখা হইল। এই সময়ে সহসা দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একটি শুভ্র-বসনা, বিদ্যুদ্বরণী রমণী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার উন্নত দেহ, তাঁহার গম্ভীর ভাব, তাঁহার রমণীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। ললিত চিনিতে পারিল, উষা, হেমন্তও চিনিল, উষা! যে উষা দুইজন অপরিচিত লোকের সম্মুখে বাহির হইতে কুণ্ঠিত হইত, সে আজ কোন্ সাহসে এই অপরিচিত স্থানে অপরিচিত পরপুরুষদের সাক্ষাতে আসিল?—উষার শরীর ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল, উষার মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখা দিল; কিন্তু উষা পশ্চাৎপদ হইল না, ধীরে ধীরে ললিত যেখানে বসিয়াছিল সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। সকলে নির্ব্বাক্ হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

বিস্ময়ের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, একজন রসিকতা করিয়া বলিলেন, "পদ্মপলাশলোচনে তুমি কে ?" আর একজন সেকহ্যাণ্ড করিবার জন্য যেমন হস্ত প্রসারণ করিবে, অমনি বলা চাকর পশ্চাদ্ভাগ হইতে তাহাকে এক লাঠির গুঁতা মারিল ; বাবুটি চিৎ হইয়া পড়িয়া অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

আর একজন স্তুতি আরম্ভ করিল :—"কজ্জল-পূরিত-লোচন-ভারে, স্তনযুগ-শোভিত-মুক্তাহারে।" হেমন্ত তাহার ঘাড় ধরিয়া বসাইয়া দিলেন। ফলতঃ অল্প সময়ের মধ্যে ভয়ানক একটা গোলযোগ হইল। উষার রাগে সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতেছিল। যিনি চিৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি অনেক কষ্টে গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় আক্রমণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াস বিফল হইল। হেমন্ত তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন "পাপিষ্ঠ! তুমি মাতার সন্তান হইয়া রমণীর প্রতি অত্যাচার কর!"

সে ত চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাপ্‌রে, গেলুমরে, আজ শালা হরকুইলিসের হাতে কাঁচা প্রাণটা গেলরে! ছাড় বাপ তোমার কোমল কর-নিষ্পেষণে আমার গলার নলিটা যে ইতি হয়ে গেল। কোন্ শালা আর মেয়ে মানুষকে কথা কয়।"

উষা ডাকিল, "দাদা এস।" এই বলিয়া উষা ললিতের হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। ললিত স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

ললিতের স্বপ্ন ভাঙ্গিল, ললিতের চক্ষু খুলিল, তাঁহার বন্ধুদের মুর্ত্তি সম্পূর্ণ-ভাবে আজ তাঁহার নয়নগোচর হইল। কি সর্ব্বনাশ! তিনি এত কাল ধরিয়া যে মুর্ত্তি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন, তাহা কি এই ? কি ভয়ানক পার্থক্য! কি বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি, ললিতের মোহজাল ছিন্ন হইল।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কমলপুর,

বন্ধু, ১৮..........।

তোমাদের নিকট হইতে বিদায় হইয়া কমলপুরে আসিয়াছি। এ স্থানটি বেশ আমার মনোমত হইয়াছে। কলিকাতার গোলমাল ছাড়িয়া এ নির্জ্জন স্থানে আসিয়া বেশ শান্তিতে আছি। আসিবার সময় পথে একটি রহস্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। রেলে একটি চমৎকার সঙ্গী পাইয়াছিলাম। আধ-বয়সী একটি কালো সরু ব্রাহ্মণ। এ প্রকার লোক পথে ঘাটে প্রায়ই দেখিয়া থাকিবে। তিনি রেলে উঠিয়াই আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। অনেক ক্ষণের পর প্রশ্ন হইল:—

'মহাশয় যাবেন কোথা?'

আমি আমার গন্তব্য স্থানের কথা বলিলাম।

আবার প্রশ্ন হইল:—

'মহাশয়ের নিবাস?'

নিবাসও বলিলাম।

প্রশ্ন। নাম?

নামও বলিলাম।

মহাশয় কি বোসেদের দৌহিত্র সন্তান ?

উত্তর।. হাঁ।

ব্রাহ্মণ। মশায়, মশায়, বড়ই সুখী হলেম। আপনার ঠাকুর, মহাশয় লোক ছিলেন। আপনার ঠাকুর যখন বর্দ্ধমানে ছিলেন, তখন আমার প্রায়ই যাওয়া আসা ছিল।

এ লোকটা সর্ব্বজ্ঞ ; এ লোকটা সর্ব্বব্যাপী। শুধু আমার পক্ষে নয়, আমাদের কামরায় যতগুলি লোক বসিয়াছিলেন, সকলেরই পিতা পিতামহের নাম তাহার মুখস্থ, সকলের বাসস্থান ইহার পরিচিত ; আমি শুনিয়া অবাক্। তাহার পর লোকটা আমার সঙ্গে রেল হইতে নামিল। আমি যে পথে যাইব, সেও অনেকদূর পর্য্যন্ত সেই পথে যাইবে ; সুতরাং আমরা সঙ্গী হইলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল ; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ভয়ানক অন্ধকার, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল ; সুতরাং আমরা এক চটির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমি আহারাদি করিয়া আসিয়াছিলাম, আহার করিবার কিছু আবশ্যকতা ছিল না। ব্রাহ্মণটি আমার নিকট এক টাকা ধার লইলেন ; বলিলেন, বাড়ী গিয়াই পাঠাইয়া দিব। এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই। যাহা হউক ব্রাহ্মণত আহার করিলেন। চটির অধ্যক্ষ আমাদিগকে একটি শয়নের ঘর দেখাইয়া দিল, আমরা সেখানে গেলাম। দেখিলাম, দুইজন লোক সেখানে শুইয়া আছে, ঘরের কোণে মিটি মিটি একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। ঘর দেখিয়াইত আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। যাহা হউক, অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সেইখানেই রাত্রি যাপনের মানস করিলাম। বিছানা পাড়া হইল ; ব্রাহ্মণও আমার এক পার্শ্বে শয়ন করিলেন। অপর দুইটি লোকের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটির ত মৃদু মধুর স্বরে নাসিকা ডাকিতেছিল। তাহার আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃত ; আর একটির মস্তকে যেন একটি প্রকাণ্ড থান পাগড়ির মত জড়ান ছিল। তাঁহার ভাব

দেখিয়া বোধ হইল, তিনি অসুস্থ। তাহার পর আমার সঙ্গী ব্রাহ্মণটি গল্প পাড়িলেন। তাঁহার একটি কন্যা তিনি হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়াছেন, তাঁহার ত্রিশ বিঘা লাখরাজ জমী আছে, তিনি নানাশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলে তর্কে অনেক বড় বড় পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়াছেন, ইত্যাদি।

যে লোকটি অসুস্থ ছিলেন, ভাবে বোধ হইল, ব্রাহ্মণের এই সুমিষ্ট গল্প তাঁহার হৃদয়ে শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইতে ছিল; কারণ তিনি ক্রমাগত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন এবং ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া অস্পষ্ট স্বরে কি বলিতে ছিলেন।

ক্রমে অসহ্য হইল। রক্তমাংসময় মানুষের পক্ষেই একেত ব্রাহ্মণের সেই নীরস কথাগুলি শ্রবণ করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার; তাহাতে আবার একজন অসুস্থ ব্যক্তি যেখানে শ্রোতা, ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া শ্রোতা হইতে হইয়াছে। অসহ্য হইল। লোকটি একেবারে উঠিয়া বসিল, বসিয়া অতিশয় চীৎকার করিয়া বলিল :—'শালা বামুন, তোর ত্রিশ বিঘা জমী আছেত আমার কিরে? চুপ করবি ত কর, তানা হলে একটা খুন খারাপি হবে বলচি। এই ভয়ঙ্কর চীৎকারে অপর লোকটিরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এই সময়ে প্রদীপও নিবিয়া গেল। বাহিরে তখন মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। ব্রাহ্মণের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিয়া উঠিলেন, "গুওটা নরাধম, আমি শালা? তোর চোদ্দ পুরুষ শালা।" কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য উভয় পক্ষেই নীরব। পেঁা করিয়া এক পাট ঠনঠনের চটি আমার কর্ণমূলে লাগিল। আমার যন্ত্রণায় ইচ্ছা গেল, ষাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া উঠি। কিন্তু অনেক কষ্টে সে বেগ সম্বরণ করিলাম। ধীরে ধীরে চটি পাটটি কুড়াইয়া লইলাম; এক কোণে গেলাম; যে দিক হইতে সেটি আসিয়াছিল, অন্ধকারে সেইদিক লক্ষ্য করিয়া বেগে ছুড়িলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে

ব্রাহ্মণের মস্তকে লাগিল। ব্রাহ্মণ ভয়ানক শব্দ করিয়া এক লম্ফে সেই পীড়িত ব্যক্তির উপর আসিয়া পড়িল। তাহার পর যুদ্ধ। সে যুদ্ধ কে বর্ণনা করিবে? ইলিয়ডে ট্রয়ের যুদ্ধ পড়িয়াছ, রাম রাবণের যুদ্ধ পড়িয়াছ, প্যারাডাইস লষ্ট্ এ সয়তানের যুদ্ধ পড়িয়াছ, কিন্তু এ যুদ্ধ তাহা অপেক্ষাও ঘোরতর। অন্ধকারে ক্রোধোন্মত্ত বীর-পুরুষগণের পরস্পরের প্রতি আক্রমণ, গুম গুম করিয়া কীলের শব্দ, অজস্র সাধুভাষায় গালিবর্ষণ, ইহাদের যথাযথ বর্ণনা করিতে আমি অসমর্থ। আমি অন্ধকারে মাঝে মাঝে এক একটা কীল মারিয়া স্বস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকি; যুদ্ধ আরও প্রবলতর হয়। ক্রমে একজন রণে ভঙ্গ দিলেন; কে তিনি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি উপরিস্থিত মাচার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; দুর্ব্বল মাচা সে ভর সহ্য করিতে পারিল না, বিষম শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল। তাহার পর সকলে ভয়ানক হাঁচিতে আরম্ভ করিলাম। হাঁচিতে হাঁচিতে যুদ্ধ অসম্ভব; যুদ্ধ থামিয়া গেল। হাতড়াইয়া দেখিলাম, এক বোঝা তামাক মাচার উপর ছিল; তাহারই জন্য এই ভয়ানক হাঁচি। যাহা হউক যুদ্ধ ত থামিয়া গেল, বীরগণ ক্লান্ত হইয়া যে যেখানে ছিলেন শয়ন করিলেন। বৃষ্টি ধরিয়াছে দেখিয়া আমিও সেখান হইতে যাত্রা করিলাম।

কমলপুরের সকলি ভাল। সুন্দর বৃক্ষলতা, সুন্দর উদ্যান, সুন্দর ভাগীরথীসৈকত, সুমিষ্ট পাখীর গান, সকল অপেক্ষা সুন্দর কমলপুরের উষা।

উষার বয়স যদিও ১৪। ১৫ হইবে, কিন্তু এখনও সে নিতান্ত বালিকা; সে এখনও কৃষক বালক বালিকাদের সহিত খেলা করে। যদি কোন ছেলে কাঁদে, উষা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কোলে করে। যদি কখনও কারও অসুখ করে, উষা যত্ন করিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা

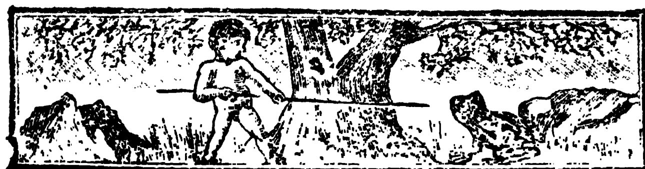
করে। এ প্রকার সরলতা, এ প্রকার অমায়িকতা, কই ভাই মানুষে ত প্রায় দেখি না। বলিতে কি উষা এ পৃথিবীর নয়, উষা যথার্থই দেববালা। উষা সুন্দরী, কিন্তু এ সৌন্দর্য্য সকলের চক্ষে ঠেকে না। অনেকক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া থাক, তাহার মানসিক ভাব গুলি একে একে আয়ত চক্ষু দুটিতে প্রস্ফুটিত হইতে দেখ, দেখিবে সে কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ; তোমার হৃদয় প্রাণ ভরিয়া যাইবে। এ সৌন্দর্য্য জুলিয়েট কি ডেসডিমোনার প্রখর সৌন্দর্য্য নয় ; মিরেন্দা কি পার্ডিটার প্রশান্ত সৌন্দর্য্য। ইহাতে চক্ষু ঝলসাইয়া যায় না, জুড়াইয়া যায়।

হরিদয়াল বাবুকে দেখিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম কি অদ্ভুত জানোয়ার দেখিতে পাইব। তোমারও বোধ হয় ধারণা আছে যে সে এক মনুষ্যদেহধারী রাক্ষস। তাহা নয়। লোকটার গভীরতা আছে। নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম, মানুষটার বিদ্যা অগাধ। ইংরেজী ভাষায় যাহা কিছু ভাল গ্রন্থ আছে, হরিদয়াল বাবু তাহার আর কিছু বাকী রাখেন নাই। লাটিন ও গ্রীক কিছু কিছু জানা আছে। তবে লোকটার মতের স্থিরতা নাই। Hobbes তাঁহার এক সময়ে গুরু ছিলেন। এখন দেখিলাম Hobbes এর উপর ভারি চটা, যাহা হউক হরিদয়াল বাবু দেখিবার উপযুক্ত লোক বটেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি তাঁর কাছে প্রায় রোজই যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

তোমার খপর কি? পদ্ম রাণীর সহিত সেই প্রকার বিবাদ চলিতেছে ত? বিবাদ না করিলে যে তুমি থাকিতে পার না। আর আর খপর ইহার পর লিখিব।

তোমার

হেমন্ত কুমার।



ষষ্ঠ অধ্যায়।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

কত যত্ন করিয়া কত দিন ধরিয়া মানুষ আশালতায় বারি সিঞ্চন করে, কতবার নির্জ্জনে বসিয়া, কত মোহন চিত্র কল্পনা করে, আশালতা কুসুমিত হইবে এই অপেক্ষায় কত দিন কত বর্ষ ধরিয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু হায়, বিধাতা আর এক প্রকার বিধান করেন। নয়নের পলকের মধ্যে সব পরিবর্ত্তিত হয়, আশালতা শুকাইয়া যায়, ওষ্ঠের হাসি ওষ্ঠে মিলাইয়া যায়, হৃদয় গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। মানব জীবনে এই রহস্য কে উদ্ভেদ করিবে।

ঐ কক্ষে ঐ যে রমনী,—কাল উহার হৃদয়ে জ্যোৎস্নার লহরী খেলিতেছিল; কাল উহার হৃদয় যদি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে, দেখিতে পাইতে ও হৃদয়ে কত সুখ কত আশা কত স্ফূর্ত্তি লুক্কাইত ছিল। কাল যদি উহার মুখ খানি দেখিতে, দেখিতে পাইতে ঐ প্রস্ফুটিত নয়ন দুটিতে হর্ষের বিজলী খেলিতেছে, ও সুন্দর ওষ্ঠ দুটি কত কষ্টে হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতেছে। দেখিতে পাইতে প্রতি

পদক্ষেপে, প্রতি অঙ্গসঞ্চালনে, প্রতি কথায় কোন লুক্কায়িত অসীম সুখ উছলিয়া পড়িতেছে।

আজ দেখ, এক দিনের পরিবর্ত্তন দেখ, অনন্ত সুখ, অনন্ত দুঃখে পরিণত, হৃদয়ভরা জ্যোৎস্না-রাশি আজ ঘন তিমিরে পরিণত, নয়নের হর্ষ বিজলী আজ নয়ন জলে পরিনত;—অনন্ত সুখ আজ অনন্ত দুঃখে পরিণত। এক দিনের অন্তরালে,—এক দিনের কেন,—এক মুহূর্ত্তের অন্তরালে, অনন্তের লীলা খেলা। মানুষ চর্ম্মচক্ষে তাহা দেখিতে পায় না।

রাত্রি ঘোর অন্ধকার। প্রতিভার হৃদয়েও ঘোর অন্ধকার। প্রতিভা আজ ভূমিতলে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে। নয়নের জলে ধরাতল সিক্ত। হতভাগিনী বুঝি কাঁদিবার জন্যই সংসারে আসিয়াছে।

ললিতের কলঙ্কের কথা নানা স্থানে রাষ্ট্র হইয়াছে। কামাখ্যা বাবুও শুনিয়াছেন। কে তাঁহার কাছে বলিয়াছে, ললিত মাতাল, ললিত একটি উপপত্নী রাখিয়াছে। কামাখ্যা বাবু কৃষ্ণদয়ালকে জানিতেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যে তাহার খুল্লতাতের পথ অনুসরণ করিবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, সুতরাং সহজেই তিনি সকল কথা বিশ্বাস করিলেন। বৃদ্ধ নিজে নির্ম্মল চরিত্রের লোক ছিলেন। ললিতের,—প্রতিভার ভাবী স্বামীর, এই প্রকার চরিত্রকলঙ্ক শুনিয়া তিনি অতিশয় ব্যথিত-চিত্ত হইলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞাও করিলেন, এপ্রকার পাপিষ্ঠের সহিত কদাচ প্রতিভার বিবাহ দিবেন না। বরঞ্চ কন্যাকে চিরজীবন অনূঢ়া রাখিবেন, তথাচ এ প্রকার নরাধমের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবেন না। এপ্রতিজ্ঞার কথা প্রতিভা শুনিল। কামাখ্যা বাবুর প্রতিজ্ঞা ভয়ানক প্রতিজ্ঞা। সকলেই বুঝিল, ললিতের সহিত প্রতিভার বিবাহ অসম্ভব। তাহার পর একদিন ললিত প্রতিভার সহিত দেখা করিতে আসিল। কামাখ্যা বাবু দ্বারবানকে হুকুম দিলেন, "শূয়ারকো

হিঁয়াসে নিকালো"। দ্বারবান ললিতকে বাটীর বাহির করিয়া দিল। প্রতিভা দূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিল।

অভাগিনী যে আশায় এতদিন বুক বাঁধিয়াছিল, সে আশার মূল-চ্ছেদ হইল; যে আশা প্রতিভার অন্ধকারময় জীবনে একটি আলোক রেখার ন্যায় ক্ষীণ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছিল, সে আশা ফুরাইল। অভাগিনীর জীবনে আর কি প্রয়োজন? যে প্রতিভার প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের দেবতা, মহামূল্য সামগ্রী, সে তাহার সম্মুখে অপমানিত হইল, প্রতিভা কোন্ প্রাণে ইহা সহ্য করিবে? সেই দণ্ডে প্রতিভার মৃত্যু হইল না কেন? সেই দণ্ডে তাহার মাতামহ তাহাকে জল্লাদের হস্তে দিলেন না কেন? সেই দণ্ডে মস্তকে বজ্র পতন হইল না কেন? তাহাকে দাঁড়াইয়া দেখিতে হইল? বালিকা রোদন করিতে করিতে বলিল:— "বুঝিয়াছি, ভগবান্, এ তোমার খেলা। হতভাগিনীকে যন্ত্রণা দিবার জন্য এ ষড়যন্ত্র তোমার। ওগো! মানুষের হৃদয় কি এত শক্ত! এত কষ্ট, এত আঘাত, বুকের উপর দিয়া যায়, তবু ভাঙ্গে না। আর কিছুতে কাজ নাই; সুখে কাজ নাই, বিবাহে কাজ নাই, ভগবান্ দয়ার সাগর তুমি, আমাকে মরণ দাও, আর কিছু চাহিব না গো! উঃ আমার প্রাণে আর যে সয়না গো! মরণ দাও, মরণ দাও!"

প্রতিভা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, মুখে কাপড় দিয়াও সে আবেগের গতি রোধ হইল না। গভীর নিশীথে সকলে নিদ্রা যাইতেছিল, বালিকার রোদন কেহ শুনিল না। আবার কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিভা বলিল:—

"তুমি আমার হৃদয়ের স্বামী, আমার স্বামী আর কেহ হইবে না। তুমি আমার প্রাণেশ্বর, তুমি আমার সব। বিবাহ হইল না, তাহাতে ক্ষতি কি? যেখানে থাকি, যেখানে যাই, তোমাকেই ধ্যান করিব,

তুমিই চিরকাল আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিবে। লোকে বলে তোমার চরিত্রে কলঙ্ক পড়িয়াছে; আমি বিশ্বাস করিনা। যদি কলঙ্ক থাকে, প্রাণেশ্বর! নিশি দিন যেখানে থাকি, আমি তোমার জন্য ভগবানের নিকট কাঁদিব, হৃদয়ে যত অশ্রু আছে ঢালিব, কলঙ্ক কি তাহাতে মুছিবে না? মুছিবে বৈকি?"

দ্বারে কে আঘাত করিল। প্রতিভা চোখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল। একজন সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রতিভা সন্ন্যাসীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল, বলিল, "পিতঃ! আজ আসিয়াছেন, বেশ হইয়াছে। আমাকে আপনার সঙ্গে লইয়া চলুন, আমি এখানে আর থাকিতে পারিনা। আপনার কন্যার আজ এই একমাত্র ভিক্ষা।"

সন্ন্যাসীর গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইল। তিনি পদতলে লুণ্ঠিতা, অসহায়া কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মুক্ত কেশপাশ, সুন্দর পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া রহিয়াছে, সুগোল বাহুযুগল ধূলায় ধুসরিত, চম্পককলিসদৃশ অঙ্গুলি গুলি তাঁহার পদযুগল আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। দুফোঁটা অশ্রু প্রতিভার পৃষ্ঠ দেশে পড়িল। ধীরে ধীরে সন্ন্যাসী প্রতিভাকে উঠাইলেন, সস্নেহে বদন চুম্বন করিয়া বলিলেন, "এস মা আমার সঙ্গে এস, তোমাকে লইতেই আমি আসিয়াছি"। এই বলিয়া সন্ন্যাসী অগ্রসর হইলেন। "যাই" এই বলিয়া প্রতিভা নিজ কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল, একটি বাক্স খুলিল, এবং তাহা হইতে একটি কৌটা বাহির করিল। ধীরে ধীরে সেই কৌটাটি খুলিল। কৌটার ভিতর কতকি ছিল; একটি ভাঙ্গা পেন্সিল, একটি শুষ্ক তাল পত্রের অঙ্গুরী, একটী শুষ্ক ফুল, কয়েক গাছি বাসি মালা, কতকগুলি চিঠি; প্রতিভা একে একে সেই গুলি দেখিতে লাগিল। বাল্যকালের স্মৃতি মনে আসিল, কমলপুরের কথা মনে পড়িল। ললিতের ভালবাসা মনে পড়িল। আহা! অভাগিনীর আর কি আছে? সংসার যখন রৌদ্রমূর্ত্তি

ধারণ করিয়া বালিকার হৃদয় দগ্ধ করিত, প্রতিভা সেইগুলি দেখিয়া, সেই গুলি বক্ষেধারণ করিয়া, হৃদয় জুড়াইত। যখন নিরাশার অন্ধকারে বালিকা নিমজ্জিত হইত, সেই কয়খানি পত্র, সেই কয়গাছি শুষ্ক মালা, সেই শুষ্ক ফুলটি তাহার হৃদয়ে আশার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিত। প্রতিভা সেই অতীতের স্মৃতি চিহ্নগুলি একে একে দিতে লাগিল, চক্ষু দুটি জলে প্লাবিত হইল, প্রতিভা আর সব ভুলিয়া গেল।

সন্ন্যাসী বাহির হইতে ডাকিলেন, "মা, এস, দেরি করিও না।" প্রতিভার তখন চমক্ ভাঙ্গিল। কৌটাটি যত্নপূর্ব্বক পরিধেয় বস্ত্রের খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া পিতার অনুবর্ত্তিনী হইল।

উভয়ে নিঃশব্দে রাজপথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। একখানি নৌকা বাঁধা ছিল, সন্ন্যাসী প্রতিভাকে লইয়া সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। নিঃশব্দে নৌকা গঙ্গাবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে চলিল।

রজনী অন্ধকার, গঙ্গার দুই পার্শ্বে অট্টালিকাগুলি যেন সুপ্ত গঙ্গাবক্ষ ভেদ করিয়া তরণী ধীরে ধীরে চলিল। অন্ধকার রজনী আলোক মালায় সুসজ্জিতা হইয়া অতিশয় শোভমানা হইয়াছিল। অন্ধকার আকাশের ভিতর দিয়া কোটী কোটী তারকা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। পূর্ণকায়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথী হেলিতে দুলিতে বীচিমালা বিক্ষেপ করিতে করিতে ছুটিতেছিল। মৃদু হিল্লোলে নৈশ সমীর গঙ্গার বক্ষ দিয়া বহিতে ছিল। সেই বিস্তৃত আকাশ-তলে শয়ন করিয়া, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী নক্ষত্রবালাদের মধুময় দৃষ্টিতে পরিপ্লুত হইয়া, সেই সুশীতল নৈশ সমীরণের কোমল করস্পর্শে প্রতিভার উত্তপ্ত হৃদয় অনেকটা শীতল হইল। নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশের পানে চাহিয়া প্রতিভার মনে হইল, "এই বিশাল রাজ্য, ইহাতে কি আমার আশ্রয় স্থান মিলিবে না? মিলিবে বৈকি? আমার প্রাণ

জুড়াইবার কোন সামগ্রী মিলিবে না? মিলিবে বৈকি?" এই ভাবিতে ভাবিতে অনাহারে ও পরিশ্রমে ক্লান্তা বালিকা ঘুমাইয়া পড়িল। আহা কিছুক্ষণের জন্য দুঃখিনী শোক তাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

ক্রমে অন্ধকার অপসৃত হইল, ঊষার রক্তিমচ্ছটা পূর্ব্বদিক আলোকিত করিল, নৌকা তীরে লাগিল। প্রতিভা তখনও ঘুমাইতেছিল। প্রভাত সমীরণ ধীরে ধীরে প্রতিভার সুচিক্কণ কেশগুলি প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় ঘুমন্ত মুখখানির উপর ছড়াইয়া দিতেছিল। প্রশস্ত নয়ন যুগল নিদ্রাভরে নিমীলিত, অশ্রুজলের চিহ্ন এখনও সুন্দরীর বদন মণ্ডল হইতে বিশুষ্ক হয় নাই। একটি বাহুর উপর মস্তক রক্ষিত ছিল, আর একটি বাহু বক্ষের উপর সংস্থাপিত ছিল। সুন্দর অধর দুটি ঈষৎ বিভিন্ন। প্রতিভা তখন ও ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। সন্ন্যাসী অনিমেষলোচনে কন্যার অতুলনায়রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। প্রভাতসমীরণ সংস্পর্শে ঈষৎ শীত বোধ হইতেছিল বলিয়া, সন্ন্যাসী সযত্নে অন্য বস্ত্রের অভাবে রক্ষ পাইলখানি দ্বারা প্রতিভার সুকুমার দেহ আবৃত করিয়া দিলেন, এবং একদৃষ্টে কন্যার সেই ঘুমন্ত মুখখানির পানে চাহিয়া রহিলেন। কে জানে কেন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কে জানে কেন সন্ন্যাসীর চক্ষে দুফোঁটা জল আসিল। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বলিলেন, "হতভাগিনী কেবল দুঃখের বোঝা বহিতে এ সংসারে আসিয়াছিল, এ সুকুমারী বালিকার কপালে কি সুখ নাই? তুমিই জান দেব, তুমিই জান।"

প্রতিভার নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রতিভা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোন এক নূতন দেশে আসিয়াছে। আহা সেই সময়ে বালিকার সেই বিষাদপূর্ণ মুখখানির অসহায় ভাব দেখিলে পাষাণের হৃদয় গলিয়া যাইত। সন্ন্যাসী মুখ ফিরাইলেন। কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা এস, আমাদের আশ্রমে আসিয়াছি। ঐ দেখ আমাদের কুটীর। ধীরে ধীরে উভয়ে তীরে উঠিলেন। স্থানটি অতি নির্জ্জন, চতুর্দ্দিক নিবিড় জঙ্গলে বেষ্টিত। ধীরে ধীরে উভয়ে সে কুটীরে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "দেখ মা, এখানে তোমাকে কিছু দিনের জন্য থাকিতে হইবে। থাকিতে পারিবে ত?" প্রতিভা উত্তর করিল, "বেশ থাকিতে পারিব।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা, তোমার অতীত জীবন ভুলিয়া যাও, সে সুখ সম্পদ এখানে পাইবে না। এ জীবন অতি কঠোর জীবন; এখানে তোমার কেহ সহচরী হইবে না, এখানে আসিয়া কেহ তোমার সহিত সুমিষ্ট আলাপ করিবে না। তোমার সেবার জন্য দাসদাসী থাকিবে না। তোমাকে এ বস্ত্র, এ অলঙ্কার পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঐ দেখ তোমার পরিধেয় বস্ত্র।" প্রতিভা চাহিয়া দেখিলেন, কুটীরের এক পার্শ্বে কয়েক খানি গৈরিক বসন রহিয়াছে।

সন্ন্যাসী আবার বলিলেন, "এইখানে বসিয়া আমি তোমাকে শিক্ষা দান করিব। সে শিক্ষার প্রভাবে মা তুমি সাংসারিক সুখ দুঃখ তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। তুমি আর শোকে অধীরা হইবে না; সুখে চঞ্চল হইবে না, বিপদে ধৈর্য্যচ্যুত হইবে না। তোমাকে আত্ম-সংযম করিতে শিখাইব; তোমাকে ভগবানের কথা শুনাইব। এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ যিনি তাঁহার ধ্যানে তুমি বিমল আনন্দ লাভ করিবে।"

প্রতিভা। পিতা সংসারের সকল কথাই কি ভুলিয়া যাইতে হইবে?

সন্ন্যাসী। সাংসারিক সকল কথাই ভুলিতে হইবে।

প্রতিভার মুখ যেন বিশুষ্ক হইয়া গেল। সন্ন্যাসী তাহা দেখিতে পাইলেন, বুঝিলেন, বলিলেন, "ভয় নাই, ভয়ের কোন কারণ নাই। তুমি যাহা সংসারের বস্তু বলিয়া ভাবিতেছ, তাহা বাস্তবিক স্বর্গীয় বস্তু।

ভালবাসা পার্থিব পদার্থ নয়, কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিবিশেষ চরিতার্থ করিবার লালসাকে লোকে ভ্রমক্রমে ভালবাসা বলে। তাহা পার্থিব পদার্থ, তাহাই ভুলিবার কথা বলিতেছি। বুঝিলে মা? ভালবাসা যখন দেহকে আশ্রয় করে তখনই তাহা নিকৃষ্ট পশুপ্রবৃত্তি। এ ভালবাসা, প্রকৃত ভালবাসা নয়। দেহের সহিত ইহাও বিলীন হয়। আমি যে ভালবাসার কথা বলিতেছি তাহা দেবতার ভোগ্যবস্তু, তাহা অসীম। দেহক্ষয় হইলে সে ভালবাসার ক্ষয় হয় না। বল দেখি মা, তুমি যাহাকে ভালবাস; সে যদি চিরকাল ব্যাধিগ্রস্ত, খঞ্জ, কুরূপ হয়, তবে কি আর তাহাকে ভালবাসিবে না?"

প্রতিভা। বাসিব বই কি? দেহের অবস্থান্তর ঘটিলে কি ভালবাসা যায়? কখনই না।

সন্ন্যাসী। তবে এত ক্ষণে তুমি বুঝিয়াছ।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল হইয়াছে। বালসূর্য্যের মনোহর রশ্মি গবাক্ষ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া ললিতের শয্যার উপরি ভাগে পতিত হইয়াছে। ললিত তখনও শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত। শয্যায় শয়ন করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন।

প্রতিভার পলায়নের কথা নানা স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ললিতের কলঙ্কের কথাও ললিত শুনিয়াছে। নানাস্থানে রাষ্ট্র হইয়াছে যে মলিনা ললিতের উপপত্নি। প্রতিভার পলায়ন অপেক্ষা মলিনার চরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ, ললিতের হৃদয় অধিকতর ব্যথিত করিয়াছিল। ললিত ভাবিতে লাগিলেন, "আমার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিলে আমার কিছুই ক্ষতি নাই, লোকে আমাকে কোন কথাই বলিবে না; কিন্তু নিরপরাধিনী মলিনার যে সমূহ ক্ষতি। সে যদি এ কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে সে কি ভাবিবে? হয়ত লজ্জায় আত্মহত্যা করিবে। কিন্তু এক সদুপায় এখনও আছে। ইচ্ছা করিলে আমি মলিনাকে মিথ্যা কলঙ্কের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারি। তাহাকে যদি বিবাহ করি, তাহাকে যদি ধর্ম্মপত্নী বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে পারি, তাহা হইলে এ কলঙ্ক দূর হয়। আহা হতভাগিনীকে

সকলে গরিব বলিয়া ঘৃণা করে। আমি যদি তাহাকে বিবাহ করি, তাহা হইলে বোধ হয় অসহায়া বালিকার বিশেষ উপকার করা হয়। অজ্ঞাতকুলশীলা বালিকাকে বিবাহ করিব, লোকে হয়ত আমাকে কত কি কথা বলিবে। ক্ষতি নাই, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই। লোক গঞ্জনার ভয় যে করে সে ত ভীরু, সে ত কাপুরুষ। কিন্তু আর এক কথা। প্রতিভাকে যে ভাল বাসি, তেমন করিয়া ত মলিনাকে ভাল বাসি না। তেমন কি তাহার, শতাংশের এক অংশও নয়। প্রতিভা আমাকে না বলিয়া কোথায় গিয়াছে, সত্য; আমার কলঙ্কের কথা শুনিয়া প্রতিভা আমাকে ঘৃণা করিতে পারে, সত্য; আমাকে বিবাহ না করিতে পারে, সত্য; কিন্তু তথাচ প্রতিভার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভালবাসার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। যে হৃদয় অন্যকে সমর্পিত হইয়াছে তাহা কি আর কাহাকেও দেওয়া যায়?

ললিত ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, "দেওয়া যায় না সত্য বটে, কিন্তু আমি ত নিজের সুখের জন্য বিবাহ করিতেছি না। নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত ত একজন দরিদ্র অসহায়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিতেছি না। আর এ বিবাহ যে কেবল অসুখের কারণ হইবে, তাহাও নয়। মলিনা সুখী হইবে, আমিও সুখী হইব না একথা বলিতে পারি না। মলিনার সুখ দেখিলে আমিও সুখী হইব। প্রতিভা কোথায় গিয়াছে, কেমন আছে তাহা জানি না। যদি প্রতিভা বাঁচিয়া থাকে, যদি কখনও দেখা হয়, তখন বিনীতভাবে তাহাকে বলিব, 'প্রতিভা, মানুষে যতদূর ভালবাসিতে পারে, তাহা অপেক্ষাও তোমাকে বেশী ভাল বাসিয়াছিলাম, এখনও তোমাকে সকল অপেক্ষা ভালবাসি। কিন্তু বিধাতার কি প্রকার বিধান, আমাদের বিবাহ হইল না। আমার দোষ ক্ষমা কর।' প্রতিভা দয়াশীলা, প্রতিভা ক্ষমাময়ী, আমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবে। এই ভাবিতে ভাবিতে ললিতের চক্ষু দুটি

জলে প্লাবিত হইল। ললিত একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'মানুষ এক প্রকার ইচ্ছা করে, কিন্তু আর এক প্রকার হয়।'

সে দিন সন্ধ্যার সময় ললিত নিজে মলিনাকে এই কথা বলিবেন স্থির করিলেন। ভাবিলেন, মলিনা অতি আনন্দের সহিত এ প্রস্তাবে সম্মতি দিবে।

সন্ধ্যা হইলে ললিত মলিনার কক্ষে গমন করিলেন। মলিনা যে কক্ষে শয়ন করিত, সেটি একটি ক্ষুদ্র ঘর, কিন্তু কৃষ্ণদয়াল বাবুর অনুমতিক্রমে উত্তমরূপে সজ্জিত। মলিনা মেজেয় একটি বিছানা পাতিয়া কি লিখিতেছিল। ললিত যে সকল কবিতা লিখিতেন, সেগুলি মলিনাকে দিতেন। মলিনা সেগুলি লইয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া একটি খাতায় লিখিয়া রাখিত এবং সময়ে সময়ে ললিতকে দেখাইত। মলিনা অতি সুন্দর লিখিতে পারিত। মলিনা ললিতকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া উঠিল। ললিত একখানি ভিন্ন আসনে উপবেশন করিলেন।

মলিনা সহর্ষ-চিত্তে ললিতকে তাঁহার কবিতা শুনাইতে আরম্ভ করিল। মলিনার সুমিষ্ট কণ্ঠে পঠিত হওয়ায় কবিতাগুলি আরও যেন মনোরম হইয়াছিল। পাঠ শেষ হইলে মলিনা বলিল, "তুমি এমন সুন্দর কবিতা লেখ কেমন করিয়া?"

ললিত হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি ত খুব সুন্দর বল, কই আমার ত তত ভাল বলিয়া বোধ হয় না।" এই বলিয়া ললিত ধীরে ধীরে মলিনার হস্ত হইতে পুস্তকখানি লইলেন, এবং ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "মলিনা, তোমাকে আজ একটী কথা বলিতে আসিয়াছি।" ললিতের মুখ গম্ভীর হইল; মলিনা ললিতের গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া ঈষৎ ভীতা হইল, কি জানি কি সংবাদ তাহার কর্ণগোচর হইবে। ললিত যদি তাহাকে অন্য কোন স্থানে পাঠাইয়া দেন, যদি

তাহাকে সেখানে রাখিয়া ললিত অন্য কোন স্থানে যান, তবে কি হইবে? মলিনা অতিশয় ব্যগ্র হইয়া বলিল, "কি বল, কোন কুসংবাদ নয় ত? আগে বল তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না, তবে শুনিব।"

ললিত। তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না, বরং তোমাকে যাহাতে চিরজীবন নিকটে রাখিতে পারি, তাহারই কথা বলিতেছি।

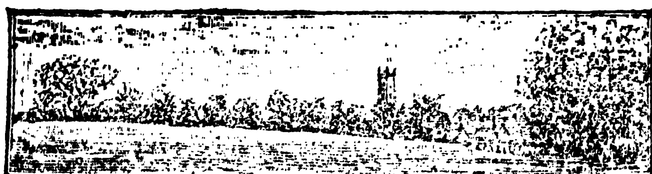
মলিনা অতিশয় আনন্দিতা হইয়া বলিল, "তবে কি বল।"

ললিত ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "মলিনা আমি তোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি; তোমার তাহাতে অমত আছে?"

মলিনা দাঁড়াইয়াছিল; এই কথা শুনিয়া তাহার বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল, তাহার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে লাগিল কি জানি কেন সহসা মস্তক বিলোড়িত হইল। মলিনা পতনোন্মুখ হইল, কিন্তু পড়িল না; ললিত কুসুম-স্তবক-সদৃশ সেই সুকুমার দেহ খানিকে দুই হস্তে ধারণ করিলেন, এবং মূর্চ্ছিতাবস্থায় তাহাকে নিকটস্থ শয্যায় শায়িত করিলেন।

মুখমণ্ডলে অনেকক্ষণ শীতল বারি সিঞ্চন করিলে, মলিনার চৈতন্য হইল: প্রশস্ত চক্ষু দুটি প্রস্ফুটিত হইল। মলিনা অনেকক্ষণ ললিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, চাহিতে চাহিতে সমস্ত মুখ-মণ্ডল আরক্তিম হইল, আবার চক্ষু দুটি মুদিত হইল। ললিত আর সেদিন কিছু বলিবেন না স্থির করিলেন, এবং মলিনার সেবা শুশ্রূষার জন্য একজন দাসীকে ডাকিয়া দিয়া নিজ কক্ষাভ্যন্তরে গমন করিলেন।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন ললিত শয্যা হইতে উঠিয়াই দেখিলেন, তাঁহার পদপ্রান্তে একখানি চিঠি রহিয়াছে। দেখিলেন, মলিনার হস্তাক্ষর। ভাবিলেন, মলিনা লজ্জায় উত্তর দিতে না পারিয়া লিখিয়া বিবাহের সম্মতি দিয়াছে। তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিলেন; যাহা পড়িলেন, তাহাতে মুখ বিষণ্ণ হইল, নয়নে জল আসিল। মলিনা লিখিয়াছে:—

"আমার মাথা ঘুরিতেছে, হাত কাঁপিতেছে, কি লিখিতেছি জানিনা। আমি চলিলাম; আমি ক্ষুদ্র অন্ধকারের কীট, আমার এতখানি আলো সহ্য হইল না।

আমার আর কে আছে? তুমিই আমার সব। আমি কিছু জানিতাম না, কোথায় জগতের এক কোণে পড়িয়াছিলাম; তুমি আমাকে কুড়াইয়া আনিলে, আমাকে কত সুখে রাখিলে, কত সদুপদেশ দিলে, কত ভাল পুস্তক পড়াইলে, কত ভাল বাসিলে। ওগো এত করিয়া কেন ভাল বাসিলে? দুঃখিনীর তাহা যে সহ্য হইল না। যদি এমন করিয়া ভাল না বাসিতে, যদি একটু কম করিয়া ভাল বাসিতে, দাস

দাসীকে যেমন চক্ষে দেখ, সেই চক্ষে যদি দেখিতে, দেব, তাহা হইলে তোমার নিকট হইতে দূরে যাইতাম না।

আর একজন আছে, এখন কোথায় আছে জানিনা, তারও হৃদয় তোমার মত উদার, তারও মন তোমার মত উচ্চ। এ সংসারে তাহাকে দেবীর ন্যায় ভক্তি করি। সে প্রতিভা। সহায়সম্পত্তিবিহীনা দুঃখিনী যখনই বিপদে পড়িয়াছে, তখনই তোমরা দুইজন তাহাকে আশ্রয় দিয়াছ; শোকে অভিভূত হইলে মধুর সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ। তোমাদের দয়া ও স্নেহের কথা জীবন থাকিতে ভুলিব না।

তাহার পর শুনিলাম, তুমি প্রতিভাকে ভালবাস। অনেকবার প্রতিভার নাম করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াছ, আমি তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তোমাদের বিবাহ হইবে শুনিয়া আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আমি ভাবিলাম, এইবার দুই জনের সেবা করিয়া জনম সার্থক করিব। ভগবান জানেন, এভিন্ন অন্য কোন উচ্চ আশা দুঃখিনীর হৃদয় অধিকার করে নাই।

প্রতিভা এখন চলিয়া গিয়াছে। যেখানে যাক, যেখানে থাক, সে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। আমি নিশ্চয়ই জানি, তোমাদের বিবাহ হইবেই হইবে। প্রতিভা তোমার জন্য, তুমি প্রতিভার জন্য।

কাল রাত্রে যে কথা বলিয়াছিলে, তাহা মনে করিতে এখনও লজ্জা হয়। আমি কত নীচ, আর তুমি কত উচ্চ; আমি কত ক্ষুদ্র, আর তুমি কত মহৎ। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমি এত দয়ার উপযুক্ত নই, আমি এত অনুগ্রহের যোগ্য নই। তুমি দেবতা, আমার অপরাধ লইও না। গুরু তুমি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার কথা রাখিতে পারিলাম না। এত আলো আমার চক্ষে সহ্য হইল না; আমি চলিলাম;—

আবার অন্ধকারের মধ্যে লুকাইব। আর অন্বেষণ করিয়া বাহির করিও না। আমি যেমন ব্যক্তি, আমার পক্ষে সেই জীবনই ভাল।

প্রতিভার অলঙ্কার গুলি রাখিয়া গেলাম। তোমার পুস্তক গুলি অতিশয় আদরের সামগ্রী ছিল, তাহাও রাখিয়া গেলাম। আমার সবই রাখিয়া গেলাম; মাঝে মাঝে সে গুলিকে দেখিয়া অভাগিনীকে স্মরণ করিও। ভগবান তোমাকে সুখে রাখুন। তোমার যশ, তোমার গৌরব, সর্ব্বত্র ঘোষিত হউক। জগতের মঙ্গলব্রতসমূহে তুমি ব্রতী হও। আর যদি কখনও মলিনা স্মরণপথে পতিত হয়, তখন ভাবিও যে হতভাগিনী তোমাদেরই কথা ভাবিতেছে, তোমাদেরই কল্যাণ কামনা করিতেছে।

আমার আর দুঃখ কষ্টকে ভয় নাই। এত ভালবাসা যে পাইয়াছে তাহার আবার দুঃখ কষ্টকে ভয় কি? তোমার ভালবাসা, তোমার দয়া, এক দিকে, আর জগতের সমুদয় কষ্ট এক দিকে। তোমার দয়ারই বল বেশী, তোমার ভালবাসারই জয় নিশ্চয়ই। আমার জন্য ভাবিও না।

পুঃ—

যদি বাঁচিয়া থাকি, তোমাদের বিবাহ হইলে একবার তোমাদিগকে দেখিতে আসিব। তখন তোমার পদপ্রান্তে আশ্রয় যাচ্ঞা করিলে অভাগিনীকে যেন স্থান দিও। অভাগিনীর আর কেহ নাই।"

ললিত দুইবার তিনবার পত্রখানি পড়িলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মলিনা তুমি নীচ! আমি উচ্চ! তোমার যোগ্য আমি নই। মলিন হীরকখণ্ড আমি ছিলাম, এখন তোমার প্রভায় জগৎ আলোকিত।" কাঁদিতে কাঁদিতে ললিত বাটীর বাহির হইলেন, এবং মলিনার অন্বেষণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। প্রতিভার গৃহত্যাগে ললিত এ প্রকার ব্যাকুলচিত্ত হন নাই; প্রতিভার গৃহত্যাগের কারণ

তিনি নন, কিন্তু মলিনার গৃহত্যাগের কারণ তিনি। কি দিলে মলিনা ফিরিয়া আসে, ললিত তাহাই দিতে সম্মত। কিন্তু মলিনা কি আর ফিরিবে? দুঃখিনীর সুখেও শান্তি নাই। যে সুখের আশা কল্পনার অতীত, সে সুখ মোহিনীবেশ ধারণ করিয়া মলিনার সম্মুখে উপস্থিত হইল, কিন্তু অভাগিনী সে সুখ দেখিয়া ভয়ে ছুটিয়া পলাইল। সুখ আর দুঃখ, এ দুইয়ের তবে প্রভেদ কই?





চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বর্ষাকাল। ভাগীরথী পূর্ণকায়, দুইকূল প্লাবিত করিয়া নক্ষত্র-বেগে ছুটিতেছে। শ্যামল ধান্যক্ষেত্র চারিদিকে বিস্তৃত। বর্ষাসমাগমে বৃক্ষ লতা পুষ্পাদি সতেজে শীর্ষ উত্তোলন করিয়া শোভা পাইতেছিল। কমলপুর গ্রামটি প্রকৃতির মনোরম সজ্জায় সজ্জিত। মধ্যাহ্ন কালে গ্রামটি নিস্তব্ধ হইয়াছে; মাঝে মাঝে কেবল সুকণ্ঠ সুখপালিত বিহগ বিহগীর গীতিধ্বনি শোনা যাইতেছিল। কৃষকগণ মাঠে গিয়াছে; কৃষকপত্নীগণ রন্ধনাদি কার্য্যে নিযুক্ত।

একটি কৃষকের গৃহে কেবল আজ বিষাদের চিহ্ন বর্ত্তমান। বাটীর সকলেই ম্রিয়মাণ। কৃষকের ছোট ছেলেটির অসুখ আজ বাড়িয়াছে। তাহার বয়স ৪।৫ বৎসর। সকলেই অস্থির হইয়াছে। এমন সময় একজন রমণী আসিলেন। সকলে সম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলের মুখেই যেন আশার চিহ্ন দেখা দিল। একটি স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল, "আর ভয় কি, আমাদের মা এসেছেন"। এই নবীনা জননী আমাদের উষা; উষা এই বালিকা বয়সেই জননী হইয়াছেন। উষা গৃহে প্রবেশ করিলেন; পীড়িত সন্তানের মাতা কাঁদিয়া উঠিল। উষা বলিলেন, "চুপ কর, কাঁদিলে কি হইবে?"

ছেলেটি এতক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়াছিল; উষার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া চক্ষু মেলিল এবং সজল নেত্রে উষার পানে চাহিয়া রহিল, ও কোলে যাইবার জন্য হস্ত দুটি ঈষৎ প্রসারিত করিল। কথা কহিতে পারিল না। উষা ছেলেটিকে তাহার মাতার কাছ হইতে লইয়া আপনার কোলে শয়ন করাইলেন। আহা! সেই তৃণাচ্ছাদিত কুটীরের কি শোভা হইল! সেই সুন্দরী অন্নময়ী জননী সন্তান ক্রোড়ে করিয়া উপবেশন করিলেন। সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আর ভয় নাই"। উষা সন্তানের পিতাকে ডাকাইলেন; বলিলেন, "এখানে একজন নূতন ডাক্তার আসিয়াছেন; তাঁহার নাম হেমন্ত বাবু। তাঁহাকে শীঘ্র করিয়া ডাকিয়া আন।"

কৃষক। মা, তিনি যে বড়লোক, আমি যে অতি গরিব। তিনি গরিবের বাড়ী আসিবেন কেন? আমি ত তাঁর টাকা দিতে পারিব না।

উষা। তিনি বোধ হয় তোমার কাছে কিছু নেবেন না। যদি নেন টাকা আমি দোবো, তার জন্য চিন্তা করিও না। এখন শীঘ্র যাও।

কৃষক দৌড়িতে দৌড়িতে ডাক্তার ডাকিতে গেল।

হেমন্তবাবু আসিলেন। উষা হেমন্তবাবুকে দেখিয়া একটু লজ্জিত হইল, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য।

হেমন্ত অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন। হেমন্ত যখন উষার ক্রোড়স্থিত শিশুটির হস্তটী স্বীয় হস্তে লইয়াছিলেন, কি জানি কেন তাঁহার হস্তটি কাঁপিতেছিল।

হেমন্ত বলিলেন, "ব্যারাম শক্ত বটে। ছেলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। ব্যারামের প্রথম অবস্থায় আমাকে ডাকা উচিত ছিল। যাহা হউক, এখনও ঔষধ দিবার সময় আছে। তোমরা কেউ শীঘ্র আমার সঙ্গে এস, আমি ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি। আমি আবার খানিক পরে আসিব।"

এই সময়ে কৃষকের পত্নী সজলনয়নে কৃতজ্ঞতাপূর্ণহৃদয়ে ডাক্তার-বাবুর নিকট দাঁড়াইয়া এবং আপনার হাতের রূপার তাবিজ গাছটি ডাক্তার বাবুর পদতলে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "বাবু, এখন এই নাও, আমাদের হাতে টাকা হ'লে টাকা দিয়া ও গাছটি খোলসা করিয়া আনিব। আমরা বড় গরিব, বাবু।" হেমন্ত সেখানে একটু দাঁড়াইলেন, ও একটু যেন লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "লোকের নিকট টাকা লওয়াই আমার ব্যবসা বটে, কিন্তু বাছা, আমি এখনও এমন নির্দ্দয় পাষণ্ড হই নাই, যে তোমার অলঙ্কার খানি কাড়িয়া লইব। তোমরা গরিব লোক জানি। গরিবের উপকার করিয়া আমি যে সুখ পাই, এক ঘর টাকা পেলেও সে সুখ পাইনা। তোমার অলঙ্কার নাও বাছা; ভগবানের কৃপায় যদি তোমার ছেলেটিকে বাঁচাইতে পারি, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার হইবে।" হেমন্ত আর দাঁড়াইলেন না, দ্রুতবেগে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সেখানে একজন ভিন্ন-গ্রামের বুড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল "আহা এমন লোক কি হয় গো। মেয়েটিরও যেমন দয়া, তার সোয়ামিরও সেই রকম দয়া; ভগবান ওদের ধন পুত্রে বাঁচিয়ে রাখুন।"

বুড়ীর ভ্রম দেখিয়া অনেক স্ত্রীলোক হাসিয়া উঠিল। ঊষাও অতিশয় লজ্জিত হইল। আর একজন বুড়ীর ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়া বলিল, "ওগো, ও মেয়েটির এখনও বিয়ে হয় নাই ডাক্তারবাবু ওঁর স্বামী নন।"

বুড়ী নিজের ভ্রমে কিছুমাত্র লজ্জিতা না হইয়া বলিল, "যদিও বিয়ে হয় নাই, কিন্তু উনিই মেয়েটির উপযুক্ত পাত্র; এমন বরকনে দেখ্‌লে চোখ জুড়ায়।"

উপস্থিত কেহই উত্তর দিলনা, কিন্তু সকলেই যে মনে মনে এ বিবাহের পোষকতা করিল না, তাহা কে বলিবে?

ঔষধ আসিল; উষা যথানিয়মে ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন। হেমন্তও আর একবার আসিলেন। ৪। ৫ ঘণ্টা ঔষধ সেবনের পর রোগের অনেক উপশম হইল। হেমন্তকুমার শোকার্ত্ত পিতা মাতাকে আশ্বাস দিলেন যে তাহাদের সন্তান বাঁচিবে। হেমন্তের ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। উষারও হেমন্তকে ভাল লাগিল।

রাত্রিতে যদি পীড়ার বৃদ্ধি হয়, এজন্য হেমন্ত রাত্রিতে থাকিবার মনস্থ করিলেন। এজন্য উষাকে আর থাকিতে হইল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই উষা বাটী ফিরিয়া আসিলেন। পশ্চিম আকাশ নানাবর্ণে চিত্রিত হইয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। সন্ধ্যা-সমীর ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া বহিতেছিল, এবং শ্যামল ধান্যগুলিকে তরঙ্গায়িত করিতেছিল। উষা একাকী সেইদিক দিয়া যাইতেছিলেন। কত চিন্তা তাঁহার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। প্রধান চিন্তা এই—"বিবাহ করিলেই যে কর্ত্তব্য কার্য্যের হানি হয়, তাহা ঠিক নয়। অনেক সময়ে ইহা সুফল প্রসব করে।"

বুড়ীর কথাটা মনে আসিল। সেখানেও, সেই নির্জ্জনস্থানেও, লজ্জায় উষার বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। উষা অনেকবার সে কথা ভুলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অজ্ঞাতসারে সেই চিন্তাই পুনঃ পুনঃ মনোমন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

শেষে ফল এই দাঁড়াইল, উষার বিবাহ সম্বন্ধে মতামতের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল।





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কমলপুর ও নিকটস্থ আর আর গ্রাম সমূহে হেমন্তকুমারের সুখ্যাতি দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতেছিল। দরিদ্রের উপকার এবং পীড়িত ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষার জন্য হেমন্তকুমার ও উষার নাম এক সঙ্গে কীৰ্ত্তিত হইত। উষা ও হেমন্তকুমারকে কমলপুরের কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেই দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত।

উষাও দিন দিন হেমন্তকুমারের অমায়িক ভাবে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে মধ্যে এই প্রকার দরিদ্রের কুটীরে সাক্ষাৎ হইত। পরসেবাব্রতে উভয়ে নীরবে এই প্রকার উভয়ের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

ভালবাসা কিসে হয়? রূপ দেখিয়া না গুণ দেখিয়া? কিছুতেই না। ভালবাসা আপনা আপনি জন্মে। ভালবাসা মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি। তবে রূপ গুণ ভালবাসাকে উত্তেজিত করে এই মাত্র। মানব-জীবনে এমন এক সময় আসে, যে সময়ে এক হৃদয় আর একটি হৃদয় অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করে; আপন হৃদয়ের আশা, ভরসা, চিন্তা, সুখ, দুঃখ, আর একটি হৃদয়ে রাখিতে ইচ্ছা করে; এমন

এক জনকে চায়, যে সে তাহার সুখে সুখী হয়, দুঃখে দুঃখী হয়, কি
সহায় হয়, যাতনায় সহানুভূতি প্রকাশ করে। হৃদয়ের এই
আকাঙ্ক্ষা, প্রাণের এই পিপাসা, মনুষ্যজীবনের এই
সকলেই এক সময়ে না এক সময়ে অনুভব করিয়াছেন।
আকাঙ্ক্ষার কতক পরিমাণে নিবৃত্তি করে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে
না। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা বন্ধুর নিকটও পাওয়া
কিন্তু আর একজন আছে, যাহার হৃদয়ে হৃদয় একবারে
পারি, যাহার নিকট হৃদয়ের এমন কোন ভাব নাই যাহা
থাকিতে পারে, প্রাণের এমন কোন কথা নাই যাহা
পারে। স্বামী ও স্ত্রী কি পবিত্র সম্বন্ধ! পিতা মাতা,
বন্ধু, আত্মীয়, এই সকল সুমিষ্ট ও স্বর্গীয় সম্বন্ধের পবিত্রতা,
উপকারিতা কেমন একাধারে বর্ত্তমান।

ঊষার হৃদয় মহান্ চিন্তাতে পরিপূর্ণ। কি প্রকারে
গঠন করিবেন, কি প্রকারে প্রাণের বাসনাগুলি কার্য্যে পরি
তৎসম্বন্ধে ঊষা অনেক উপায় স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু
হয়, তাঁহাকে সহানুভূতি দেখাইবার, তাঁহার সহিত
দান করিবার সঙ্গী কেহ ছিল না। হরিদয়াল বৃদ্ধ,
কার্য্য করিবার বয়স তাঁহার আর নাই। ললিত বিদেশে
বড় একটা রাখে না। প্রতিভা বোধ হয় তাহার সঙ্গিনী
কিন্তু প্রতিভা বহুদূরে। এইরূপ চিন্তা কখন কখন
আসিত।

বুড়ীর কথা শুনিয়া অবধি ঊষার একটা সংশয় দূর
বিশ্বাস হইয়াছে, এমন পুরুষ ও এমন স্ত্রীলোক থাকিতে পারেন,
বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলেও পরস্পরের কার্য্যের বিঘ্ন না
পরস্পরের সহায়তা করিতে পারেন। নিজের সুখ ও স্বার্থ নি

বিবাহ দ্বারা মহত্তর উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, ইহা উষা পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই।

সন্ধ্যা-আকাশে নক্ষত্রগুলি একে একে ফুটিতেছে, উষারও অন্তরে এক একটি করিয়া কত চিন্তা উদিত হইতেছে। হরিদয়াল আপন ঘরে বসিয়া আছেন ও সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন। উষা বাহিরে বারেন্দার সোপানের উপর বসিয়াছিল। সম্মুখস্থ উদ্যানে শত শত বেলফুল, যুই, রজনীগন্ধা ফুটিয়া রহিয়াছে। ধীরে ধীরে সায়াহ্ন সমীরণ বহিতেছে। উষা গণ্ডদেশে হস্ত রাখিয়া গাঢ় চিন্তায় নিমগ্না।

উষা কি হেমন্তকুমারকে ভাল বাসিয়াছে? তাহার উত্তর দিতে আমরা সমর্থ নই, কিন্তু কি জানি কেন, উষা হেমন্তকুমারকে দেখিলে লজ্জিত হয়। কি জানি কেন, উষা হেমন্তকুমারের কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শুনিতে ভাল বাসে। কি জানি কেন, হেমন্তকুমারের প্রশংসায় উষার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে। লক্ষণ দ্বারা যদি বস্তুর গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তবে এ লক্ষণগুলি কিসের পরিচায়ক, সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

উষার প্রতিজ্ঞা বুঝি ভঙ্গ হয়। অনেকে ইহাকে উষার চরিত্রের দুর্ব্বলতা বলিবেন। কিন্তু ইহা কি সত্য? কখনই না। হৃদয়ের আবেগে, কর্ত্তব্য কর্ম্মের বশীভূত হইয়া, উন্নতি কামনায়, আমরা কত-বার কত শত সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, কতবার জীবনের পথে অগ্রসর হইবার জন্য কত শত সাধু সংকল্প করি; কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে, কালের শিক্ষাপ্রভাবে, মতের পরিবর্ত্তনও অবশ্য-ম্ভাবী। কল্য যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা মিথ্যা হইতে পারে। কিছুকাল পূর্ব্বে, কোন বিশেষ কার্য্য সাধন করিবার জন্য, যে বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। মত পরিবর্ত্তন মানবের উন্নতির সোপানস্বরূপ। জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে মত পরিবর্ত্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"ভাই সুরেশ,

আমিও এখন সীজরের ন্যায় বলিতে পারি, "আসিলাম," "দেখিলাম," "জিতিলাম"। যে একদিন উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় অনন্ত আকাশে বিরাজ করিত, সে আজ ধরাতলে নামিয়াছে। ইহাতে সৌন্দর্যোর বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় নাই। গগনমণ্ডলে নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে সে একজন ছিল। সৌন্দর্য্য তত প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু নামিয়া আসায় তাহার সৌন্দর্য্যচ্ছটা চারিদিক আলোকিত করিয়াছে! যে ঊষা একদিন বিবাহ করিব না বলিয়াছিল, সে আজ আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত। আমার মত গুণহীন যুবকের এ মহামূল্য রত্নলাভ, মহাবীর সীজর কিম্বা আলেক্‌জেণ্ডারের দিগ্বিজয় অপেক্ষা অধিক গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

ভালবাসা কি বুঝিতাম না, কিন্তু এইবার বুঝিয়াছি। ভালবাসার শক্তি এইবার পরীক্ষা করিয়াছি। কবিগণের প্রেমিকের বর্ণনা পড়িয়া হাসিতাম। প্রেমিক একবার হাসিতেছেন, একবার কাঁদিতেছেন, একবার আশায় নৃত্য করিতেছেন, একবার নিরাশায় বক্ষে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, এ সকল অতিশয় অস্বাভাবিক বলিয়া

বোধ হইত। কিন্তু তাহার এক বিন্দুও মিথ্যা নয়, এক চুলও রঞ্জিত নয়। প্রেম নির্জীবকে জীবন দেয়, অলসকে কার্য্যদক্ষ করে, মূককে বাক্‌শক্তি প্রদান করে, ভীরুকে সাহসী করে। কবিগুরু সেক্সপীয়ার যে প্রেমিককে পাগলের সহিত তুলনা করিয়াছেন, ইহা যে সত্য, তাহা নিজের দিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। সে দিনের কথা মনে করিলে এখনও লজ্জা হয়। তখনও সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে অস্ত যায় নাই; তখনও গাছে পালায়, নদীবক্ষে, শ্যামল শস্যক্ষেত্রে, মধুর কিরণ ঝিকিমিকি করিতেছিল। মধুর সমীরণ শস্যগুলিকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে বহিতেছিল। আকাশ অতি পরিষ্কার; একখানিও মেঘ ছিল না। দু একটি পাখী সুমিষ্ট গান করিতেছিল। সে যে কি সময়, তাহা কেমন করিয়া বলিব? সেই সময়ে, সেই মধুর সায়ংকালে, আমি মাঠের উপর দিয়া আসিতেছিলাম। কত চিন্তা করিতেছিলাম, কল্পনার সাহায্যে কত চিত্র আঁকিতেছিলাম, কত আশা হৃদয়ে উঠিতেছিল। এ সকল কাহার জন্য? এ সকলের মূল কে? তাহা আর তোমাকে বলিতে হইবে না। উষাই তখন একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। উষাই একমাত্র হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিয়াছিল। দুজনের এতবার দেখা হইয়াছে, কিন্তু কখনও একটি কথা হয় নাই। এতবারের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, এতবারের কথোপকথনের ইচ্ছা, হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে হইয়াছিল, একি কম কথা! সহসা মুখ তুলিয়া দেখিলাম, সম্মুখে উষা।—একাকী! তাহার সেই ভুবনভরা সৌন্দর্য্য, সেই সলজ্জবদন, সেই আনত নয়নযুগল সহসা সম্মুখে পড়িল। তোমাকে বলিয়াছি, সে সৌন্দর্য্য প্রখর নয়; চক্ষু ঝলসাইয়া যায় না, কিন্তু মন প্রাণ পূর্ণ হয়। দেখিতে দেখিতে আমি মোহিত হইলাম, ভয় হারাইলাম, লজ্জা হারাইলাম। ভালবাসা মূককে বাক্‌শক্তি প্রদান করে, ভীরুকে সাহসী করে। আমার বাক্‌শক্তি ফুটিল, ভয় দূরে গেল। আমি উষার আরও নিকটে গেলাম। উচ্ছ্বাসপূর্ণ

হৃদয়ে বলিলাম, "আমাকে পাপিষ্ঠ বলিতে হয় বল, পাষণ্ড বলিতে হয় বল, নির্লজ্জ বলিতে হয় বল, যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বল; তোমাকে আজ অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, আমি তোমাকে ভালবাসি। শোন, উষা, শোন, ঘৃণা করিও না। শৈশবাবধি আমি নারীজাতিকে শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছি। বাল্যকাল হইতেই বিশ্বাস হইয়াছে, এ শোক-দুঃখময় সংসারে রমণী শান্তির উৎস, কঠিন ও কর্কশ পৃথিবীতে রমণী করুণার নির্ঝরিণী। রমণী ভিন্ন পীড়িতের শুশ্রূষা কে করিতে পারে? রমণী ভিন্ন শোকতাপিত জনকে কে সান্ত্বনা দিতে পারে? রমণী ভিন্ন স্বার্থত্যাগ কে করিতে পারে? আমিও তোমার মত শৈশবকাল হইতে পরদুঃখে কাঁদিয়াছি, রোগে শোকে পরিতপ্ত ব্যক্তির সেবা করিয়াছি। স্কুলের পাঠ সমাপ্ত হইলে অনেকে অনেক প্রকারের কার্য্যক্ষেত্র দেখাইয়া দিল, অনেকে যশ, মান, ধন, সুখ্যাতির পথ প্রদর্শন করিল, কিন্তু আমি [illegible] কাহারও কথা না শুনিয়া চিকিৎসা শিক্ষা করিতে গেলাম। কেবল [illegible] উদ্দেশ্যে,—দরিদ্র, অনাথ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির সেবা করিব। সে [illegible] জগদীশ্বরের কৃপায় অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। এ [illegible] য়ের এখনও অভাব অনুভব করি; সে কি, উষা, তোমাকে আর [illegible] হইবে না। এমন একজন সঙ্গিনী চাই, যিনি আমার সুখ, দুঃখ, বাসনার অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, আমার সহায় হন। অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক রমণী দেখিয়াছি, কিন্তু এতদিন কোথাও আমার আদর্শ রমণী দেখি নাই।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলাম:—

"এতদিন যাহা দেখি নাই, এখানে আসিয়া তাহা দেখিয়াছি। এতদিন, যাহা অন্বেষণ করিয়াছিলাম, তোমাতে তাহা পাইয়াছি; তাই তোমাকে ভাল বাসিয়াছি। বাস্তবিকই উষা! তুমি রমণী-রত্ন, তুমি দেবকন্যা, তুমি এ পৃথিবীর নও; তাই ভয় হইতেছে, তুমি আমার এ ভালবাসা

তুচ্ছ জ্ঞান করিবে, তাই ভয় হইতেছে, তুমি আমার অনুরোধ রাখিবে না। আমি তোমার অনুপযুক্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি অনুরোধ রক্ষা কর, তাহা হইলে তোমার উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করিব! তুমি যাহা শিখাইবে, শিখিব। ধন যদি চাও, তাহা দিতে পারিব না, যশ যদি চাও তাহাও হয় ত পাইবে না। কিন্তু যদি পরোপকারজনিত বিমল আনন্দ ভোগ করিতে চাও, যদি সৎপথে থাকিয়া জীবন কাটাইতে চাও, তবে এস উষা, আমার হও।"

একথাগুলি বলিয়া আমি সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, মুখ তুলিয়া উষার মুখপানে চাহিতেও সাহস হইল না। দ্রুতবেগে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

বাটী আসিয়া হরিদয়াল বাবুকে একখানি চিঠি লিখিলাম; উষার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলাম। সে দিন পত্রের কোন উত্তর পাইলাম না।

পরদিন প্রাতঃকালে হরিদয়াল বাবুর চাকর আমার নিকট উপস্থিত; হরিদয়াল বাবু আমাকে একবার ডাকিয়াছেন।

আমি কাঁপিতে কাঁপিতে গেলাম। প্রথমেই বাটীর দ্বারদেশে উষার সহিত সাক্ষাৎ হইল। উষা সলজ্জভাবে একটু সরিয়া গেল। তাহার পর হরিদয়াল বাবুর কাছে গেলাম। হরিদয়াল বাবু সাদর সম্ভাষণ করিয়া আমাকে আপনার পার্শ্বে বসাইলেন। তাহার পর তাঁহার উপদেশ আরম্ভ হইল। অর্থের ব্যবহার কিরূপে করিতে হয়, সংসারযাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ করিতে হয়, মিতব্যয়ী হইতে হইলে কি কি গুণের প্রয়োজন, এই সকল বিষয়ে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া উপদেশ দিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তোমার সহিত উষার বিবাহ হয়, ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা, উষারও এ সম্বন্ধে আপত্তি নাই; কিন্তু উষা বলে, যতদিন পর্য্যন্ত ললিত বাটী না আসে, ততদিন পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত থাকুক। আমার আর

একটি বক্তব্য আছে; আমার একথাটি বাপু তোমাকে রাখিতে হইবে। উষা আমার অন্ধের যষ্টি, নয়নের মণি, জীবনের বায়ু; উষা ভিন্ন আমি একদিনও বাঁচিতে পারি না। যতদিন বাঁচিয়া থাকি, উষাকে আমার কাছ ছাড়া করিও না। বুড়া মরিলে যাহা ইচ্ছা করিও।" এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষে দুফোঁটা জল আসিল।

আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম, বিবাহ এক প্রকার ঠিক হইল।

আমাকে এখন "সুখী" বলিতে পার।

"তোমার হেমন্ত।"





সপ্তম অধ্যায়।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভাগীরথীতীরে একটি ক্ষুদ্র কুটীর। একটি রমণী কুটীরের বাহিরে উপবেশন করিয়া বিশালবক্ষা ভাগীরথীর পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। সেস্থানে প্রকৃতির দৃশ্য ভীষণ ও গম্ভীর। সম্মুখে দিগ্‌দিগন্ত-প্রসারিতা, ফেনপুঞ্জপরিপ্লাবিতা, ভীষণাবর্ত্ত-পূর্ণা, কলস্বনা ভাগীরথীর তীরদেশে নিবিড় বন। কোথাও বৃহৎ বৃহৎ বটবৃক্ষ কুঞ্চিত জটাজালে পরিবেষ্টিত হইয়া তপোনিরত যোগীর ন্যায় শোভা পাইতেছে; কোথাও উন্নতশীর্ষ ঝাউবৃক্ষশ্রেণী আকাশমার্গে মস্তক উত্তোলন করিয়া শণশণ শব্দ করিতেছে; কোন স্থানে দু একটি ভগ্ন মন্দিরের ইষ্টকাবলী এক স্থানে স্তূপাকারে পতিত রহিয়াছে; কোন স্থানে বাদুড় পক্ষী সকল বৃক্ষশাখায় লম্বমান থাকিয়া নানা প্রকার শব্দ করিয়া সে স্থানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। এই নির্জ্জন স্থানে গঙ্গাতটে একটি

রমণী উপবেশন করিয়া আছেন। পরিধান গৈরিক বসন; পৃষ্ঠদেশে আলুলাইত নিবিড় কুন্তলরাশি। রমণীর মুখ খানি শান্তিতে পরিপূর্ণ; ললাটদেশ যেন এক স্বর্গীয় প্রভায় আলোকিত। চারিদিকে প্রকৃতির ভয়াবহ দৃশ্যের মধ্যে রমণী যেন শান্তির প্রতিমূর্ত্তি হইয়া উপবেশন করিয়া আছেন। সংসারের চিন্তা সকল আর সে সুগোল ললাটদেশ রেখাঙ্কিত করিতে পারে না; সংসারের কোলাহল আর সে সুচিক্কণ ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিতে পারে না। সংসারের হিংসা, দ্বেষ ও ক্রোধ, সে স্বর্গীয় মুখমণ্ডলের আভা আর বিলুপ্ত করিতে পারে না। রমণী এ সকলের অতীত।

এ রমণী কে, পাঠকপাঠিকাগণকে তাহার আর পরিচয় দিতে হইবে না। এ নবীনা যোগিনী যে আমাদের প্রতিভা তাহা সকলেই বুঝিয়াছেন। প্রতিভা ও তাঁহার পিতা এই নির্জ্জন স্থানে থাকিতেন। অনেক সময় সন্ন্যাসী কোথায় চলিয়া যাইতেন, প্রতিভা একা সে কুটীরে বাস করিতেন। নিকটস্থ গ্রামসমূহের রমণীগণ প্রায়ই এই নবীনা সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে আসিতেন; এবং ফল, মূল, দুগ্ধ, আতপতণ্ডুল, যাঁহার যেমন সামর্থ্য, সন্ন্যাসিনীকে উপহার দিতেন। সন্ন্যাসিনীর তাহাতেই দিনপাত হইত।

সন্ধ্যা আসিল। কত শত কর্কশকণ্ঠ পেচক ভগ্ন মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বাদুড় পক্ষী সকল চীৎকার করিতে করিতে আহার অন্বেষণে বহির্গত হইল। শৃগালের দল ছুটাছুট করিতে লাগিল। ভাগীরথীর তরঙ্গমালা রণমত্ত বীরগণের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া ছুটিতে লাগিল। রমণী নির্ভীকা, যেমন বসিয়াছিলেন, সেই ভাবে বসিয়া রহিলেন। আজ পঞ্চমী তিথি। ক্ষীণ শশধর গগনমণ্ডলে উদিত হইলেন। ক্ষীণালোকে সেই ভীষণ স্থান আরও যেন ভীষণ হইল।

এই সময়ে একটি মনুষ্য আকৃতি ভগ্ন মন্দিরের পার্শ্বদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধীরে ধীরে প্রতিভার নিকটবর্ত্তী হইল। নিকটে আসিয়া

বলিল, "ঠাকুরাণি! বসে আছেন?" প্রতিভার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল। প্রতিভা মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "হাঁ, এসো"।

মনুষ্যমূর্ত্তি প্রতিভার নিকটে না বসিয়া একটু দূরে গিয়া বসিল।

প্রতিভা। তোমার নাম কি, ভুলিয়া গিয়াছি।

উত্তর। আমার নাম নিশি। ঠাকুরাণি, আপনার স্মরণ শক্তি কিছু কম। অনেকবার আমার নাম আপনাকে বলিয়াছি; কিন্তু আপনার তা মনে থাকে না।

প্রতিভা। ঠিক বটে, আমার স্মরণশক্তি কম।

নিশি। আপনি এত অন্যমনস্ক থাকেন কেন? কি ভাবেন?

প্রতিভা। কত কি।

নিশি। ঠাকুরাণি, আমার অপরাধ লইবেন না; একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব?

প্রতিভা। কর।

নিশি। আপনার বয়স কত?

প্রতিভা। ষোল বৎসর।

নিশি। ঠাকুরাণি, আপনার কি বিবাহ হয়েছে?

প্রতিভা। না।

নিশি। আপনি কাহাকেও কি ভালবাসেন?

প্রতিভা। যাক্ নিশি, ও সব কথায় আর কাজ নেই। তোমাকে মহাভারতের শ্রীবৎস রাজার গল্প বলি, শোন।

নিশি। না, গল্প কাল হবে; আপনি আগে আমাকে বলুন, ভালবাসা ভাল না মন্দ?

প্রতিভা। ভালবাসা ভাল বই কি?

নিশি। তবে তাহাতে এত অসুখ কেন?

প্রতিভা। বিশুদ্ধ ভালবাসায় কোন অসুখ নাই। এই যে

সুস্বাদু জল, মানুষের কত উপকারক; কিন্তু অপব্যবহার করিলে ইহাতে বিষতুল্য ফলও উৎপন্ন হয়। তাই বলিয়া কি জল মন্দ?

নিশি। না। তবে ভালবাসা কিরূপে হইলে অসুখ উৎপন্ন করে।

প্রতিভা। বাস্তবিক কথা। হিংসা, দ্বেষ, কলহ, মনোবেদনা, এ সকল বিকৃত ভালবাসারই ফল। প্রকৃত ভালবাসা মানুষকে দেবতা করে।

নিশি। কেমন করিয়া?

প্রতিভা। এক জনকে যে ভালবাসিতে পারে, তাহার হৃদয় এত উচ্চ হয়, যে সে জগতের সকলকে ভালবাসিতে পারে।

নিশি। বুঝিতে পারিলাম না।

প্রতিভা। মনে কর, তুমি একজনকে ভাল বাসিয়াছ। তুমি ভালবাসিয়াই সুখী। সে যদি তোমাকে ভাল না বাসে, তোমার ভালবাসার হ্রাস হইবে না। সে যদি তোমার প্রতি অত্যাচার করে, তবুও তুমি তাহাকে ভালবাসিবে। একি কম স্বার্থত্যাগের কথা? এমন স্বার্থত্যাগ করিতে যাঁহার হৃদয় প্রস্তুত, সে হৃদয়ের পক্ষে জগতের সমুদয় প্রাণীকে ভালবাসা অতিশয় সহজ। যাঁর এমন হৃদয়, তিনি কি দেবতা নন?

নিশি। বটেন। ঠাকুরাণি, এ সব কথা আপনি কার কাছে শিখিলেন?

প্রতিভা। আমার পিতার নিকট।

কিছুক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ থাকিলেন। তাহার পর নিশি বলিল, "ঠাকুরাণি, বলুন দেখি, কি করিলে ভালবাসাকে পরাজয় করিতে পারা যায়?"

প্রতিভা। কিছুতেই না। প্রেমের অগ্নি যাহার হৃদয়ে একবার জ্বলিয়াছে, তাহা আর কখনও নিবিবে না; কারণ প্রেম অনন্ত।

নিশি। তবে কি উপায়?

প্রতিভা। কেন, তুমি কাহাকেও ভাল বাসিয়াছ নাকি?

নিশি। না না, আমার কথা বলিতেছি না। কিন্তু যাহারা ভাল বাসিয়াছে, তাহাদের কথা বলিতেছি। ঠাকুরাণি, ভালবাসা যদি অনন্ত, তবে যাহাকে ভালবাসা যায় তাহাকে কখনও না কখন পাওয়া যায়?

প্রতিভা। তা পাওয়া যায় বই কি।

উভয়ে আবার অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পশ্চিম আকাশে একখণ্ড নিবিড় মেঘ উঠিল।

নিশি ডাকিল, "ঠাকুরাণি।"

প্রতিভা। কি বল।

নিশি। প্রেমের জন্য কি কেহ উদাসীন হয়?

প্রতিভা। হয় বই কি।

নিশি। আপনিও কি প্রেমের জন্য নবীন বয়সে সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছেন?

প্রতিভা কিছু উত্তর দিলেন না।

নিশি। বুঝিয়াছি ঠাকুরাণি, বুঝিয়াছি; আপনি কাহারও প্রেম-ভিখারিণী।

নিশি আবার আপন মনেই বলিল, "যাহাকে ভাল বাসি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়। দুদিনের দেখায় সাধ মিটে না। কেন এমন ইচ্ছা হয়?"

মেঘ আরও ঘনীভূত হইল, জ্যোৎস্নালোক বিলুপ্ত হইল, প্রকৃতি নিস্তব্ধ ও স্থির হইল। অচিরাৎ এক তুমুল ঝড় উঠিবে। নিশি বলিল, "ঠাকুরাণি, আজ তবে চলিলাম।"

প্রতিভা। মেঘটা দেখিয়া যাইবে না?

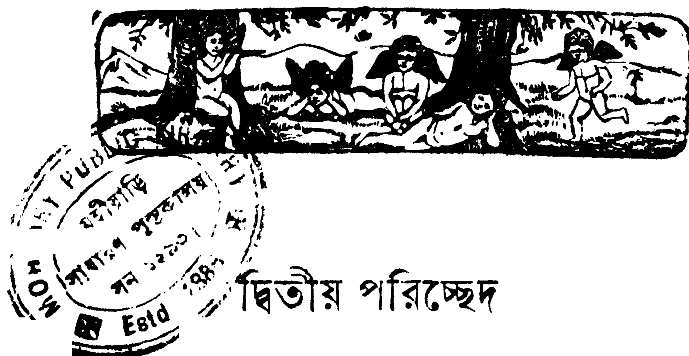
"না"। এই বলিয়া নিশি প্রস্থান করিল। নিস্তব্ধ কানন-ভূমি পরিপূর্ণ করিয়া এই সঙ্গীত উঠিল :—

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

"(ওগো) দেখা হয় নাই, সেই ছিল ভাল।
দেখা হলো কেন বল, কাঁদিয়ে জনম গেল,
দুদিনে এ কিগো হলো সকলি ফুরাল।
দুদিনের দেখা শুনা, পরাণে শুধু যাতনা,
(ওগো) দুদিনের বিনিময়ে কিনি চির আঁখি জল।
জনম জনম ধরি, যদি সে রূপ নেহারি,
অতৃপ্ত রহিবে তবু পিয়াসা প্রবল।
এ অনন্ত তৃষা তবে, দুদিনে কেমনে যাবে,
(ওগো) বারিধির তৃষা কিগো মিটাবে শিশির জল।
(ওগো) দেখা হয় নাই সেই ছিল ভাল।"

প্রতিভাও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ প্রেম-ভিখারিণী কে? এ অতৃপ্ত হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস কাহার?





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অচিরাৎ তুমুল ঝটিকা প্রবাহিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও আসিল, মেদিনী কম্পিতা হইল, নিমেষের মধ্যে কত শত প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষ ধরাশায়ী হইল, নদী আরও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। একটি রমণী এই দুর্যোগে একাকিনী বনভূমি অতিক্রম করিতেছিলেন। ঘোর অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইতেছেন না। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষশাখা মড় মড় শব্দে ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহার গন্তব্য পথ অবরোধ করিতেছিল। রমণী অতি সাবধানে চলিতেছিলেন; প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। সহসা ঝটিকার শব্দ অতিক্রম করিয়া একটি চীৎকারধ্বনি গগনমণ্ডলে উত্থিত হইল; রমণীরও কর্ণগোচর হইল। আর একবার —আর একবার, সে চীৎকার ধ্বনি আকাশমার্গ স্পর্শ করিল। রমণীও চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং গঙ্গাতীরাভিমুখে ছুটিলেন। কণ্টকে চরণতল ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল; ভ্রূক্ষেপ নাই। দু একটি বৃক্ষশাখা বাহুর উপরে পতিত হইল, বেগে শোণিতধারা প্রবাহিত হইল; ভ্রূক্ষেপ নাই। পদস্খলিত হইয়া একবার স্তূপাকার ইষ্টকের উপর পড়িলেন, ললাটদেশ রক্তাক্ত হইল; ভ্রূক্ষেপ নাই। রমণী

প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন। সম্মুখে ভাগীরথী অযুত হস্ত প্রসারিত করিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে রাক্ষসীর ন্যায় ছুটিতেছে। রমণী বিদ্যুদালোকে দেখিলেন, একটী তরণী ডুবিতে ডুবিতে নদীর খর-স্রোতে তীরবৎ ছুটিয়াছে। তটের নিকট হইতে প্রায় ৬।৭ হাত দূরে আর একটি পদার্থ ভাসিয়া যাইতেছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে বোধ হইল সে একজন মনুষ্য, তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। রমণী দেখিলেন, চিনিতে পারিলেন; আর একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মনুষ্যমূর্ত্তি একবার তাঁহার পানে ফিরিয়া চাহিল, একবার হস্ত উত্তোলন করিল; রমণীও তাহার সঙ্গে তীরদেশ দিয়া পাগলের মত ছুটিতে লাগিলেন। সহসা বুদ্ধি যোগাইল, লজ্জা রক্ষা করিলে আর চলে না। রমণী বিবস্ত্রা হইলেন, সম্মুখস্থ একটি ইষ্টকখণ্ড বস্ত্রের অগ্রভাগে বাঁধিলেন। নিমিশের মধ্যে এ কার্য্য সম্পন্ন হইল। রমণী অতি সুকৌশলে সেই বস্ত্র জলমগ্ন ব্যক্তির সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। প্রথম বারে কোন ফল হইল না, সে বস্ত্রখণ্ড ধরিতে পারিল না। দ্বিতীয় বারেও ফল হইল না; রমণী নিরাশ-সূচক এক চীৎকারধ্বনি করিলেন। তৃতীয় বার অধিকতর কৌশলের সহিত ফেলিলেন, সে এইবার বস্ত্রখণ্ড ধরিল। রমণী প্রাণপণে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্রোতের বল তাঁহার শক্তি অপেক্ষা বেশী হইল, রমণীর জলাশায়ী হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। কিন্তু ভগবান বাঁচাইলেন। তাঁহার হস্ত সহসা তীরস্থ একটী ক্ষয়িতমূল বৃক্ষের মূলদেশ স্পর্শ করিল। তিনি অতিশয় ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সেই বস্ত্রখণ্ড একটি শিকড়ে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। স্রোতের শক্তি এবার পরাজিত হইল। বিবস্ত্রা রমণী বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইলেন। ললিত অতি কষ্টে বৃক্ষের শিকড় অবলম্বন করিয়া তীরে উঠিলেন। তীরে উঠিয়াই সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া স্বীয় রক্ষাকর্ত্তার অন্বেষণ

করিতে লাগিলেন। রমণী তখন বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িতা। তখনও বেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল, তখনও নিবিড় অন্ধকারে দশদিক্ পরিপূর্ণ। ললিত রমণীর ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, রমণী অতিশয় শশব্যস্ত ও লজ্জারক্ষার নিমিত্ত অতিশয় বিব্রত হইলেন। সহসা পদ স্খলিত হইল, রমণী গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলেন। ক্ষণকালের জন্য আর কোন শব্দ কর্ণগোচর হইল না। নদী কল কল শব্দে বহিতে লাগিল, ঝটিকা গর্জ্জন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গঙ্গা-গর্ভ হইতে একটি বামাকণ্ঠ উত্থিত হইল। "আমি মলিনা, প্রতিভা নিকটে যাও।" ললিত আর কিছু শুনিলেন না, পুনরায় লম্ফ দিয়া গঙ্গা-সলিলে পতিত হইলেন। স্রোতস্বিনী উন্মত্তার ন্যায় ছুটিতে লাগিল। তুমুলবেগে বাত্যা বহিতে লাগিল। ললিত পুনরায় গঙ্গাজলে দেহ ভাসাইলেন। কিন্তু মলিনা কি রক্ষা পাইল ?





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"কতদিন আর এ বেশ ধারণ করিবে?" একটি যুবক একটি যুবতীকে অতি ক্ষীণস্বরে এই কথাটি বলিলেন।

তখনও অল্প অল্প অন্ধকার ছিল, তখনও পূর্ব্বগগনে ঊষার রক্তিম-চ্ছটা প্রকাশিত হয় নাই। দু একটি অৰ্দ্ধজাগ্রত বিহগী নিকট-বর্ত্তী বৃক্ষ হইতে পক্ষসঞ্চালন করিতে করিতে মৃদুমধুর ঝঙ্কার দিতেছিল। আর সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, গঙ্গার বিশালবক্ষ নিস্তরঙ্গ ও শান্ত।

যুবতী যুবকের কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, কেমন সময়! এই পবিত্র ও শান্ত সময়ে যোগী ঋষিরা ব্রহ্মধ্যানে রত হন। ইহারই নাম ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত।

ললিত বলিলেন, "আমার কথাটার কি উত্তর দিলে?"

প্রতিভা। কি কথা?

ললিত। তোমার এ বেশ কবে পরিত্যাগ করিবে?

প্রতিভা একটুকু মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কেন?"

ললিত। আমার অসুখ বেশ সারিয়াছে। আমি এখন কমল-

পুর যাইব। তুমি আমার সঙ্গে যাবে না? এই বেশে কি কমলপুর যাইবে?

প্রতিভা। দোষ কি?

ললিত। তুমি সংসারে পুনরায় প্রবেশ করিবে; এ বেশ ত সাংসারিকের নয়।

প্রতিভা। সংসারে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা বড় একটা নাই। এ স্থান পরিত্যাগ করিতে আমার বড় কষ্ট হইবে।

ললিত। কেন এ স্থান কি এতই মনোরম?

প্রতিভা। আমার পক্ষে বটে। সংসারের কোলাহল অপেক্ষা এ বিজন স্থানের নিস্তব্ধতা আমার ভাল লাগে। সায়াহ্নকালে এই নীল আকাশতলে বসিয়া আমি জ্যোতির্ম্ময়ী তারকাদের শান্তিগীত শ্রবণ করি; এই অনন্তপ্রবাহিনী ভাগীরথীর প্রেমগানে উল্লসিত হই। সমীরণ মৃদুমন্দ বহিয়া স্বর্গরাজ্যের বার্ত্তা বহন করে। আমি এখানে বেশ সুখে আছি। অন্য স্থানে যাইতে আর ইচ্ছা হয় না।

ললিত। তবে আমার দশা কি হইবে? তবে আমাকে এত যত্ন করিয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইলে কেন? না, প্রতিভা! না, তাহা হইবে না।

প্রতিভা কোন উত্তর দিল না।

ললিত আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন:—"এতদিন হয়ত অন্যরূপ ঘটিত, এতদিন হয় ত তোমার আমার বিবাহ অসম্ভব হইত; কিন্তু দেখিলাম প্রতিভা, মানুষের ইচ্ছা কিছুই নয়। দেখিলাম প্রতিভা, আর এক জনের ইচ্ছার উপর জগতের প্রত্যেক ঘটনা নির্ভর করে; তোমার আমার বিবাহ সে ইচ্ছার অনুমোদিত, একথা অস্বীকার করিও না।"

প্রতিভা কথা কহিল না।

ললিত বলিতে লাগিলেন :—"তুমি হয় ত জান না প্রতিভা, এ পৃথিবীতে তোমার সহিত পরিচয় আমার জীবনের একটি অতীব শুভজনক ঘটনা। তুমি কতবার অলক্ষিত ভাবে আমার জীবনের গতি ফিরাইয়াছ। তোমাকে দেখিলে, তোমাকে মনে করিলে, আমার হৃদয়ের সমুদয় মহৎ বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হয়, কত সাধুসংকল্প প্রাণে জাগ্রত হইয়া উঠে, মনের কলুষ বাসনা সকল তিরোহিত হয়। আমি শৈশবাবধি চঞ্চলচিত্ত; কতবার পাপপথে পদার্পণ করিতে করিতে ফিরিয়াছি, কতবার প্রলোভনের বশীভূত হইতে হইতে বাঁচিয়াছি। তুমিই অনেক স্থলে আমাকে রক্ষা করিয়াছ। উষাও দুই এক স্থলে করিয়াছে। তুমি যদি সন্ন্যাসিনী সাজিয়া বনে বাস কর, তবে আমিও থাকিব। তোমাছাড়া সংসার শূন্য............"

এই সময়ে "পোড়ার মুখী এখানে," এই শব্দ উভয়ের কর্ণগোচর হইল। প্রতিভা চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখস্থ নৌকা হইতে একটি রমণী মুখ বাড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন। প্রতিভা চিনিলেন, সে পদ্ম। সুরেশ বাবু স্বাস্থ্যের অনুরোধে কিছুদিনের জন্য নৌকাযোগে জলপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন—পদ্মও সঙ্গে ছিল—পদ্মের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল প্রতিভাকে অন্বেষণ করা। দৈবক্রমে আজ পদ্মের সে উদ্দেশ্য সফল হইল।

পদ্মর হুকুমে নৌকা সেখানে লাগিল, পদ্ম তীরে উঠিল। সুরেশ বাবু নৌকায় রহিলেন। পদ্ম প্রথমে ললিতকে দেখিতে পায় নাই, আপন মনে, উল্লাসপূর্ণহৃদয়ে আসিতে ছিল। পরিধেয় বসন ঈষৎ স্খলিত হইয়াছে, নিবিড় কুন্তল জাল আলুলায়িত হইয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা দুখানি সবেগে চালিত হইয়াছে। পদ্ম সহসা ললিতকে দেখিতে পাইল। প্রখর-বায়ু-বিতাড়িত দ্রুতগামী তরণী যেমন চড়ায় লাগিয়া সহসা গতিহীন হয়, প্রতিভাসন্দর্শনাভিলাষিণী দ্রুতগামিনী পদ্ম ললিতকে দেখিয়া সেই প্রকার গতিহীনা হইল। পদ্ম বসনাঞ্চলে বদন আবৃত

করিয়া পশ্চাতে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া ললিত ধীরে ধীরে উঠিয়া অন্য দিকে গেলেন। প্রতিভা ডাকিল, 'ও পদ্ম, ফিরে এস, ভয় নাই।' পদ্ম ফিরিল, ও প্রতিভার নিকটে আসিয়াই, তাহাকে প্রথমে গুম গুম করিয়া দুই কীল বসাইয়া দিয়া বলিল, "বলি হালো দিদি! পোড়ার মুখি, তোমার শেষে এই দশা হয়েছে বুঝি? এই বলিয়া পদ্ম সজোরে প্রতিভাকে আকর্ষণ করিয়া কুটীরের ভিতর লইয়া গেল। ভিতরে গিয়া পদ্ম প্রতিভার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। প্রতিভা বলিল, "কাঁদ কেন পদ্ম?"

পদ্ম। তোর এ বেশ কেন? এ বেশ ছাড়। তা না হ'লে এখনি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো।

এই বলিয়া পদ্ম চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে নৌকা যেখানে বাঁধা ছিল, সেই দিকে ছুটিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনার একখান বহুমূল্য বারাণসী সাড়ী ও অলঙ্কারের বাক্সটা লইয়া আসিল। একখান ভাল চিরুণী, খানিকটা সুগন্ধি তৈলও লইয়া আসিল। আসিয়াই আবার "গুম গুম" করিয়া কীল মারিল। শেষে প্রতিভার গৈরিক বসন ধরিয়া এক টান মারিল। প্রতিভা বলিল, "কর কি পদ্ম, শোন আগে কথাটা শোন।"

পদ্ম। কি বল, শিগ্‌গির বল।

প্রতিভা। আমাদের যে দিন বিয়ে হবে, সে দিন এসব করিও, আজ না।

পদ্ম। তোদের বিয়ে এখনও হয়নি?

প্রতিভা। না।

পদ্ম। আজই বিয়ে দোবো। নিকটে একজন পুরোহিত ঠাকুর পাওয়া যাবে না? আমি না হয় কন্যাযাত্র হবো, আর আমাদের কর্ত্তাটি বরযাত্র হবেন। বেশ হবে এখন।

প্রতিভা পদ্মর এই বন্দোবস্তের কথা শুনিয়া একটু হাসিল। বলিল, "তোমার যে আর বিলম্ব সয় না দেখ্‌চি।"

পদ্ম। শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কিলো? ওঁকে গিয়ে বলি, একজন ব্রাহ্মণ আনিতে লোক পাঠান।

প্রতিভা। শোন, আমার পিতা এখানে নাই। তিনি বোধ হয় কাল আসিবেন। তিনি আসিলে যাহা হয় করিও।

পদ্ম অনেক অনুনয়ে বিনয়ে তবে ক্ষান্ত হইল।

তাহার পর পদ্ম বলিল, "আজ তোর বাড়ী আমরা অতিথি, অতিথি সেবা কর।"

প্রতিভা নিজের ভাণ্ডার দেখাইয়া দিল। পদ্ম দেখিল সের দুই আতপ তণ্ডুল ও কয়েকটা আম্রফল ভাণ্ডারে পুঁজি আছে। কুটীরের এক কোণে মৃন্ময় ভাণ্ডে খানিকটা তৈল ছিল। কিছু লবণও বাহির হইল।

পদ্ম বলিল, "বেশ হবে।"

এই বলিয়া পদ্ম কোমরে কাপড় বাঁধিয়া রাঁধিতে বসিল। প্রতিভাও তাহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। পদ্ম বন হইতে কিছু শাক সংগ্রহ করিয়া আনিল। শেষে শাক, অন্ন ও আমের অম্বল প্রস্তুত হইল। সুরেশ বাবু ও ললিতকে পদ্ম পরিবেশন করিল। সন্ন্যাসিনীর কুটীরে আজ অতিথি ভোজন হইল। পদ্ম ও প্রতিভা সে রাত্রে নিদ্রা গেল না। সমস্ত রাত্রি গল্প করিয়া কাটাইল।





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আজ সন্ন্যাসিনীর বিবাহ। এ বিজন স্থানও আজ লোকে পরিপূর্ণ। রাখাল বালকেরা আসিয়াছে। "ঠাকুরাণীর" বিবাহ। আজ তাহাদের আনন্দ আর ধরে না। কেহ ফুলের মালা গাঁথিয়া কুটীরের চারিধারে সাজাইতেছে। কেহ আম্রশাখা, দেবদারু শাখা, কুটীরের উপরে ঝুলাইয়া দিতেছে। কেহ স্থান পরিষ্কার করিতেছে, কেহ বা মশাল প্রস্তুত করিতেছে। রাখাল বালকেরা সন্ন্যাসিনীকে খুব ভাল বাসিত। গ্রাম-বাসিনী অনেক রমণীও সন্ন্যাসিনীর বিবাহ দেখিতে আসিয়াছে। কেহ গন্ধের ডালা সাজাইতেছে, কেহ হরিদ্রা বাটিতেছে, কেহ তরকারী কুটিতেছে। সকলেই একটা না একটা কার্য্যে ব্যস্ত। পদ্ম কুটীরের এক পার্শ্বে প্রতিভার চুল বাঁধিতে বসিয়াছে। সেই সুচিক্কণ ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম আজ তৈল ও যত্ন অভাবে রুক্ষ হইয়াছে, নানাস্থানে জটা বাঁধিবার উপক্রম হইয়াছে। পদ্ম মনের মত করিয়া বসিয়া বসিয়া কেশবিন্যাস করিতেছে এবং মাঝে মাঝে দু এক টিপনি দিয়া বলিতেছে, "পোড়ার মুখি! এমন চুলের এমন অযত্ন?" প্রতিভা নীরবে সব সহ্য করিতেছে।

প্রতিভার মুখ আজ গম্ভীর; গম্ভীর নয়, বিষণ্ণ। আজ এই আনন্দের দিনেও প্রতিভার মুখে হাসি নাই। এই সুখের দিনেও প্রতিভার প্রাণে সুখ নাই। একটির পর একটি, তাহার পর একটি, এমনি করিয়া কত চিন্তা প্রতিভার মানসপটে উদিত হইতেছিল। সব চিন্তা গুলিই শোকের অন্ধকার ছায়ায় জড়িত। সবগুলিই অতীত জীবনের অশ্রুজলপূর্ণ বিষাদকাহিনীসম্বলিত। একজনের কথা আজ বিশেষ করিয়া প্রতিভার মনে আসিয়াছে। তিনি প্রতিভার জননী বনদেবী। আজ বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার কত আনন্দ!

প্রতিভা চক্ষে যদিও জল আসিতে দিলেন না, কিন্তু হৃদয় সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। এরূপ আত্মসংযমে সুখ নাই, আত্মসংযমীর হৃদয়ে শান্তি কই?

চুলবাঁধা হইলে পদ্ম এইবার প্রতিভার দেহ পরিষ্কার করিতে মনস্থ করিল। সুগন্ধি সাবান দিয়া উত্তম করিয়া দেহ মার্জ্জনা করাতে প্রতিভা যেন মেঘনির্ম্মুক্ত শশিকলার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার রূপের ছটায় কুটীর ও বনভূমি আলোকিত হইল। তাহার পর গৈরিক বসন পরিত্যাগ করিবার সময় আসিল। প্রতিভা তখন বলিল, "কি জানি ভাই, আমার এ বেশ ছাড়িতে বড় ভয় হইতেছে, একটু অপেক্ষা কর।" পদ্ম সে কথা শুনিল না। এমন সময়ে প্রতিভার পিতা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রতিভাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কি বলিতেছিলে মা?"

প্রতিভা। পিতঃ, এ সন্ন্যাসিনীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিকের বেশ পরিধান করিতে বড় ভয় হইতেছে। সংসারে আর আমার বিশ্বাস হইতেছে না।

সন্ন্যাসী। ভয় কি মা, ভয় কি? এ রাজ্যে ভয় নাই। এ রাজ্যের রাজা স্বয়ং ঈশ্বর। অতি ক্ষুদ্র কীটাণুও যাঁহার কৃপায় বঞ্চিত নয়,

সামান্য পরমাণু হইতে এই প্রকাণ্ড সৌরজগৎ পর্য্যন্ত যাঁহার সুনিয়মে রক্ষিত, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান, তিনি কি তোমাকে রক্ষা করিবেন না? তিনি কি তোমাকে পাথারে ভাসাইবেন? মা, ইহা কি বিশ্বাস হয়? ভয় করিও না, অবিশ্বাস করিও না। ভয়ই মানবের অধঃপতনের কারণ। পুনরায় সংসারে প্রবেশ কর, সংসারধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম। কতজন সংসারে তোমার মুখ চাহিয়া আছে; যাও প্রতিভা, তাহা-দিগের নিকটে যাও। কতজন শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কাঁদি-তেছে; যাও প্রতিভা, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দাও। কতজন ভয়ে ও অবিশ্বাসে ম্রিয়মাণ হইয়া আছে; যাও প্রতিভা, তাহাদিগকে অভয়-বাণী শ্রবণ করাও। সংসারক্ষেত্রে রমণীর শক্তি অসীম, রমণী ইচ্ছা করিলে সংসারকে স্বর্গ করিতে পারেন। আমি অনুমতি দিতেছি, মা! তুমি সংসারে পুনঃপ্রবেশ কর।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

পদ্ম প্রতিভাকে ডাকিল, “পিতা” প্রতিভা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া উত্তর দিলেন, “কেন”।

পদ্ম। কাপড় পর।

প্রতিভা। দাও।

প্রতিভা গৈরিক বসন পরিত্যাগ করিলেন। পদ্ম তাঁহাকে অলঙ্কারে ভূষিত করিল। নবীনা সন্ন্যাসিনী আজ গৃহিণী সাজিলেন। স্বর্ণহীরক-খচিত বস্ত্রের প্রভায় চক্ষু ঝল্‌সাইতে লাগিল। সুরচিত কবরীতে কাঞ্চনফুল শোভা পাইল, গলদেশে মুক্তাহার লম্বিত হইল, সুগোল বাহুযুগল হীরক বলয়ে পরিবেষ্টিত হইল, মণিবন্ধ সুবর্ণচুড়ে শোভিত হইল, কটিদেশে হেমমেখলা ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। উপস্থিত সকলে সন্ন্যাসিনীর সেই ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত ও মোহিত হইল।

পদ্ম একখানি দর্পণ আনিয়া প্রতিভার হাতে দিল। প্রতিভা আপনার ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন, ও দর্পণখানি পদ্মের হস্তে দিয়া দ্রুতপদে কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পদ্মও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

প্রতিভা বলিলেন, "পদ্ম, তোমার কথা ত সবই শুনিলাম। আমার একটা কথা রাখিবে?"

পদ্ম। কি বল দেখি।

প্রতিভা। শোন ত বলি।

পদ্ম। শুনবার মত হয় ত শুনিব।

প্রতিভা। তোমার এ বস্ত্র অলঙ্কার নাও, আর আমাকে একখানি শ্বেত কার্পাসবস্ত্র আনিয়া দাও। এত সাজসজ্জা আমার ভাল লাগিতেছে না।

"ভাল লাগিবে," এই বলিয়া পদ্ম প্রতিভার নাকটা টিপিয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় বিবাহের লগ্ন। রাখাল বালকেরা মশাল ধরিল। সন্ন্যাসী কন্যা সম্প্রদান করিতে বসিলেন। পদ্ম ও অন্যান্য রমণীগণ হুলুধ্বনি দিল; সেই হুলুধ্বনিতে কাননভূমি প্লাবিত হইল। দু চারিটা নিশাচর পক্ষী নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ হইতে উড়িয়া গেল। দু একটি শাখামৃগ উচ্চনাদে বন কাঁপাইয়া তুলিল; হস্তে হস্ত ন্যস্ত হইল। প্রতিভার হাত কাঁপিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর চক্ষে দু ফোঁটা জল দেখা দিল। বিবাহ হইল। সন্ন্যাসী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "ললিত! তোমার হস্ত আজ প্রতিভাকে সমর্পণ করিলাম। দেখিও ললিত, উহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিও; অভাগিনী অনেক দুঃখ পাইয়াছে। প্রতিভা! তোমাকে আর কি বলিব? তোমাকে যে শিক্ষা দিয়াছি, সে শিক্ষার যেন অবমাননা করিও না। কায়মনোবাক্যে স্বামীর সেবা করিও। আমি কিছুদিনের জন্য তোমাদের নিকট বিদায় লইয়া

দেশ ভ্রমণ করিব। আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম; প্রতিভা; আজ তোমার স্বর্গীয়া জননীর শেষ অনুরোধটি পালন করিলাম।" সন্ন্যাসী আর থাকিতে পারিলেন না। চক্ষু দিয়া বারিধারা নিপতিত হইল। সন্ন্যাসী মুখ ফিরাইয়া সেখান হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন; বিবাহ সমাপ্ত হইল। সুরেশ বাবু যথেষ্ট খাদ্য দ্রব্যেরও আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই কুটীরের চতুঃপার্শ্বে রাখাল বালকেরা ও অন্যান্য সকলে উদরপূর্ত্তি করিয়া লুচি সন্দেশ ভোজন করিল।

এই সময়ে ললিত একাকী কুটীরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহারও হৃদয় চিন্তাশূন্য নহে, তাঁহার নয়নও শুষ্ক নহে। ধীরে ধীরে, কে জানে তিনি কি ভাবিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। বুঝি এ অশ্রুজল, এ দীর্ঘ নিশ্বাস, হতভাগিনী চিরদুঃখিনী মলিনার জন্য। সেই বিবাহ রাত্রির আনন্দ কোলাহল, ললিতের কর্ণে প্রবেশ করিল না। গঙ্গাগর্ভোত্থিত মলিনার সেই হৃদয়বিদারক কণ্ঠধ্বনি, প্রাণ পরিত্যাগ করিবার সময়ও মলিনার সেই উপকারের চেষ্টা, ললিতের হৃদয় আকুলিত করিল। এমন সুখের নিশি, ললিত কাঁদিয়া অতিবাহিত করিলেন।





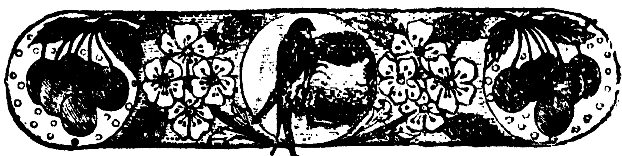
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কমলপুর গ্রামটি আজ আনন্দ-সাগরে ভাসমান। ললিত বাটী ফিরিয়া আসিয়াছে, প্রতিভা আসিয়াছে, উষার বিবাহ; আবাল বৃদ্ধ বনিতা আজ সকলের মুখেই হাসি। ললিত ও উষা তাহাদের অতিশয় আদরের বস্তু। বৃদ্ধ হরিদয়ালও আজ প্রফুল্ল। প্রতিভা বাটী আসিয়া বৃদ্ধকে গলবস্ত্র হইয়া একটি প্রণাম করিলেন। হরিদয়াল তাঁহাকে ধীরে ধীরে তুলিয়া সম্মুখস্থ আসনে বসাইলেন। নাকে চস্‌মা দিলেন, এবং সেই ফুল্লেন্দুবদনা পুত্রবধূর মুখ অনেক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। শেষে প্রতিভার সুন্দর চিবুকটি ধারণ করিয়া বলিলেন, "এমন চাঁদ-পানা মা যার, তার আর ভাবনা কি?"

উষার বিবাহে কৃষ্ণদয়াল আসিলেন, কামাখ্যা বাবু আসিলেন। বৃদ্ধ দুইটির এবারে খুব সদ্ভাব হইল। কামাখ্যা বাবু হরিদয়াল বাবুর পাশে বসিয়া একবারে দশ ছিলিম তামাকু খাইলেন। কিন্তু হরিদয়াল বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিলেন না। কৃষ্ণদয়াল আসাতে বাটীর রূপ পরিবর্ত্তিত হইল। বাড়ীর যেখানে যাহা কিছু জঞ্জাল ছিল, সব তিরোহিত হইল; ঘর দ্বার সুধাধবলিত হইল। বাড়ীর চাকর বলা মসীনিন্দিত বস্ত্র পরিধান করিত। কিন্তু এবারে কৃষ্ণদয়াল আসিয়াই তাহার

প্রতিকার করিলেন। এখন বলার ছিটের কুর্ত্তা ও লাল পাগ্ড়ী দেখিয়া গ্রামের বালকগণ ভয়ে ছুটিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। হরিদয়াল বেশ ভূষার বড় একটা ধার ধারিতেন না। কৃষ্ণদয়াল তাঁহারও উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ছিন্ন চর্ম্মপাদুকা দূরে নিক্ষিপ্ত হইল; তাহার পরিবর্ত্তে হরিদয়ালের পদযুগল, সুন্দর চাক্‌চিক্যময়ী পাদুকা দ্বারা শোভিত হইল। সেকেলে পুরাতন পিরাণের পরিবর্ত্তে সুন্দর সুবর্ণবোতামসংযুক্ত কামিজ গাত্রদেশে শোভা পাইতে লাগিল। হরিদয়াল এ বেশভূষার বিরুদ্ধে Political Economy র (অর্থ ব্যবহারের) অকাট্য যুক্তি সকল প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণদয়াল "হা হা" করিয়া হাসিয়া সে সব উড়াইয়া দিলেন। উষার ভাল বস্ত্র অলঙ্কার কিছু ছিল না; কৃষ্ণদয়াল তাহার জন্য ভাল ভাল মূল্যবান্ বস্ত্র ও অলঙ্কার কলিকাতা হইতে আনাইলেন। হরিদয়াল কিছুই বলিলেন না। হরিদয়ালের গৃহ কখন কোন চিত্রপট দ্বারা শোভিত হয় নাই; কৃষ্ণদয়াল উৎকৃষ্ট অয়েল পেণ্টিং ও নানা প্রকারের বিলাতী ছবি আনাইলেন। হরিদয়াল ইহার বিরুদ্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করিলেন, কিন্তু কিছু ফল হইল না। শেষে হরিদয়াল মৃদু মৃদু হাসিয়া (হরিদয়ালকে কেহ কখন উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে দেখে নাই) বলিলেন, "আমার দিন গিয়াছে। এখন তোমাদের রাজত্ব, যাহা ইচ্ছা কর।" কিন্তু তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, হরিদয়াল বাবুর রাজত্ব গিয়াছে। কৃষ্ণদয়াল চাকরের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে চাহিলেন, কিন্তু হরিদয়াল কিছুতেই তাহাতে মত দিলেন না। কৃষ্ণদয়াল কেবল এই একটি বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলেন।

উষার বিবাহের দিনে পাড়ার একটা দুষ্ট বালক হরিদয়ালের গাত্রে খানিকটা হলুদ ও কতকটা লাল রং দিয়া পলাইল। হরিদয়াল কিছু বলিলেন না। গ্রামের লোক দেখিল, এ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ললিত ও প্রতিভার বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে কামাখ্যা বাবুর মৃত্যু হইল। ললিত তাঁহার অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তাঁহারা কখনও কলিকাতায় ও কখনও কমলপুরে আসিয়া বাস করিতেন। বৃদ্ধ হরিদয়ালও আর অধিক দিন বাঁচিলেন না। তিনি মৃত্যুসময়ে উষার নামে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়া গেলেন। কোম্পানির কাগজ ও নগদ টাকায় তিনি প্রায় তিন লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

হরিদয়ালের মৃত্যুর কিছু পরে একদিন ললিত ও প্রতিভা কমলপুরে আসিলেন। উষা ধীরে ধীরে ভ্রাতার নিকট গমন করিলেন। ললিত তখন আপন কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন। পদতলে বসিয়া প্রতিভা তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছিলেন। উষাকে আসিতে দেখিয়া ললিত শয্যা হইতে উঠিলেন। বলিলেন, "আয় দিদি আয়।"

উষা ধীরে ধীরে দাদার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "দাদা, তোমাকে একটি কথা বলিব?"

ললিত। কি বল।

উষা। বাবা উইল করিয়া আমাকে তিন লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন।

সে টাকা আমার নয়, সে তোমার। আমি তোমার জন্য রাখিয়াছি, নেবে চল।

ললিত। কেন দিদি? আমার ত টাকার অভাব নাই। বাবা এ জানিয়া শুনিয়াই ত তোমাকে টাকা দিয়া গিয়াছেন।

উষা। তা হোক, দাদা, তোমার আশ্রয়ে থাকিব। ইহা অপেক্ষা আমার অধিক সুখ আর কিসে আছে? তুমি আমাকে প্রতিপালন করিবে, আমার যখন যাহা আবশ্যক, তোমার নিকট চাহিয়া লইব। ইহাতে ত বেশ সুখ দাদা?

ললিত। আচ্ছা, টাকা না হয় আমারি। কিন্তু তুমি দিদি চিরকালত আমার প্রদত্ত সামগ্রী আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছ। ঐ দেখ, আমার অঙ্কিত চিত্রগুলি তোমার ঘরে রহিয়াছে। ঐ দেখ, সেই কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘরটি এখনও যত্ন করিয়া রাখিয়াছ। ঐ দেখ, আমার পুস্তক গুলি সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছ। সেই রকম উষা, এ টাকা গুলি আজ আমি তোমাকে দিলাম। তুমি কি তাহা গ্রহণ করিবে না?

উষা পরাজিত হইলেন। বলিলেন, "করিব।" আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আমি এত টাকা লইয়া কি করিব?"

ললিত। ও কথাটা দিদি আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। অর্থের সদ্ব্যবহার তুমি যেমন করিতে জান, আমি ত তেমন জানি না। তুমি যে মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, সে কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য অর্থের আবশ্যক। উষা, কমলপুরে ভাল চিকিৎসালয় নাই; একটি ভাল চিকিৎসালয় সংস্থাপন কর।

উষা। তাহা করিব ভাবিয়াছি।

ললিত। একটি অতিথিশালা সংস্থাপন কর।

উষা। তাহাও করিব ভাবিয়াছি।

ললিত। দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য কমলপুরে একটি শিক্ষালয় সংস্থাপন কর।

উষা। তাহাও করিব ভাবিয়াছি।

ললিত। তবে দিদি, কেন বল, তোমার এত টাকার আবশ্যক নাই? তোমার আরও টাকার আবশ্যক হইবে; আমি সে টাকা দিব। আমি ও উষা তোমার কার্য্যে সহায়তা করিব।

এই সময়ে হেমন্তকুমার আসিলেন। প্রতিভা ও উষা ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

উষা যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা করিলেন। চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইল; তাহার নাম হইল "অনাথাশ্রম।" কত অনাথ ব্যাধিগ্রস্ত নরনারী তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। উষা অনেক সময় স্বয়ং তাহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাহাদের চিকিৎসার ভার হেমন্তকুমার লইলেন। উষা কখনও ধীরে ধীরে একটি রোগীর শয্যাপার্শ্ব হইতে অপর একটি রোগীর শয্যাপার্শ্বে যাইতেছেন, কাহাকেও বা মধুর সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, কাহারও বা শিয়রে বসিয়া উত্তপ্ত ললাটে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। কাহাকেও বাতাস করিতেছেন, কাহাকেও বা ঔষধ সেবন করাইতেছেন। আহা, এ দৃশ্য কি চমৎকার! যে দেখিত, সেই বলিত, ইনি দেবকন্যা, মানবীর বেশ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলে রোগীর জ্বালা যন্ত্রণা অর্দ্ধেক উপশম হইত। তাঁহার মধুর স্নেহমাখান মুখখানি দেখিবার জন্য অনেক রোগী উৎসুক হইয়া পথপানে চাহিয়া থাকিত। অতিথিশালা সংস্থাপিত হইল। কত দরিদ্র ব্যক্তি সেখানে আসিয়া আহার করিয়া যাইত। বিদ্যালয়ে কৃষকের সন্তানসন্ততিগণ বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিল।

একদিন প্রাতঃকালে হরিদয়ালের বাটীর প্রাঙ্গণভূমি সহস্রাধিক

লোকে পরিপূর্ণ হইল! গগনমণ্ডল কম্পিত করিয়া শব্দ উঠিল, "জয়, উষা মায়িকি জয়!" সেই প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত একটি ইষ্টকনির্ম্মিত উচ্চ বেদীর উপর উষা দাঁড়াইয়াছিলেন। নবোদিত সূর্য্যের রশ্মি তাঁহার মস্তকে, বদনমণ্ডলে, অংসোপরি, পতিত হইয়াছিল। একটি কৃষকশিশু অতি কষ্টে বেদীর সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া 'মা'র পাদদেশে বসিল ও তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিল। ইচ্ছা এই, একবার 'মা'র কোলে যায়। উষা সস্নেহে শিশুটিকে কোলে তুলিয়া দাঁড়াইলেন। আহা সে কি সৌন্দর্য্য! সেই শুভ্রবসন-পরিধানা, বিনম্রবদনা, জ্যোতির্ম্ময়ী, নবীনা জননীর সৌন্দর্য্য যে দেখিল, সেই মোহিত হইল। আবার গগনমণ্ডল কম্পিত করিয়া ধ্বনি উঠিল, "জয়, উষা মায়িকি জয়!" সে দিন উষার পিতার মৃত্যু দিন; সে দিন উষা দরিদ্রগণকে তণ্ডুল, পয়সা ও বস্ত্র বিতরণ করিতেন। কত খঞ্জ, অন্ধ, পুরুষ ও স্ত্রী আসিয়াছে। সকলেই উষার চারিধারে ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান। উষা সকলের প্রতি সস্নেহদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। কত অন্ধ দৃষ্টিশক্তি না থাকায় 'মা'কে দেখিতে পাইত না। তাহারা একে একে আসিয়া উষার পদাঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিল। তাহার পর তণ্ডুলাদি বিতরিত হইতে লাগিল। আবার শব্দ উঠিল, "জয়, উষা মায়িকি জয়!" তণ্ডুলাদি বিতরণ শেষ হইল। উষা বেদী হইতে নামিলেন। কাঙ্গালীরা উষার জয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া গেল। উষা গৃহে প্রবেশ করিলেন। এমন সময়ে বলা আসিল। বলিল, "মায়ি, একজন রোগী আসিয়াছে। উষা তৎক্ষণাৎ অনাথাশ্রম অভিমুখে গমন করিলেন।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, প্রদীপ্ত চন্দ্রালোকে শুভ্রচূড় সুধাধবলিত "অনাথাশ্রমের" অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। ভিতরে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে একটি পালঙ্কের উপর একটি রমণী নিদ্রিতা। তাহার পার্শ্বে আর একটি রমণী নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। একটি সুন্দর দীপাধারে স্নিগ্ধ আলোক জ্বলিতেছে। রমণী ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা। ঊষা পালঙ্কের এক পার্শ্বে নিঃশব্দে বসিয়া নিদ্রিতা রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া আছেন! একদিন সে মুখখানি অতিশয় সুন্দর ছিল, এক সময় সেই সুন্দর অলকগুচ্ছ সেই সুন্দর বদন মণ্ডলে অতিশয় শোভা পাইত। রমণীর সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিল। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া রমণী বলিলেন, "মা! কি দেখিলাম মা; আর একবার দেখাও না।" ঊষা শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি দেখিতে চাও বোন; বল না।"

রমণী বলিলেন, "এতদিন যাঁহাকে দেখিবার জন্য মরি নাই, তাঁহাকে একবার দেখাও নাগো, একবার দেখাও; এখনি দেখিলাম, কত তারা জ্বলিতেছে। কত চাঁদ হাসিতেছে। তাহাদের মধ্যে তাঁহাকে দেখিলাম। আবার ভুলিয়া গিয়াছি; দেখাও, আর একবার দেখাও, তোমার পায়ে পড়ি।" রমণী আবার চক্ষু মুদিত করিলেন।

এই সময় হেমন্তকুমার একবার আসিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া বলিলেন, "ইহার জীবনের আর আশা নাই। দেখা যাক্ ঔষধ খাওয়াও।" উষা একবার ঔষধ দিলেন। রমণী আবার চক্ষু মেলিলেন। রমণীর এবারে জ্ঞান হইয়াছে। হেমন্তকুমারকে দেখিয়া ধীরে ধীরে পায়ের কাপড় টানিয়া গায়ে দিলেন। হেমন্তকুমার সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। রমণী উষাকে বলিলেন, "জীবন ত ফুরায়, একটী কাজ করিবে বোন? এই শেষ অনুরোধটি রাখিবে? আর লজ্জা করিয়া কি হইবে? আমি এখানে আসিয়াছি, কেবল তোমার দাদাকে একবার দেখিবার জন্য। তাঁহাকে একবার দেখাইবে?

উষা বলিলেন, "বেশ ত; দাদাকে ডাকিয়া আনি, তুমি দেখা কর।"

মলিনা। না না, তা নয়; তিনি যেন আমাকে দেখিতে না পান। ছিছি! এই বেশ, এই বেশে তাঁহার সহিত দেখা করিব কি করিয়া? তাঁহার দয়ার শরীর; আমার এ দশা দেখিলে তাঁহার প্রাণে ব্যথা লাগিবে। আমি শুধু একবার দেখিব। তিনি যেন দেখিতে না পান।

আবার যেন জ্ঞান সহসা তিরোহিত হইল। রমণী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দেখাও নাগো, দেখাও; ভুলিয়া গিয়াছি। তোমার পায়ে পড়ি, আমার সর্ব্বস্ব নাও, দেখাও, একবার দেখাও। সে কি যে জানি না।"

উষা ললিতকে একবার ডাকিতে গেলেন। ললিত ও প্রতিভা উভয়েই আসিলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আশ্রমস্থিত রোগী সকলকে দেখিলেন। পরিশেষে তাঁহারা মলিনা যে কক্ষে ছিল, সেই কক্ষে আসিলেন। উষা মলিনার আদেশমত ললিতকে মলিনার বিষয় কিছুই বলেন নাই। মলিনা বস্ত্রাবৃতা হইয়া একদৃষ্টে ললিত ও প্রতিভাকে দেখিতে লাগিল। প্রতিভা একখানি কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার সুন্দর উজ্জ্বল মুখখানি উজ্জ্বল প্রদীপালোকে

অতিশয় সুন্দর দেখাইতেছিল। দুই একটি অশ্রুবিন্দুও মুক্তাফলকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। রোগীদের যন্ত্রণা দেখিয়া প্রতিভা অশ্রুজল ফেলিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়ে নীরবে মলিনার শয্যাপার্শ্বে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। মলিনা প্রাণ ভরিয়া জন্মের মত তাঁহাদিগকে দেখিয়া লইল।

তাঁহারা সেখান হইতে চলিয়া গেলে মলিনা ধীরে ধীরে বদনমণ্ডল হইতে বসনাঞ্চল সরাইল। মলিনার চক্ষু দুটি জলে পরিপূর্ণ; মলিনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল; "দিদি, ভগবানের কি দয়া! তিনি আমার মত দুঃখিনীরও ইচ্ছা পূর্ণ করেন।"

গভীর নিশীথে সকলে নিদ্রা গেল, জগৎ নিস্তব্ধ হইল। অনাথাশ্রমের মধ্যে যে যেখানে ছিল, সকলে ঘুমাইল। কেবল উষা ঘুমাইল না; মৃত্যুশয্যায় শায়িতা মলিনার ও ঘুম নাই। মলিনা ধীরে ধীরে শীর্ণ হাত দুখানি বুকের কাছে লইয়া গেল। দুই হস্ত যোড় করিয়া, চক্ষুদুটি নিমীলিত করিয়া, ধীরে ধীরে অতি ক্ষীণস্বরে বলিল :—

"এস তুমি এস।

সংসারের বিষময় শ্বাসে,
পুড়িয়া হ'য়েছি ছারখার;
দগ্ধ প্রাণ লভিতে বিরাম,
ছুটে যায় করি হাহাকার।
জেগে আজ উঠেছে হৃদয়,
সাগরের বারিরাশি প্রায়;
শত শত বাহু বাড়াইয়া,
তোমার নিকটে যেতে চায়।

এস তুমি এস।

কত কথা বলিবার আছে,
তোমার চরণে বলিব গো ;
কত আশা জেগেছে হৃদয়ে,
তোমারে আজিকে শুনাব গো।

এস তুমি এস।

ছিঁড়ি ফেলি মরতের বাস,
পশ তুমি হৃদয়ে আমার ;
জগতের মহাজ্যোতি তুমি,
সরাইয়ে দেও অন্ধকার।
শেষ হোক মরতের লীলা,
চাহিনা গো, কিছু হেথাকার ;
হৃদয়ের গভীর প্রদেশে,
শুন দেব, উঠে হাহাকার।

এস তুমি এস।"

মলিমার এই আকুল আহ্বান আর কেহ শুনিল না। কেবল স্বর্গের দেবতা শুনিলেন, আর দেববালা ঊষা শুনিল। অভাগিনীর মর্ত্ত্যের লীলাখেলা শেষ হইল। ধীরে ধীরে মলিনার জীবনবায়ু বহির্গত হইল। শোকে দুঃখে জর্জ্জরিতা মলিনা শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিল। ললিত ও প্রতিভা তাহা জানিলেন না।

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইল। সকলে সুখী হইল। ললিত প্রতিভাকে পাইয়া সুখী হইলেন, এবং আপনার প্রাণময়ী কবিতা দ্বারা স্বদেশবাসিগণকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঊষা ও হেমন্তকুমার বিশ্বসেবাব্রতে আপনাদের

মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন, এবং পরোপকারজনিত বিমল সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। পদ্মও বেশ সুখী, কেবল একজনের জন্য অশ্রুপাত করিতে হইল। মলিনাকে আমরা ইহ জীবনে সুখীদেখিতে পাইলাম না। কিন্তু যদি স্বর্গে সুখ থাকে, যদি পরজীবনে মানবের পিপাসার শান্তি হয়, তবে মলিনার জন্য কেহ ভাবিবেন না। মলিনা সুখী হইয়াছে। মলিনা শান্তি পাইয়াছে।



